আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৭ || সোমবার || চৈত্র ২১ || ১৪২৮ || রমাদান ৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 26 || 4 April || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিশ্বের সব মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

পাকিস্তান পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভা বাতিল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের অনুরোধে দেশটির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি। এর আগেই অনাস্থা ভোট নিয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার পর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে আগাম নির্বাচন দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। নিয়ম অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন হবে। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ায় এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। সেই সরকার জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করবে। সোমবারই পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ইমরান খানের সরকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার ওই প্রস্তাবের **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

রিজার্ভ তেল ছাড়ার নির্দেশ বাইডেনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জ্বালানী তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগামি ৬ মাস প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রের **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**



কাতার বিশ্বকাপের ফিক্সচার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছর ২১ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর কাতারের পাঁচটি শহরে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। এবারের আসরেও অংশ নেবে ৩২ টি দল। স্বাগতিক হওয়ার সুবাদে কাতার সবার আগে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পেয়েছে। আঞ্চলিক বাছাই **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

যুক্তরাজ্যে করোনার নতুন ধরন 'এক্স-ই'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে করোনার নতুন একটি ধরনের সন্ধান পেয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। অন্য সব ভ্যারিয়েন্টের **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

এমন রোজা আগে দেখেনি ইউক্রেন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রমজান। পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। সামনে এলেই খুশির হিড়িক পড়ে যায় পুরো মুসলিমবিশ্বে। কিন্তু ইউক্রেনের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে এবারের রমজান একেবারেই ভিন্ন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে খুশির চেয়ে শঙ্কাই এবার বেশি। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

'দেশমান্য' খেতাব পেলেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে 'দেশমান্য' খেতাবে ভূষিত করা **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানার আহ্বান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এবার 'যুদ্ধাপরাধী' অ্যাখা দিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সাবেক প্রধান প্রসিকিউটর কার্লা দেল পন্তে। **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

মানবদেহের পূর্ণাঙ্গ জিনবিন্যাস উন্মোচন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মানবদেহের জিনের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

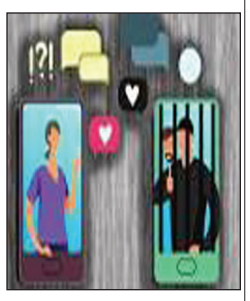


২০০৩ সালে মানুষের জিন বিন্যাসের ৯২ শতাংশ উন্মোচিত হয়। এবার বাকি **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
৪ এপ্রিল	৩ রমাদান	৫.০৯	৭.২৬
৫ এপ্রিল	৪ রমাদান	৫.০৭	৭.২৭
৬ এপ্রিল	৫ রমাদান	৫.০৬	৭.২৮
৭ এপ্রিল	৬ রমাদান	৫.০৪	৭.২৯
৮ এপ্রিল	৭ রমাদান	৫.০২	৭.৩০
৯ এপ্রিল	৮ রমাদান	৫.০০	৭.৩১
১০ এপ্রিল	৯ রমাদান	৪.৪৮	৭.৩২

অপরাধজগতে ডেটিং এ্যাপস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর মতোই বদলায় অপরাধ। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার জন্য অপরাধীরা প্রতিনিয়ত অপরাধের ধরন বদলাতে থাকে। তথ্য-প্রযুক্তির যুগে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public
· Bookkeeping · Business Formation
· Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 4hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

We care for you
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
Bangla Group

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

BANGLA CDPAP SERVICES



ABU ZAFAR MAHMOOD
CEO & President
646-769-0966
ceo@banglacdpap.com

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

www.banglacdpap.com
info@banglacdpap.com
888-212-3237 (Toll Free)

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 4 // 2022

নিউইয়র্কবাসী ওয়াজেদ আলী খান নিলুর ইন্তেকাল



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের পরিচিত মুখ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান নিলু (৬২) ইন্তেকাল করেছেন। গত ২৭ মার্চ রোববার সকাল ৭টা ২০ মিনিটে তিনি ফ্লাশিংস্থ একটি নার্সি হোমে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সহ অনেক শুভাকাঙ্খী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। খবর ইউএনএ'র। টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার সন্তান ওয়াজেদ আলী খান নিলু দীর্ঘদিন ধরে কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাস করে আসছিলেন। তিনি শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। মরহুমের নামাজে জানাজা পরদিন ২৮ মার্চ বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মোমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। এদিকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান নিলুর মৃত্যুতে টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।





ফুলকলি ফাউন্ডেশনের স্বাধীনতা দিবস পালন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় ডিষ্ট্রিক্ট লিডার প্রার্থী, সমাজ সেবক ও ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ বলেছেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির আরও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি নির্বাচিত হলে তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। একইসাথে তিনি বলেছেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জল করার জন্য ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস আমাদের চেতনার একটি অবিস্বরণীয় দিন। গত ২৫ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইডের একটি রেস্টুরেন্টে 'ফুলকলি ফাউন্ডেশন অব ইউএসএ'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাংবাদিক বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে 'স্বাধীনতা আমার অহংকার' শীর্ষক আলোচনা সভায় অনান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নাসির আলী খান পল, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর , কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব নিউইয়র্কের-এর সভাপতি আহসান হাবিব, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ রাব্বি, এডভোকেট মোর্শেদা জামান, কৃষিবীদ আশরাফ উজ্জামান, সোশিয়াল অ্যাক্টিভিস্ট কামরুল ইসলাম সনি, জুডিশিয়াল ডেলিগেট প্রার্থী সাইফুর খান প্রমূখ। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, সাংবাদিক শামীম আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিমসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে একটি পরিচিত নাম। বাংলাদেশীরা এখন বিশ্বের বিভিন্নস্থানে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে স্বচেষ্ট রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও মূলস্রোতের রাজনীতিতে বাংলাদেশীরা এখন নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন। বাংলাদেশীরা এগিয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। বাংলাদেশীদের জাতীয় জীবনে ২৬ মার্চ একটি অবিস্বরনীয় দিন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, চন্দন চৌধুরী, রানো নেওয়াজ, শামীম সিদ্দিকী, অনিক রাজ, ফারহানা তুলি, চন্দ্রা রায়, বেবী জামান, রোজী আজাদ প্রমূখ। কবিতা আবৃত্তি করেন গোপন সাহা ও রওশন হাসান।

কাইয়ুম চৌধুরী সিলেট জেলা বিএনপি সভাপতি নির্বাচিত

নিউইয়র্কে বিএনপি নেতাকর্মীদের মিষ্টি মুখ





বিশেষ প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমানের সাবেক এপিএস এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী কাউন্সিলরদের ভোটে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় নিউইয়র্কে বিএনপি নেতাকর্মীরা মিষ্টি মুখ ও আনন্দ উৎসব করেছেন। গত ২৯ মার্চ মঙ্গলবার রাতে তারা জ্যাকসন হাইটসের কথা রেষ্টুরেন্টে মিলিত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আব্দুল কাইয়্যুম চৌধুরী ও এমরান আহমদ চৌধুরীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক আমানত হোসেন আমান, নিউইয়র্ক স্টেট শাখার সভাপতি কাজী আমিনুর ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের ফরিদ খন্দোকার ও শাহবাজ আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ ছাড়াও আব্দুর রহিম, লিয়াকত আলী, শাহ কামাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ কাউন্সিলরদের ভোটে বহুল আলোচিত সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক পদে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে আব্দুল কাউয়ুম চৌধুরী ৮৬৮ ভোট পেয়ে সভাপতি, এমরান আহমেদ চৌধুরী ৭৯৮ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক এবং মোহাম্মদ শামীম আহমদ ৬২৩ ভোট পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — **তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — **ডা. সাদী আলম, ডিপিএম**

পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — **সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.**

বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭

ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০

safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২

ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১

safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আহলান সাহলান মাহে রমজান

ত্যাগের মানসিকতা জাগ্রত হোক

বছর ঘুরে আবার ফিরে এসেছে সংযম ও ত্যাগতিতিক্ষার মাস পবিত্র রমজান। পবিত্র কুরআনে সিয়াম অর্থাৎ রোজাকে অবশ্যপালনীয় একটি বিধান হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ। আল কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে আল্লাহতে বিশ্বাসীরা, তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।' এ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে রোজার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কিভাবে রোজা পালন করতে হবে, সে কথা সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

পবিত্র কুরআন রমজানেই নাজিল হয়েছে, যা মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র অবলম্বন। এর বিকল্প নেই। যে কেউ সহজ সরল পথ পেতে চাইবে, তাকে নিবিড়ভাবে কুরআন মাজিদ অনুসরণ করতে হবে। কুরআনের কাছেই প্রতি মুহূর্তে ফিরে আসতে হবে। এ ঐশী গ্রন্থ মানবজাতির জন্য অবশ্যপাঠ্য, যা সবসময় অধ্যয়ন করতে হয়। কাউকে মানবতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হলে কুরআনকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। এ জন্য তাকওয়া অর্জন পূর্বশর্ত। রোজার মাধ্যমেই বিশ্বাসীরা অর্জন করেন তাকওয়া বা আল্লাহ-সচেতনতা।

এ পবিত্র মাসে আল্লাহ তায়ালার সব সৃষ্টি তাঁর অশেষ রহমতে ধন্য হয়। পরম করুণাময়ের অপার রহমতের দরজা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য খুলে যায়। এ মাসে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের মহাকল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকল, সে প্রকৃতপক্ষেই সব কিছু থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

মহা বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় রমজান মাসের প্রতিটি মুহূর্তই মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতে পরিপূর্ণ। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ একটি মাস রোজা পালন করেন, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফল। তারা আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেন অসীম রহমত। যারা প্রকৃত সতর্ক ও জ্ঞানী, তারা এ সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার করে থাকেন। রোজা পালনের মধ্য দিয়ে মুমিন বান্দারা আত্মিকভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

যে রমজান মাসকে আল্লাহ এত বেশি মর্যাদাবান, রহমত, বরকত ও পুণ্যময় করেছেন; সেই অতুলনীয় মাসের প্রতি সবারই যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেখানো কর্তব্য। আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা সত্যিকার উপলব্ধির সাথে রোজা পালন করব। এর শিক্ষা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত করব। মানুষে মানুষে বৈষম্য, শোষণ ও অন্যায়ের অবসান ঘটাতে যথাসাধ্য কার্যকর ভূমিকা রাখব। সবার কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত করব নিজেদের।

সব অসঙ্গতি দূর করে রোজা সবার জীবনে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের ফল্গুধারা বয়ে আনুক; এবারের পবিত্র রমজানে এটাই হোক সবার কামনা। সেই সাথে রোজার সামগ্রিক পরিবেশকে কাঙ্খিত মানে রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো সবার দায়িত্ব হওয়া উচিত।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশ

তারেকুল ইসলাম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে এ মুহূর্তে দেশে অনেক কথা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা এবং অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৪১টি দেশ ভোট দিলেও বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। সরকার বলেছে, নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল। কিন্তু এখানে যতটা না নিরপেক্ষতার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভৌগোলিক নিরাপত্তা-উদ্বেগ। কারণ বাংলাদেশ তিন দিক থেকে পারমাণবিক শক্তিধর বৃহৎ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তা ছাড়া এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অখন্ড রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদেরকে নিরন্তর আধিপত্যবাদের চাপ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়।

লক্ষণীয় আফগানিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটান কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কারণ তারা তাদের ভৌগোলিক নিরাপত্তার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে সেখানে সবেমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তির সামরিক আগ্রাসনের অবসান ঘটেছে। অন্য দিকে নেপাল ও ভুটান চীন ও ভারত দ্বারা স্থলবেষ্টিত তথা ল্যান্ডলকড। তারা কিন্তু ভোটদানে বিরত থাকেনি। থাকার সুযোগও নেই, কারণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন সব কিছুর উর্ধ্বে। আর সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার বিবেচনায় একটি দেশের পক্ষে তার ভৌগোলিক নিরাপত্তার স্বার্থ ও ভূরাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্নে অবহেলার কোনো সুযোগ নেই। বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশেষক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেছেন, 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে যে ধরনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি থাকা দরকার সেটি বাংলাদেশের জন্য খুবই জরুরি। ইউক্রেন যদিও আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নয়, কিন্তু তুলনামূলক ক্ষমতার বলয়ে সেটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবেই চিহ্নিত। কাজেই বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা এ ধরনের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে যদি আক্রমণ করা হয়, তা হলে অন্য যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম হবে' (১২ মার্চ ২০২২, বাংলা ভয়েস অব আমেরিকা)। সে কারণেই নিরাপত্তা বিশেষক ও পর্যবেক্ষক মহলের কাছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভোটদানে বিরত থাকা আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুতর কৌশলগত ভুল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশকে চাপে ফেলতেই কি নীতা লালের রিপোর্ট

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই 'নিক্কেই এশিয়া' নামে জাপানের একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে 'বাংলাদেশে ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র বানাচ্ছে চীন, সতর্ক ভারত' শিরোনামে প্রকাশিত ভারতীয় সাংবাদিক নীতা লালের একটি রিপোর্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গত ১১ মার্চ প্রকাশিত ওই রিপোর্টে ঢাকার 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' এক সূত্রের বরাতে দাবি করা হয়েছে, '২০১১ সালে বাংলাদেশকে চীন যে 'সারফেস টু এয়ার মিসাইল' দিয়েছে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চীন একটি মিসাইল ফ্যাসিলিটি হাব বা কেন্দ্র গড়ে তুলছে। যা নয়াদিল্লিতে বিপদঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু বাংলাদেশের কোথায়, কবে থেকে এবং সেটি তৈরি হচ্ছে তার কোনো উল্লেখ নেই প্রতিবেদনে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ওই প্রতিবেদনকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'চীন-বাংলাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র বলে কিছু নেই এবং ভবিষ্যতে কিছু করার পরিকল্পনাও নেই' (১৫ মার্চ ২০২২, ডেইলি স্টার)। এ ছাড়া ইউএনবিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নিক্কেই এশিয়ার রিপোর্টটিকে 'উসকানিমূলক' সাব্যস্ত করে বলেছেন, গণমাধ্যমে এমন রিপোর্টের পেছনে 'অসৎ উদ্দেশ্য' রয়েছে।

চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেছেন, বাংলাদেশ কিংবা অন্য কোনো দেশের মাটিতে চীন কোনো ধরনের সামরিক ঘাঁটি বানাবে না।

এর আগে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় চীনের কাছ থেকে দু'টি সাবমেরিন কেনায় ভারত উষ্মা প্রকাশ করেছিল। ভারতীয় মিডিয়া সেটিকে 'ভারতের বিরুদ্ধাচরণ' হিসেবে রংচং লাগিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এটি জানা কথা যে, বাংলাদেশ সাধারণত চীন থেকেই সবচে বেশি অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কেনে। সে হিসেবে চীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতের অন্যতম কৌশলগত অংশীদারও বটে। এ ছাড়া কোনো দেশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো কোনো যুদ্ধাস্ত্র কিংবা সাবমেরিনের মতো কোনো যুদ্ধযান কিনলে স্বাভাবিকভাবে সেসবের রক্ষণাবেক্ষণের (মেইনটেনেন্স) বিষয়টিও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু নীতা লালের রিপোর্টে যেভাবে বিষয়টিকে 'চীন-বাংলাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র' বলে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ঢালাওভাবে 'ভারতের বিরুদ্ধে চীনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, সেটাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় প্রকাশিত এমন রিপোর্টের উদ্দেশ্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ সময় এমন স্পর্শকাতর রিপোর্ট প্রকাশের মানে কি বাংলাদেশকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপে ফেলা? মানে, চীনের সাথে দহরম-মহরম কমাতে প্রচ্ছন্ন চাপ দিতেই কি এমন রিপোর্ট? বাংলাদেশ তার প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়নে চীনের সাথে 'সামরিক অংশীদারিত্ব' বাড়াচ্ছে। বিষয়টি নয়াদিল্লির জন্য যতই অস্বস্তিকর হোক, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অধিকার রয়েছে তার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার।

সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন ও রুশ আগ্রাসন

যত যুক্তিসঙ্গত কারণেই হোক, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর হামলা করাটা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এমনকি কোনো রাষ্ট্র সামরিকভাবে দুর্বল কিংবা আয়তনের দিক থেকে যতই ছোট হোক, তার ওপর প্রতিবেশী কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কথিত 'নিরাপত্তার অজুহাতে' সামরিক আক্রমণ করলে তা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। জাতিসঙ্ঘ সনদের ২ নম্বর আর্টিকেলে সব সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদা সমান বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধগুলো নিরসন করবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে (প্রধানত কূটনৈতিক পন্থায়), যাতে বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিপন্ন না হয়। এ ছাড়া হুমকি ও শক্তি প্রয়োগ করা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়া পরাশক্তি হওয়ায় তার ভূরাজনৈতিক স্বার্থে আন্তর্জাতিক আইনকানুন লঙ্ঘন করে ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে। ঠিক যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শক্তি ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ার মতো স্বাধীন-সার্বভৌম দেশগুলোতে একের পর এক আগ্রাসন চালিয়েছিল। বর্তমানে যেকোনো রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন মানেই সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য ভারী কলঙ্ক। আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, শান্তি ও সংহতি উন্নয়ন' শীর্ষক অনুচ্ছেদের (গ) ধারায় বলা হয়েছে, 'সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন'। একাত্তরে আমাদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সামরিক আগ্রাসন চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। সুতরাং জাতীয় চেতনার জায়গা থেকে আমাদের উচিত ইউক্রেনের প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করা।

এ ছাড়া মিয়ানমার থেকে যখন লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আমাদের দেশে পুশ করা হচ্ছিল, তখন আমাদের কথিত বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও উন্নয়ন সহযোগী চীন রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি। বরং মিয়ানমারকে সাবমেরিন উপহার দিয়েছিল। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে দফায় দফায় প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও চীন ও রাশিয়ার ভেটোতে তা পণ্ড হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ দু'টির ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া যায়নি। ফলে সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন ও রাশিয়ার সমর্থন না পাওয়ায় গভীর হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম (১৭ আগস্ট ২০১৮, মানবজমিন)। এমনই প্রেক্ষাপটে আজকের দিনে ইউক্রেনে সেই রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদের নিন্দা প্রস্তাবে বাংলাদেশের নীরবতা অপ্রত্যাশিত।

পশ্চিমাদের দ্বিচারিতা ও বর্ণবাদ

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার প্রতিক্রিয়ায় গোটা পাশ্চাত্য শক্তি তুমুল প্রতিবাদ ও নিন্দায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের অব্যাহত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কখনো তাদের এমন সরব হতে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টে রিচার্ড বয়েড ব্যারেট নামে একজন আইরিশ আইনপ্রণেতা **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

> **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে এ মুহূর্তে দেশে অনেক কথা হচ্ছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা এবং অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৪১টি দেশ ভোট দিলেও বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।**

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ফজর	৫.১৪	৫.১২	৫.১১	৫.০৯	৫.০৭	৫.০৫	৫.০৩
সূর্যোদয়	৬.৩৩	৬.৩১	৬.৩০	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৫	৬.২৩
জোহর	১২.৫৯	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৮	১২.৫৭	১২.৫৭	১২.৫৭
আসর	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬
মাগরিব	৭.২৫	৭.২৬	৭.২৭	৭.২৮	৭.২৯	৭.৩০	৭.৩১
এশা	৮.৪২	৮.৪৩	৮.৪৪	৮.৪৬	৮.৪৭	৮.৪৮	৮.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কূটনৈতিক উদ্যোগেই ইউক্রেন সমস্যার সমাধান হবে

এ কে এম আতিকুর রহমান

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ইউক্রেন অভিযানের এক মাস পেরিয়ে গেছে। তিনি ইউক্রেন আক্রমণের কারণ হিসেবে ওই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পীড়ন ও গণহত্যার শিকার হওয়া মানুষগুলোকে রক্ষা এবং ইউক্রেনকে 'অসামরিকীকরণ ও নাৎসিকরণমুক্ত' করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা জানি, এ সবই ছিল পুতিনের মনগড়া কথা। তাঁর ছিল অন্য এক আশঙ্কা, নিরাপত্তার আশঙ্কা ইউক্রেনের ন্যাটো জোটে যোগদানের সম্ভাবনা ঘিরে।

এবার আর অপেক্ষা করার মতো সময় তাঁর হাতে ছিল না। তাঁর সেই আশঙ্কার ফলে ইউক্রেন রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার হলো। ইউক্রেনকে আক্রমণ করা হলো এবং সেই ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে শুরু হওয়া যুদ্ধ এখনো ইউক্রেনজুড়েই চলছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, উভয় পক্ষের সামরিক হতাহতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। হাজারের ওপর ইউক্রেনীয় বেসামরিক লোক, কয়েক শ শিশু এবং কয়েকজন সাংবাদিকের নিহত হওয়ার কথাও জানা গেছে। এ ছাড়া ইউক্রেনের লাখ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে। এমনকি বন্দরনগর মারিওপোল থেকে হাজার হাজার বেসামরিক লোককে রাশিয়ায় জোরপূর্বক সরিয়ে নেওয়ার কথাও উঠেছে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ইউক্রেন শরণার্থী রয়েছে পোল্যান্ডে। হয়তো এ কারণেই কয়েক দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন পোল্যান্ড সফরে যান এবং সেখানকার বিভিন্ন ইউক্রেন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন, শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।

ইউক্রেনের প্রতি প্রথম থেকেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দরদ উথলে উঠলেও রাশিয়াকে দেখে নেওয়ার হুমকি থেকে যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগেই সরে গেছে। রাশিয়াকে অর্থনৈতিকসহ কিছু নিষেধাজ্ঞা, ইউক্রেনকে হয়তো কিছু অস্ত্র বা গোলাবারুদ সরবরাহ করা এবং পুতিনকে সরিয়ে দেওয়াসহ নানা প্রকারের হুমকি-ধমকি দেওয়ার মধ্যেই বাইডেন সীমাবদ্ধ রয়েছেন। এরই মধ্যে আবার ওয়ারশে ইউক্রেনের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বাইডেন বৈঠকও করেছেন। এসব বৈঠক আর হুমকি-ধমকি কি আদৌ ইউক্রেনকে বিদ্যমান অবস্থা থেকে উত্তরণে কোনো আলো দেখাতে পারছে? নাকি উল্টোটাই অর্থাৎ অন্ধকারের গভীরে টেনে নিচ্ছে? তবে এ কথা সত্য যে ইউরোপের অনেক দেশেই আমেরিকার অস্ত্র বিক্রি বেড়ে চলছে। আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসার জন্যই কি তাহলে বাইডেনের এত লাফঝাঁপ? আর যদি যুদ্ধটা একটু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গড়িয়ে নেওয়া যায় অথবা যুদ্ধের আশঙ্কাটা জিইয়ে রাখা যায়, তাহলে বাইডেনের অস্ত্রের ব্যবসা ভালোই জমবে। করোনাকালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়েছিল তা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। আসলে পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার ওপর যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে বা ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে, তা কি ইউক্রেনকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট?

কয়েক দিন আগে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এক দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন। সফরকালে তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেননি। যাই হোক, ২০২০ সালে লাদাখে চীনা আগ্রাসনের পর এই প্রথম চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এ ছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া পরিস্থিতির বিবেচনায় রাশিয়া-ভারত দীর্ঘ সম্পর্কের মাঝে চীনা কূটনীতির এই নতুন ভাবনা হয়তো ভারত-চীন সম্পর্ককে কিছুটা কাছে টানার একটা প্রয়াস হতে পারে। সে ক্ষেত্রে চীনের ভাবনাটি হতে পারে ভারত-রাশিয়া-চীন আঁতাত গঠনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপে ফেলার এক নতুন ফন্দি। কারণ তাইওয়ান নিয়ে চীনের ভাবনা রয়েছে। তবে ইউক্রেন ইস্যুতে ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের কোনো হেরফের হয়নি। যাই হোক, রাশিয়ার পাশে চীনের দাঁড়ানো বা ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার উদ্যোগ হয়তো প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে অনেকটাই সীমিত করে রাখবে।



অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দোহা ফোরামে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বিশ্বের জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোকে উৎপাদন বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। যাতে রাশিয়া তার তেল ও গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে অন্য দেশগুলোকে 'ব্যাকমেইল' করতে না পারে, সেদিক চিন্তা করে এক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তিনি এই আহ্বান জানান। তবে এই আহ্বান কতটুকু ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ তেল বা গ্যাস উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে কয়জন ইউক্রেনের এই আহ্বানে সাড়া দেবে সেটিই প্রশ্ন। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্প্রতি এক আলাপকালে বলেন যে শান্তি স্থাপনে তাঁর দেশ নিরপেক্ষ আলোচনায় বসতে প্রস্তুত রয়েছে। আর সেই সিদ্ধান্ত হতে হবে গণভোটের মাধ্যমে এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের উদ্যোগে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও গণভোটের প্রসঙ্গটি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

প্রেসিডেন্ট পুতিন ধারণা করেছিলেন, দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই ইউক্রেন রাশিয়ার সেনাদের দখলে চলে আসবে। সে হিসাবে কিয়েভ এখনো দখল করা সম্ভব হয়নি। অবস্থার বাস্তবতায় আপাতদৃষ্টিতে পুতিনের আগ্রাসন লক্ষ্য এবং কৌশল পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখন তারা রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ইউক্রেনীয় এলাকাকে রাশিয়ার জন্য নিরাপদ করার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যোগসাজশে ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দোনেস্ক ও লুহানস্কের মতো তথাকথিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে পুতিনের ঘোষণা বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এদিকে জাতিসংঘের কাছে অভিযোগ রয়েছে যে মারিওপোল খালি করা হচ্ছে। সেখানকার বেসামরিক লোকজনকে জোর করে রাশিয়ায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এমনও ধারণা করা হচ্ছে যে রাশিয়ার সেনাবাহিনী কিছু চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও স্থাপনা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করে (হয়তো এরই মধ্যে কিছুটা করতে পেরেছে), পূর্বাঞ্চলের দনবাস এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এবং ইউক্রেনের কাছ থেকে ন্যাটোতে যোগদান না করার অঙ্গীকার আদায় করে যুদ্ধবিরতিতে অর্থাৎ ইউক্রেনের সঙ্গে আপসে যাবে।

পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণ করার অন্তর্নিহিত কারণটি কি অন্য রকম কিছু হতে পারে, যা আমরা ভাবছি না? আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। যদিও এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট পুতিন হয়তো দুজনকেই শেখানোর চেষ্টা করেছেন। রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের উদ্দেশ্যে বর্তমানে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে কি আমরা ধারণা করতে পারি—ক. পশ্চিমাদের, বিশেষ করে আমেরিকাকে দেখিয়ে দেওয়া যে তোমরা রাশিয়াকে অতটা শক্তিহীন ভেব না, খ. ইউক্রেনকে বোঝানো যে 'ন্যাটো, ন্যাটো' করা মাথা থেকে বিদায় করে দাও এবং গ. ইউক্রেনকে সামরিক দিক থেকে শক্তিহীন করে রাখা, যাতে রাশিয়ার জন্য ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

আমরা জানি, চলমান যুদ্ধের মধ্যেও শান্তি স্থাপনে আলাপ-আলোচনার প্রয়াস ও উদ্যোগ বন্ধ থাকেনি। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনবার এবং গত ১৪ মার্চ রাশিয়া ও ইউক্রেন আলোচনায় বসেছিল; যদিও সেসব আলোচনার কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ১০ মার্চ তুরস্কের আনাতোলিয়ায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সেই বৈঠকটিও আমাদের তেমন কোনো ভালো সংবাদ দিতে পারেনি। দুই দেশের মধ্যকার আলোচনাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গত ২৭ মার্চ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আবার কূটনৈতিক উদ্যোগ নেন এবং ২৮-৩০ মার্চ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে দুই দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। দুই নেতা যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যত শিগগির সম্ভব যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতি গুরুত্ব দেন। এ ব্যাপারে তুরস্কের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে মোট ছয়টি শর্তের মধ্যে চারটি শর্ত মেনে নিতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। ওই চারটি শর্ত হচ্ছে—ইউক্রেনকে ন্যাটোর বাইরে থাকতে হবে, ইউক্রেনে রুশ ভাষা ব্যবহার করা হবে, নিরস্ত্রীকরণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদিও অন্য দুটি শর্তের কথা প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান প্রকাশ করেননি। অনুমান করা যায়, ওই দুটি শর্ত ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে পারে এমন কোনো প্রস্তাব বা বর্তমান প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করিয়ে রুশপন্থী প্রেসিডেন্টকে বসানোর বিষয়ও হতে পারে। অবশ্যই আশা করা যায়, ইস্তাম্বুল বৈঠকে সব ইস্যু নিয়েই বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হবে এবং উভয় পক্ষ একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

অনেকেরই ধারণা, রাশিয়া নানা দিক বিবেচনা করে ইউক্রেন ছেড়ে চলে আসতে চাইছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন যে উদ্দেশ্যে ইউক্রেন আক্রমণ করেছিলেন তা প্রায় পূর্ণ হওয়ার পথে। যদি বাকি কিছু থাকে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পূরণ হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুল বৈঠক সফল হলে রাশিয়া হয়তো সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই যুদ্ধবিরতিতে যাবে। এবারের উদ্যোগ যদি ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যুদ্ধ হয়তো আরো চলবে এবং তা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

হিজাবের বিপক্ষে রায়

মাসুম মুরাদাবাদী

হিজাবের বিপক্ষে ভারতের কর্নাটক হাইকোর্টের রায় মুসলমানদের মাঝে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, যেমনটি হয়েছিল কয়েক বছর আগে শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'ইসলামী শরিয়ায় হস্তক্ষেপ' অভিহিত করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়কে 'ইসলামী শরিয়ায় হস্তক্ষেপ' ও 'ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা' অভিহিত করা হচ্ছে। উচ্চ আদালত দীর্ঘ যুক্তিতর্কের পর তার চূড়ান্ত রায়ে হিজাবকে ইসলামের আবশ্যিক অংশ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

এ রায়ের সাথে সাথেই কর্নাটকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হিজাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে বহাল রেখে আদালত বলেন, 'স্কুলের ইউনিফর্মের বিধি একটি যৌক্তিক নিয়ম, যা আইনসম্মত। ছাত্রীরা এতে আপত্তি করতে পারে না।' চিফ জাস্টিস ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণা দীক্ষিত ও বিচারপতি জি এম কাজির বেঞ্চ এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত সব আর্জিও খারিজ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারী কর্নাটকের উদুপি শহরের এক প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছয় ছাত্রী হিজাব পরিধান করে ক্লাসে প্রবেশে বাধাদানে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এরপর বিষয়টি দীর্ঘ আকার ধারণ করার পর কর্নাটক সরকার এমন কাপড় পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার দ্বারা স্কুল-কলেজে অভিন্নতা ও ঐক্যের ওপর প্রভাব পড়ে বা সাধারণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিঘিত হয়। মুসলিম ছাত্রীরা উচ্চ আদালতে জারিকৃত এ নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে যে ব্যাপারে তাদের বিপক্ষে রায় এসেছে। উচ্চ আদালত এ ইস্যুকে দীর্ঘ হতে দেয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'যেভাবে হিজাব বিতর্ক সামনে এসেছে, তাতে এ বিতর্ক শক্তি পেয়েছে যে, কিছু অদৃশ্য হাত সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্য বিনষ্ট করতে তৎপর।' উল্লেখ্য, উচ্চ আদালত হিজাবের বিপক্ষে রায় শোনানোর সময় ওই গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেননি, যারা এ ইস্যুতে 'দেবতার সৈনিক' হয়ে সামনে এসেছে এবং যারা কলেজের ছাত্রী ও প্রশাসনের মাঝে একটি মামলাকে হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক বানিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। এ ছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের সময় এর দ্বারা রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোরও চেষ্টা করেছে।

এ বিষয়টি এখন ব্যাপক হয়ে গেছে যে, মুসলমান যখনই বা ইসলাম সম্পর্কে কোনো বিষয় সামনে আসে, তখনই দেশে তৎপর ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী মুসলমানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে শুরু করে দেয়। এ দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এ সব মুহূর্তে সরকারি সংস্থা ও সব ধরনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী দফতরও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ইস্যুতেও একেবারে সেটাই হয়েছে। মুসলিম ছাত্রীরা যখন হিজাব পরিধান করতে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর জোর দিচ্ছিল, তখন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো গেরুয়া শাল ও ওড়না পরিধান করে কলেজে প্রবেশ করে এবং মুসলিম ছাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর চেষ্টা করে। এমনই একটি মুহূর্তে অন্যতম ছাত্রী মুসকান যখন গেরুয়াধারী ছাত্রদের জয়শ্রীরাম স্লোগানের মাঝে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে ওঠে, তখন দেশে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ ছাত্রী মুসলিম ছাত্রীদের জন্য এক রোল মডেল হয়ে যায়। কয়েকটি জাতীয় সংগঠন তাকে কয়েক লাখ রুপির পুরস্কারে ভূষিত করে এবং মাথায় তুলে নেয়। এভাবে হিজাব ইস্যু এতটাই দীর্ঘ হয় যে, দেশের অন্য অংশগুলোতেও হিজাব পরিহিতা ছাত্রীদের স্কুলে প্রবেশ করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তাদের হিজাবমুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এতে সেই শক্তিগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, যারা এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানের আল্লাহর বিধান পালনে বাধা। তারা সেই সব চিহ্নকে মুছে ফেলতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে, যার দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতি ও সামাজিকতার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কর্নাটক হাইকোর্টের সদ্য রায়ের পর হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াই কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। কেননা, এই রায়কে দেশজুড়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চলছে।

কর্নাটক হাইকোর্টের রায়ে সব মুসলিম সংগঠন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এ ধারাবাহিকতায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডের পক্ষ থেকে জারিকৃত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উচ্চ আদালতের রায় ইসলামী শিক্ষা ও শরয়ি বিধানাবলি বিরোধী। এ রায় সংবিধানের ১৫ নং ধারারও পরিপন্থী যা ধর্ম, বংশ, গোত্র ও ভাষার ভিত্তিতে সব ধরনের বৈষম্যের পরিপন্থী।' পারসোনাল ল' বোর্ড আরো বলেছে, 'যে বিধান ফরজ বা ওয়াজিব হয়, তা বাধ্যতামূলক। এর বিরোধিতা করা পাপ। এ হিসেবে হিজাব একটি আবশ্যিক বিধান। যদি কেউ এর আমল না করে, তাহলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হবে না, তবে সে পাপী হবে। এ কারণে এটা বলা উচিত নয় যে, হিজাব ইসলামের আবশ্যিক অংশ নয়।' মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডের বিবৃতির চুম্বক অংশ সেটি, যেখানে বলা হয়েছে বহু মুসলমান তার নিজের ত্র"টি ও অসচেতনতার কারণে রোজা, নামাজ থেকে দূরে থাকে। এর অর্থ কখনোই এটি নয় যে, নামাজ রোজা আবশ্যিক নয়।' মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডের এ বিবৃতি থেকে স্পষ্ট, এ দেশে মুসলমানদের অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। এ কারণেই আদালতে হিজাবের ওপর দীর্ঘ যুক্তিতর্কের সময় মুসলমানদের আমলহীনতা ও ধর্ম থেকে দূরে থাকার নানা উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। যদি বাস্তবেই এ দেশে মুসলমানরা ধর্মীয় নিদর্শন, চিহ্ন ও প্রতীকের অধীনে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করত, তাহলে কর্নাটক হাইকোর্টের রায়ে এর বিপরীত চিত্র স্পষ্ট দেখা যেত। কিন্তু যেমনটি পারসোনাল ল' বোর্ড বলেছে, মুসলমানদের আমলহীনতা বা ধর্মহীনতাকে শরয়ি বিধানাবলিতে উদাহরণ বানানো যায় না। এ জন্য ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টির আরো একটি দিক হচ্ছে, ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করার অধিকার স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে মামলাটি হাইকোর্টে গেছে, সেটি স্কুলের নয়, বরং কলেজের। এ জন্য বিধি মোতাবেক প্রশাসনের নিজের পক্ষ থেকে ইউনিফর্ম চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই।

কর্নাটক হাইকোর্টের উল্লিখিত রায়কে সুপ্রিম কোর্টে এক ছাত্রীর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার রায় হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়। সচেতন মানুষদের বক্তব্য হচ্ছে, উদুপি কলেজের ছাত্রী ও প্রশাসনের মাঝে হিজাব নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, কিছু জ্ঞানী মানুষের স্থানীয়ভাবেই এটিকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত ছিল। এ মামলায় ক্যাম্পাস ফ্রন্টের মতো সংগঠনের সম্পৃক্ততাও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যদি এ মামলা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে ঘটনা এতদূর গড়াত না। হাইকোর্টের রায়ের পর মুসলমানদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ দেখে অনুমান হয়, এখন তাদের শক্তি সেভাবে পথেই শেষ হয়ে যাবে, যেভাবে শাহবানু মামলায় হয়েছিল। অথচ ওই প্রতিবাদের ফল পার্লামেন্ট থেকে মুসলিম তালাক আইনের রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, যাকে মুসলমানরা নিজেদের 'অনেক বড় সফলতা' অভিহিত করেছিল। কিন্তু বড় বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে- আদালত আজো ওই আইনের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ এ কথা ভালো করেই জানে, সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো এ দেশে মুসলমানদের এভাবেই লড়াইয়ে আটকে রাখতে চায়। তাদের তীব্র খায়েশ হচ্ছে, মুসলমানদের শক্তি এভাবে প্রতিবাদ করতে করতে শেষ হয়ে যাক যাতে তারা কোনো ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ করে সফল হতে না পারে। মোট কথা, এটি যাচাই করা খুবই জরুরি যে, ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর এ অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে আমাদের কে কে জড়িত আছে? তাদের ইন্ধন কোথা থেকে আসছে? আমাদের মতে, হিজাব ইস্যুটি আদালতে নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। আর এমনটা করে মুসলমানরা নিজেদের জন্য এক বড় অস্থিরতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ২০ মার্চ, ২০২২ হতে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

এ বিষয়টি এখন ব্যাপক হয়ে গেছে যে, মুসলমান যখনই বা ইসলাম সম্পর্কে কোনো বিষয় সামনে আসে, তখনই দেশে তৎপর ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী মুসলমানদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে শুরু করে দেয়। এ দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এ সব মুহূর্তে সরকারি সংস্থা ও সব ধরনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী দফতরও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ইস্যুতেও একেবারে সেটাই হয়েছে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানার আহ্বান

(প্রথম পাতার পর)

শনিবার (২ এপ্রিল) আল জাজিরার এক লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দৈনিক লে টেম্পসকে সাক্ষাৎকার দেন কার্লা দেল পন্তে। এ সময় তিনি পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানার আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকারে কার্লা দেল পন্তে বলেন, 'পুতিন একজন যুদ্ধাপরাধী। এর আগে গত ১৬ মার্চ পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সে সময় বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি মনে করি তিনি (ভ্লাদিমির পুতিন) একজন যুদ্ধাপরাধী।

বাইডেন পুতিনকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলে অভিহিত করার পর, ক্রেমলিন ত্বরিত এক প্রতিক্রিয়ায় একে 'অগ্রহণযোগ্য' এবং 'ক্ষমার অযোগ্য' বাগাড়ম্বর বলে আখ্যা দেয়।

ভারতে জাকির নায়েকের ইসলামিক গবেষণা ফাউন্ডেশন নিষিদ্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সংগ্রাম অনলাইন ডেস্কঃ জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা, গবেষক ও লেখক জাকির নায়েকের ইসলামিক গবেষণা ফাউন্ডেশনকে (আইআরএফ) নিষিদ্ধ করেছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মুসলিম তরুণদের উগ্রবাদী কর্মকা- উৎসাহিত করার অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্য প্রতিষ্ঠানটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। খবর জি নিউজের। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আইআরএফ মুসলিম তরুণদের চরমপন্থায় আসতে উসকানি দিচ্ছে। জাকির নায়েকের বক্তৃতা আপত্তিকর কারণ তাতে বলা হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলিমের জঙ্গি হওয়া উচিত। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আরও বলা হয়, কম বয়সীদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার জন্য উসকানি দিচ্ছেন জাকির নায়েক। আত্মঘাতী বিস্ফোরণকে সমর্থন করা, হিন্দু, দেবদেবী ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কংগ্রেসে ইবি-৫ সংস্কার এবং ইন্টিগ্রিটি এ্যাক্ট ২০২২ পাশ

ইউএস কংগ্রেস ইবি-৫ সংস্কার এবং ইন্ট্রিগ্রিটি এ্যাক্ট ২০২২ পাশ করেছে। ফলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত ইবি-৫ আঞ্চলিক সেন্টার প্রোগ্রাম পুনরায় চালু করা হবে। ন্যূনতম ইবি-৫ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে এবং গ্রামাঞ্চলে (রুরাল এরিয়া) বার্ষিক ইবি-৫ কোটায় ইমিগ্র্যান্ট ভিসার কোটা, উচ্চ কর্মহীন এলাকায় কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো প্রকল্প পূনঃ নির্ধারণ করা হবে।

বিলটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যঃ

ইবি-৫ রিজিওনাল সেন্টার গ্রোগ্রাম ২০২৭ পর্যন্ত পুণরায় শুরু হবে। ২০২১ সালে ৩০ জুন থেকে এই প্রোগ্রামের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

নতুন পাশ হওয়া বিলে নূন্যতম স্ট্যান্ডার্ড টার্গেট এমপ্লয়মেন্ট এরিয়া (টিইএ) সহ উচ্চ কর্মহীন এলাকায় এবং অবকাঠামো প্রকল্পে নূন্যতম বিনিয়োগ ৮ লাখ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউএসসিআইএস নতুন রিজিওনাল সেন্টারের আবেদন গ্রহণ করতে এবং গত বছরের সময় উত্তীর্ণ যে আবেদনগুলো আছে সেগুলোর ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তবে এটা এখনো স্পষ্ট নয় যে, সংস্থা একাজ করবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে ঘোষণা আশা করা হচ্ছে।

বাইডেন প্রশাসনের ব্যাপক ইমিগ্রেশন জট কমাতে নতুন ব্যবস্থাঃ

বাইডেন প্রশাসন বিপুল ইমিগ্রেশন আবেদনের জট কমাতে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে। ইউএস সিটিজেন এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) ওয়ার্ক পারমিট এবং গ্রিনকর্ড নবায়নের প্রতিক্ষার সময় কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। ইউএসসিআইএস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে প্রিমিয়াম প্রসেসিং আরও বেশি আবেদন অন্তর্ভুক্ত করবে। তবে প্রিমিয়াম প্রসেসিং এ অন্তর্ভুক্ত হতে বর্ধিত ফি দিতে হবে। কোভিড-১৯ এবং ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নিরুৎসাহিত করার নীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া খুবই স্লথ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবেদন প্রক্রিয়ার গতি সামগ্রিকভাবে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইমিগ্রেশন আবেদনের জট ৫৭ লাখ থেকে ৯৫ লাখে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ২০১৯ এর শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি। এর ফলে ইমিগ্র্যান্ট হওয়ার আশায় যারা দিন গুনছনে তাদের প্রতিক্ষার সময় বেড়ে গেছে মাসের পর মাস থেকে বছরের পর বছর। তারা দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। কাজও করতে পারছেন না।

নতুন পরিকল্পনার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, তারা সময় সীমার মধ্যে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আরও বেশি কর্মী নিয়োগ করবে এবং প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আধুনিক করবে। তারা এই লক্ষ্য ২০২৩ এর মধ্যেই অর্জন করবে।

অন্য আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে: প্রিমিয়াম প্রক্রিয়াকরণে দ্রুত লক্ষ্য অর্জনে প্রক্রিয়াকরণ ফি ১৫০০ ডলার থেকে ২৫০০ ডলার করা হবে। বর্তমান প্রিমিয়াম প্রসেসিং এ কেবল এইচ-আই ওয়ার্ক পারমিট আবেদন এবং কর্ম-ভিত্তিক কিছু গ্রিনকার্ডের আবেদন গ্রহণ করা হয়। নতুন পরিকল্পনায়, যা ৬০ দিনের মধ্যে কার্যকর হতে যাচ্ছে, সেই পরিকল্পনায় এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট (ইএডি) এর আবেদনও নেয়া হবে এবং সাময়িক ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এবং সময়সীমা বৃদ্ধি অথবা পরিবর্তনের আবেদন ও গ্রহণ করা হবে।

সর্বশেষ পদক্ষেপে ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের সময় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পাবে। ফলে হাজার হাজার ইমিগ্র্যান্ট কাজের অনুমোদনের জন্য দুঃসহ পর্যায়ের প্রতীক্ষার প্রহর কমবে। ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ সাধারণভাবে ২ বছরের মধ্যে শেষ



হয়ে যায়। তবে বর্তমান প্রক্রিয়ায় ওয়ার্ক পারমিটের বা ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে ১৮০ দিন, যদি ভিসা ধারীরা ভিসা নবায়নের জন্য আবেদন করে।

উল্লেখ্য, ইউএসসিআইএস প্রিমিয়াম প্রক্রিয়া ঘোষণার সাথে সাথেই আমরা তা সকলের জন্য জানিয়ে দেব।

এপ্রিল ২০২২ এর ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস'র স্টেট ডিপার্টমেন্ট এপ্রিল ২০২২ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। এপ্রিল মাসের পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা প্রকাশ করেছে।

ফ্যামিলি-স্পন্সরড অগ্রাধিকার-

প্রথমঃ (এফ-ওয়ান) আমেরিকান নাগিরকদের পুত্র-কন্যাঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৮।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিতা পুত্র কন্যাগণঃ

এ. (এফ২-এ) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের ২১ বছর নিম্নে বয়সী সন্তান ও স্বামী/স্ত্রীঃ চলতি

বি. (এফ-২) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের পুত্র-কন্যাগণঃ (২১ বছর বয়সী ও ২১ উর্ধ্ব বয়সী)ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাগণঃ ২২ নভেম্বর, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই ও বোনেরাঃ ২২ মার্চ, ২০০৭।

আরও বিস্তারিত এবং পরিবার ভিত্তিক অগ্রাধিকার জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুনঃ এইচটিটিপিএসঃ//ট্রাভেল.ষ্টেট.গভ/কনটেন্ট/ট্রাভেল/এন/লিগ্যাল/ভিসা ল'ও/ভিসা-বুলেটিন/২০০২/ভিসা-বুলেটিন-ফর এপ্রিল ২০২২. এইচ-টিএমএল

কুইন্স থেকে আয়েশা খানমের প্রশ্নঃ

আমি আমার মেয়ের করা আবেদনে এদেশে এসেছি। আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। বাংলাদেশে আমার ২১ উর্ধ্ব সন্তান আছে। আমার ইউএস সিটিজেন মেয়ে তাদের জন্য আবেদন করেছে। আমি আমার সন্তানকে তাড়াতাড়ি এদেশে আনতে চাই। কিন্তু এ জন্যে কোন উপায় আছে কিনা? কারণ ভাই-বোনের আবেদনে এখানে আসতে অনেক সময় লাগে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আয়েশা খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার সন্তানের আবেদনে আপনি এদেশে এসেছেন। একজন গ্রিনকার্ডধারী তার অবিাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন কারতে পারেন।

অবিবাহিত সন্তানদের দৃটি ক্যাটাগরি আছে।

২১ নিম্ন বয়সের এবং ২) ২১ উর্ধ্ব বয়সের। ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানদের ক্যাটাগরি হচ্ছে-২এ। আর ২১ উর্ধ্ব বয়সের ক্যাটাগরি হচ্ছে ২ বি।

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে আপনার ইউএস সিটিজেন সন্তান বাংলাদেশে বসবাসকারী আপনার অন্য সন্তানের জন্যে আবেদন করেছেন। ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনদের অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক দশ বছরের বেশি। এর চতুর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন।

আপনি আপনার ২১ উর্ধ্ব সন্তানের জন্য আবেদন করতে চাইলে আপনাকে আপনার সিটিজেনশীপ লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দ্য কাশ্মীর ফাইলস বিজেপির প্রোপাগান্ডা

ফয়সাল হানিফ

বলিউডের সাম্প্রতিক জনপ্রিয় সিনেমা 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' রিলিজ হওয়ার পর থেকেই বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে। কারণ, এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ছবির মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক হিসেবে তকমা পাওয়া ছবিটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কাশ্মীরি পন্ডিতরা মুসলিম অধিকৃত কাশ্মীর উপত্যকাকে কৌশলে মুক্ত করেছে। আসলে যা ঘটেছে ছবির কাহিনি সে সত্যের কাছে যায়নি। যেখানে ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত যে কোনো ছবিতে বিশেষ সংবেদনশীলতা প্রত্যাশিত, সেখানে আমরা দেখছি ভারতীয় শাসক দল বিজেপির অনুদানপ্রাপ্ত ও দলটির বিশেষ উৎসাহেরও দ্য কাশ্মীর ফাইলস্ যেন তাদের জন্য আরও বেশি কিছু নিয়ে এসেছে। সিনেমার অতিরঞ্জিত প্লটগুলোর অন্যতম, রক্তপিপাসু মুসলিম কর্তৃক হিন্দু নারীদের খুব কাছ থেকে টার্গেট করে গুলি করা। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের যে কোনো খারাপ কিছু ঘটার জন্য প্রতিবেশীর ওপর দোষ চাপাতে পারে।

১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে দুই দশকে একটি সংগঠনের হিসাবে কাশ্মীরি পন্ডিতদের ৬৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ ও সরকারের হিসাবে সংখ্যাটি



আরও কম। তবে গবেষক অশোক সোয়ান দেখিয়েছেন, কাশ্মীর ফাইলসে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার ছাড়ানোর কথা বলছে। একই সময়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কর্তৃক হাজার হাজার কাশ্মীরি মুসলমানকে হত্যার কথা বলা হয়েছে, কাশ্মীরজুড়ে গ্রামে গ্রামে চিহ্নহীন গণকবরের সন্ধান এ সম্পর্কেই বলছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের অনেককেই ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জঙ্গি' হিসেবে দেখিয়েছে; যে 'ওয়ার অন টেরর' কাজে লাগিয়ে তার এ বর্বরতাকে এসব 'খারাপ লোকদের' বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচানোর কৌশল হিসেবে দেখানোর সুযোগ পেয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় ছবির বাজার বিশাল। হলিউডের চেয়ে বলিউডে একশ কোটিরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়। একই সঙ্গে সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলো খারাপ উদ্দেশ্য সাধনে এক জোট হয়ে কাজ করার ইতিহাস আছে। রুপালি পর্দায় যে অমানবিকতা প্রদর্শিত হয় তা সাংঘাতিক। এমনকি ১৯১৫ সালে সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সিনেমার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। হোয়াইট হাউসে যখন বর্ণবৈষম্যমূলক ছবিও দ্য বার্থ অব এ নেশন্ প্রদর্শিত হয়, তখন তিনি বিষয়টি অনুধাবন করেন। ওই ছবিতে ক্লান্সম্যানকে নায়কের ভূমিকায় দেখানো হয়, যিনি কালো আমেরিকানদের সন্ত্রস্ত করেছিলেন। সেখানে শ্বেতাঙ্গ অভিনেতারা কৃষ্ণ চেহারায় খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি যেন ক্লু ক্লাক্স ক্লানকে (কেকেকে) পুনরুজ্জীবিত করেছিল। বলা বাহুল্য, কেকেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যার নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল।

এডলফ হিটলারের নির্দেশে জার্মানীর নাৎসি বাহিনীও একটি ছবি তৈরি করেছিল। 'ট্রায়াম্ফ অব দ্য উইল' নামে ওই সিনেমায় ১৯৩৪ সালের নাৎসি বাহিনীর কংগ্রেসের ইতিহাস উঠে আসে, যেখানে সাত লক্ষাধিক সমর্থক অংশ নিয়েছিল। যখন সরকারের প্রধান নেতা আধিপত্য প্রদর্শনের জন্য ছবির অনুমোদন দেন সেটি কেমন হবে, এ ছবি তারই আরেক উদাহরণ।

বিতর্কের মধ্যেই চলতি মাসের মাঝামাঝিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবির অনুমোদন দিয়েছেন। বিজেপি যেভাবে ভারত ও দেশের বাইরে ছবিটি প্রদর্শনে অর্থায়ন করেছে, তার মানে ভারতে সন্দেহাতীতভাবেই তারা মুসলিমবিরোধী অবস্থান তৈরি করতে চায়। ইতোমধ্যে ছবিটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচারণায় আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, ভারতীয়দের এ ছবিটি দেখতে হবে যদি তারা ভবিষ্যতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

ক্ষমতাসীন অভিজাতরা সিনেমা শিল্পকে সব সময়ই যে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পেরেছে, তা নয়। সত্তরের দশকে ভারতে জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন ওই সময়কার খ্যাতিমান শিল্পী কিশোর কুমারকে সরকারের ২০ দফা পরিকল্পনা প্রচারের কথা বলেছিলেন, কিশোর তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে হিন্দি সিনেমা শিল্প অনেক বদলে গেছে। ওদ্য কাশ্মীর ফাইলস্ ছবিতে কাশ্মীরিদের যেভাবে রক্তপিপাসু হত্যাকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে, এর মাধ্যমে কার্যত তাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০১১ সালে বলিউডের ৫০টি ছবির ওপর পরিচালিত গবেষণায় বেরিয়েছে, এর প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ ছবিতেই মুসলমানদের 'অনাকাঙ্খিত' চরিত্রে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ওই গবেষণার প্রাপ্ত ফলে আশি ও নব্বই দশকের শেষ ভাগের কয়েকটি ছবির উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোতে মুসলমানদের অপরাধী বা খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্য কাশ্মীর ফাইলসের উপসংহার হিসেবে সিনেমা হলের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া উল্লেখ্যযোগ্য, যেখানে দক্ষিণপন্থি হিন্দুরা এ বলে হিন্দু পুরুষদের আহ্বান জানিয়েছে যে, তাদের উচিত জোরপূর্বক মুসলিম নারীদের বিয়ে করে সন্তান উৎপাদন করা, যাতে তাদের সংখ্যা মুসলিমদেরও ছাড়িয়ে যায়। এ থেকে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এমন বিভীষিকাময় দিনগুলো হয়তো আর বেশি দূরে নেই।

লেখক: মিডিয়া মনিটরিং এনালিস্ট, সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং, ইংল্যান্ড; মিডল ইস্ট আই থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

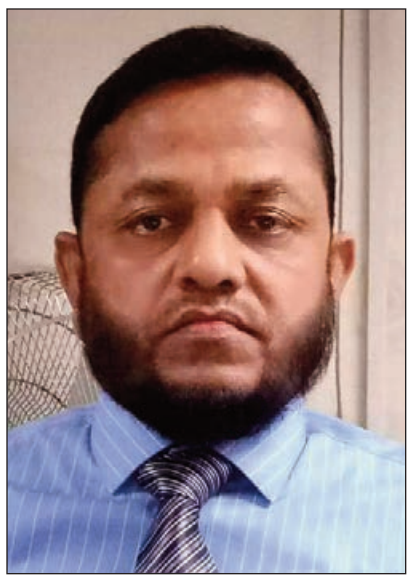
এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বলুন ‘আমি রোযাদার’



জাফর আহমাদ

আবু হোরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে আমি রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শফথ, যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তরীর খোশবু থেকেও উত্তম। সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমার জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।” (বুখারী : ১৮৯৪, কিতাবুস সাওম: বাবু ফাযলে সাওম) সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, “মহান আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, মানব সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, এটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।” সে মহান সত্তার শফথ, যার হাতের মুঠোয় মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।” (মুসলিম: ২৫৯৪, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ফাদলিস সিয়াম)

সহীহ হাদীসদ্বয়ে সওমের পূর্ণাঙ্গ খায়ের, বরকত ও ফযিলত বিবৃত হয়েছে। ফযিলতগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ প্রতিটি হুকুম পালন মু’মিনের উপর অবশ্য কর্তব্য। রোযার মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে কতগুলো বৈধ কাজকে নিষেধ করে দিলেন। দিনের বেলায় হালাল আহার,হালাল পান ও হালাল স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করার নাম সিয়াম। অথচ ঈদের দিন সিয়াম পালন নিষিদ্ধ। সুতরাং আল্লাহ আদেশ-নিষেধই হলো মুখ্য বিষয়। তাই বলে সারা বৎসর যা নিষিদ্ধ তা এ মাসে হালাল হয়ে যায় না। নিষিদ্ধ সারাক্ষণই নিষিদ্ধ। এ জন্য উল্লেখিত হাদীসের একটি অনুশীলনের কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, তাহলো: ‘সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে আমি রোযাদার।’ একটি মাস যদি আমরা এই অনুশীলন আমাদের হৃদয়ে মজবুতভাবে ধারণ করতে পারি তবে রমযানোত্তর এই অনুশীলন আমাদের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

আবু হোরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে আমি রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শফথ, যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তরীর খোশবু থেকেও উত্তম। সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে।

২. সব ইবাদাত বান্দা নিজের জন্য করে কিন্তু রোযা একমাত্র ইবাদাত যা আল্লাহর জন্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সব ইবাদাতই আল্লাহর জন্য নিবেদিত কিন্তু রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে, রোযা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করবো। আমরা জানি যে, রোযা ব্যতিত অন্যান্য ইবাদাতে রিয়া বা লৌকিকতা প্রদর্শনের একটি সম্ভবনা থেকে যেতে পারে। কিন্তু রোযাতে সেই লৌকিকতা প্রদর্শনের কোন সম্ভবনা নেই। একজন রোযাদার ইচ্ছা করলে লোক চক্ষুর আড়ালে গিয়েও খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, এ সুযোগ থাকা সত্তেও সে তা গ্রহণ করে না। কারণ সে জানে, দুনিয়ার কোন জনমানব না দেখলেও আল্লাহ দেখছেন। এই যে তিনি দেখছেন এ ভয়ে সে কোন কিছু ভক্ষণ করেন না। সুতরাং রোযা একমাত্র আল্লাহর ভয়েই রাখা হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রোযা আমার জন্য।

৩. রোযা ঢাল স্বরূপ। ঢাল যেমন যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের শত্রুর আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনি রোযা রোযাদারকে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করে। রোযা নফসকে দূর্বল করে বিবেককে এতটাই শক্তিশালী করে গড়ে তুলে যে, রোযাদারের দ্বারা কোন অন্যায় সংঘটিত হয়ে গেলে রোযা ক্রমাগত তার বিবেককে আঘাত করতে থাকে।

৪. রোযা অবস্থায় কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কেউ যদি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে তবে শুধু বলবে, “আমি রোযাদার”। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এটি অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। রমযানেও এর ব্যতিক্রম নয়। রমযানেও অনেককে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। উপরের হাদীসটিতে বলা হয়েছে “তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার।” একজন রোযাদার পুরো একটি মাস যদি এই একটি বিয়য়ের উপর ট্রেনিং সফলতার সাথে শেষ করতে পারে, তাহলে বলা যায়, শতভাগ আমাদের সমাজের চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যাবে। এখানে রমযানকে নির্দিষ্ট করে বলার অর্থ এই নহে যে, সারা বৎসর আপনি অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবেন আর রমযানে তা করবেন না। বরং এটি এক মাসের একটি বিশেষ ট্রেনিং কোর্স। এই কোর্সে আপনার মজ্জাগত অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে ট্রেনিং দেয়া হবে। আর সেই ট্রেনিং হলো, আপনি নিজে অশ্লীল ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবেন না বরং উল্টো যারা গায়ে পড়ে আপনার গালমন্দ ও ঝগড়া বিবাদ করতে আসবে তাদেরকে বলে দিন ‘ভাই! আমি রোযাদার’। আপনি উত্তেজিত হবেন না। কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না। যদি আপনি পুরো একটি মাস রমযানের এই প্রশিক্ষণশালা থেকে সফলতার সাথে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে আপনি হবেন আল্লাহর সেই মনোনীত মু’মিন বান্দা যার সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মুর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়েও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তারা দোয়া করতে থাকে: “হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা।” (সুরা ফুরকান:৬৩-৬৫)

এখানে মুর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাব গালি এবং দোষারোপ করে না। এভাবে অশ্লীলতা বা বেহায়াপনার জবাবে তারাও সমানে সমানে অশ্লীলতা বা বেহায়াপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে অগ্রসর হয়ে যায়। কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, “আর যখন তারা বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।”

তাই বলে তারা অহংকারী নয়। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তিমত্তা প্রকাশ করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। রমযান তাকে এমন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাবের ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলে। নম্রভাবে চলার মানে দূর্বলতাও নয় বা কৃত্রিম বিনয় বা নিজের আল্লাহভীতি দেখাবার জন্য চলাও নয়। বরং নম্র মানে একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাটার একটি ভংগীর নাম নয়। বরং আসলে এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন গুন্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের লোকদের চলা পরস্পর থেকে বিভিন্ন হয় যে তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের প্রতিফলন তাদের চলায় প্রতিফলিত হবে। রহমানের বান্দা যারা তাদের চলন দেখে একজন অপরিচিত লোক সহজেই চিহ্নিত করে নিবে যে, লোকটি রহমানের খাঁটি বান্দা।

রমযান তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। ফলে এক ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, লোকটি অবশ্যই ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তার পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারি।

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

রহমতের রমজান

মাওলানা তোফায়েল গাজালি

ইবাদতের বসন্তকালখ্যাত ‘মাহে রমজান’-এর আগমনী বার্তায় মুখরিত পৃথিবী। শুরু হয়েছে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা। রাতে তারাবির নামাজ পড়া এবং শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মাহে রমজানের আনুষ্ঠানিকতা। রোজার মাসআলা-মাসায়িল, গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়েই এই প্রবন্ধ।

রোজার নিয়ত

রোজার নিয়তের জন্য মুখ দিয়ে নির্ধারিত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা জরুরি নয়। বরং অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। এমনকি রোজার জন্য সেহরি খাওয়াটাও নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। কিছু লোক আরবিতে রোজার নিয়ত করাকে আবশ্যকীয় মনে করে থাকেন অথচ তা সঠিক নয় (জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৩৭৮)। তবে আরবি নিয়ত করলে অসুবিধা নেই।

প্রত্যেক রোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ত করা জরুরি (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৯৫)। অর্ধ দিনের আগে নিয়ত করলে রোজা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৯৫)।

আরবি নিয়ত: নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আনতাস সামিউল আলিম।

বাংলায় নিয়ত: হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল পবিত্র রমজানের তোমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরজ রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম। অতএব, তুমি আমার পক্ষ থেকে (আমার রোজা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

বরকতময় সেহরি

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে দিনের রোজা পূর্ণ করার জন্য সাহায্য নাও এবং দুপুরে ঘুমের মাধ্যমে রাতের নামাজের জন্য সাহায্য নাও।’ (ইবনে মাজাহ : ১৬৯৩)। পেটে ক্ষুধা না থাকলেও সেহরি খাওয়া উচিত।

হজরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত-হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন, ‘সেহরি খাওয়া বরকত। একে পরিত্যাগ করো না, যদিও এক ঢোক পানির মাধ্যমে হয়। আল্লাহ ও ফেরেশতা সেহরি ভক্ষণকারীদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।’ (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ১১১০১)। সেহরি খুবই বরকতময় জিনিস। বিভিন্ন হাদিসে বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত-নবি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা সেহরি খাও, সেহরিতে বরকত আছে।’ (বুখারি : ১৮২৩)।

যদি কোনো ব্যক্তি সেহরি খাওয়া ছাড়াই রোজার নিয়ত করে নেয়, তথাপিও তার রোজা হয়ে যাবে। তবে সে সেহরির বরকত পাবে না। [শামী ৩/৪০০]। সেহরি দেরিতে করা মুস্তাহাব। তবে এত দেরি করা কাম্য নয় যে, সময়ের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা মাকরুহ। [হেদায়া ১/২২৫ মারাকিল ফালাহ ৩৭৩]।

ইফতারের ফজিলত

সারা দিন রোজা রেখে সূর্যাস্তের পর প্রথম যে পানাহারের মাধ্যমে উপবাস ভঙ্গ করা হয়, তাকে ‘ইফতার’ বলে। ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম। ইফতারের আগেই ইফতারি সামনে নিয়ে অপেক্ষা করা এবং যথাসময়ে ইফতার করা সুন্নাত।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রোজাদারের দোয়া আল্লাহর কাছে এতই আকর্ষণীয় যে আল্লাহতায়ালা রমজানের সময় ফেরেশতাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, ‘রমজানে তোমাদের পূর্বের দায়িত্ব মওকুফ করা হলো এবং নতুন দায়িত্বের আদেশ করা হলো, তা হলো আমার রোজাদার বান্দাগণ যখন কোনো দোয়া মোনাজাত করবে, তখন তোমরা আমিন! আমিন!! বলতে থাকবে।’ (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)।

মহানবি (সা.) বলেছেন, ‘রোজাদারের জন্য দুটি খুশি; একটি ইফতারের সময়, অপরটি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।’ (মুসলিম)।

হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন, ‘আমার বান্দাদের মধ্যে তারা আমার বেশি প্রিয়, যারা দ্রুত ইফতার করে।’ (তিরমিজি, আলফিয়্যাতুল হাদিস : ৫৬০, পৃষ্ঠা : ১৩১)। হজরত সাহল ইবনে সাআদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যত দিন লোকেরা ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতার করবে, তত দিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে।’ (বুখারি, সাওম অধ্যায়, হাদিস : ১৮৩৩)।

খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত; যে কোনো ফল দ্বারা ইফতার করলেও সুন্নাত আদায় হবে। মিষ্টান্ন দ্বারা ইফতার করলেও সুন্নাত পালন হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ রোজা রাখলে খেজুর দিয়ে যেন ইফতার করে, খেজুর না হলে পানি দ্বারা; নিশ্চয়ই পানি পবিত্র।’ (তিরমিজি ও আবু দাউদ; আলফিয়্যাতুল হাদিস : ৫৬২, পৃষ্ঠা : ১৩১-১৩২)।

রোজার নিয়তের জন্য মুখ দিয়ে নির্ধারিত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা জরুরি নয়। বরং অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। এমনকি রোজার জন্য সেহরি খাওয়াটাও নিয়তের স্থলাভিষিক্ত। কিছু লোক আরবিতে রোজার নিয়ত করাকে আবশ্যকীয় মনে করে থাকেন অথচ তা সঠিক নয় (জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৩৭৮)। তবে আরবি নিয়ত করলে অসুবিধা নেই।

ইফতার করা যেমন ফজিলতের, ইফতার করানোও তেমনি বরকতের। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং রোজাদারের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব সে লাভ করবে। তবে ওই রোজাদারের সওয়াব কম করা হবে না।’ সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমাদের অনেকেরই রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য নেই।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘পানিমিশ্রিত এক পেয়ালা দুধ বা একটি খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যদি কেউ কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, তাতেও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তিসহকারে আহার করাবে, আল্লাহতায়ালা তাকে আমার হাউজে কাউসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হবে না।’ (মুসনাদে আহমাদ)।

ইফতারের দোয়া

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিজিকের মাধ্যমে ইফতার করছি।

তারাবিহের নামাজ

তারাবিহ অর্থ আরাম বা বিশ্রাম নেওয়া। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, রমজানের রাতে জামাতসহকারে যে নামাজ আদায় করা হয় তার নাম তারাবিহ রাখা হয়েছে এ জন্য যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম এ নামাজের জন্য একত্রিত হতেন তখন তারা দুই সালাম অর্থাৎ চার রাকাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। আর এ জন্যই এ নামাজের নাম রাখা হয় তারাবিহ [ফাতহুল বারী ৪/৩১৪]।

রমজানুল মোবারকে এশার নামাজের পর বিশ রাকাত তারাবিহ দশ সালামের সঙ্গে আদায় করা পুরুষ ও মহিলা সবার জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ [দুররে মুখতার ২/৪২৯]।

তারাবিহের নিয়ত

তারাবিহের নামাজ এবং সব সুন্নাত ও নফল নামাজের জন্য সাধারণভাবে নামাজের নিয়ত করলেও যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও সতর্কতাবশত তারাবিহ নামাজের জন্য অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করে নেওয়া উত্তম [দুররে মুখতার২/৮৬]। তারাবিহের মধ্যে কমপক্ষে একবার কুর-আন খতম করা সুন্নাত। আর একবারের অধিকবার পড়া মুস্তাহাব [দুররে মুখতার ২/৪৩৩, আলমগিরী ১/১৭৭]।

সিয়াম বা রোজা

মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার রমজান। আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়নের চেতনায় জীবনের কাঙ্ক্ষিক্ষত পরিবর্তনের জন্য করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের অফুরান ভান্ডার নিয়ে আসে রমজান। প্রিয় নবি (সা.) এই মাসকে ‘শাহরুন আজিম’ মহান সম্মানিত মাস এবং ‘শাহরুম মোবারক’ বরকতময় মাস নামে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম রোজা। ইমান, নামাজ ও জাকাতের পরই রোজার স্থান। আরবি ভাষায় রোজাকে ‘সাওম’ বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলা হয় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

রহমতের সওগাত নিয়ে এল মাহে রমজান

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী



আহলান সাহলান মাহে রমজান। শুভেচ্ছা স্বাগত মাহে রমজান। কোরআন নাজিলের মাস রমজান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে রোজা পালন করে।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৫)।

তাকওয়ার মাস রমজান। মহান আল্লাহর বাণী, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।' রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজান। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমজান মাসে রোজা পালন করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' 'যে ব্যক্তি ইমানের সহিত সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসে রাত জেগে ইবাদত করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' 'যে ব্যক্তি ইমানসহ সওয়াবের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে ইবাদত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি, খন্ড: ১, হাদিস: ৩৭, ৩৬ ও ৩৪)।

প্রতীক্ষার প্রহর শেষে এল মাহে রমজান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়; শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় (বুখারি, খন্ড: ৩, হাদিস: ১৭৭৮)।' রমজানের প্রধান ইবাদত সিয়াম পালন করা। 'সিয়াম' হলো 'সাওম'-এর বহুবচন, যার অর্থ বিরত থাকা। ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলায় সাওমকে 'রোজা' বলা হয়। পরিভাষায় সাওম বা রোজা হলো, 'ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার ও রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।' আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, 'আর তোমরা পানাহার কর ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)।

সাবালক, সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানসম্পন্ন, রোজা পালনে সক্ষম সব নারী-পুরুষের জন্য রমজান মাসে রোজা পালন করা ফরজ ইবাদত। ঋতুমতী নারী, সন্তান প্রসবকারী মা, অসুস্থ ব্যক্তিরা এ রোজা পরবর্তীকালে কাজা আদায় করবেন। এমন অক্ষম ব্যক্তিরা, যাঁদের পুনরায় সুস্থ হয়ে রোজা পালনের সামর্থ্য লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই, তাঁরা রোজার জন্য ফিদিয়া প্রদান করবেন। অর্থাৎ প্রতিটি রোজার জন্য একটি সদকাতুল ফিতরের সমান দান করবেন।

রোজাদারের জন্য রয়েছে জান্নাতে বিশেষ অভ্যর্থনা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জান্নাতে রায়্যান নামের একটি তোরণ আছে। এ তোরণ দিয়ে কিয়ামতের দিন শুধু রোজাদারেরাই প্রবেশ করবে। তাদের প্রবেশের পর এ দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না (বুখারি, খন্ড: ৩, হাদিস: ১৭৭৫)।' রমজান মাস ইবাদতের বসন্তকাল। এ মাসে প্রতিটি নেক আমলের ফজিলত ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। একেকটি নফল ইবাদতের সওয়াব ফরজ ইবাদতের সমান দান করা হয়।

রমজান মাসে ফরজ একটি–পূর্ণ মাস রোজা পালন করা। এ মাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ওয়াজিব দুটি–সদকাতুল ফিতর প্রদান ও ঈদের নামাজ আদায় করা। রমজানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতগুলো হলো রজব ও শাবান মাসে বরকতের জন্য ও রমজানপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করতে থাকা; রজব ও শাবান মাস থেকে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা, অধিক পরিমাণে নফল রোজা রাখা ও নফল নামাজ আদায় করা, শাবান মাসের চাঁদের তারিখের হিসাব রাখা; রমজানের চাঁদ দেখা; ২০ রাকাত তারাবিহ নামাজ আদায় করা, সাহ্ রি খাওয়া, তাহাজ্জত নামাজ আদায় করা, ইফতার করা ও করানো, কোরআন কারিম বেশি বেশি তিলাওয়াত করা এবং ইতিকাফ করা; রমজানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোয় শবে কদর সন্ধান করা, ঈদের জন্য শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা।

রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করুন

রমজানে ইবাদতের পরিবেশ বজায় রাখুন। রমজানের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো পালন করুন। নিজে নেক আমল করুন, অন্যদেরও নেক আমলে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করুন। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করুন। রমজানের রোজা পালন ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং রোষ থেকে নিষ্কৃতি ও বালামসিবত থেকে মুক্তির চেষ্টা করুন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রোজা আমারই জন্য, আমিই এর বিনিময় প্রতিদান দেব (বুখারি, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২২৬)।'

লেখক: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ব্যালট বিপ্লব-২০২৩

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে একমাত্র ক্ষমতা অদল-বদলের মাধ্যম। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি রাজনৈতিক সরকার নির্বাচিত হয়। সময়ান্তরে তাদেরকে জনগণের সম্মতি নবায়ন করার জন্য জনগণের কাছেই যেতে হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা- সর্বত্রই একই নিয়ম। আর এই দু'টি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ যেহেতু সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকে তাদের জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে ক্ষেত্রে বিগত ৫০ বছর ধরে নিয়ম-মাফিক নির্বাচন হয়ে আসছে। বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হয়েছে। ব্যতিক্রমকে ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখতে হবে। এসব নির্বাচন যে সবটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তা নয়। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, দেশে অনুষ্ঠিত ১৮টি নির্বাচনের ১১টি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে। আর সেসব নির্বাচনে সরকারি দল কখনোই পরাজিত হয়নি। অন্যদিকে, যে সাতটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছে, তার কোনোটিতেই ক্ষমতাসীন দল জয়লাভ করেনি। আর ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এই জাতির রয়েছে। তাই আগামী ২০২৩ সালের সম্ভাব্য নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

সরকারি দল নির্বাচনের লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। গত দু'টি নির্বাচনেও তারা বেশ আগ থেকেই নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করে। তবে স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। তার কারণ তারা স্বাভাবিক অবস্থায় না গিয়ে অস্বাভাবিক পথ বেছে নিয়েছে। তাদের ধরন-ধারণ ও প্রস্তুতি দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, 'উস্তাদের মার বিহান রাতে'। একটি জাতীয় নির্বাচনকে যেভাবে গ্রহণ করতে হয়- মেনিফেস্টো, মনোনয়ন, জনসভা ও প্রচার অভিযান সবটাই তারা করেছে। বাইরে থেকে সে ভোজবাজি দেখে বোঝা যাবে না যে, ডাল মে কুচ কালা হ্যায়।

নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে শাসকদলের সুনাম নেই। ১৯৭৩ সালে যখন তাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, তখনো তারা কারচুপি করেছিল। খন্দকার মোশতাককে জিতিয়ে আনার জন্য হেলিকপ্টারে ব্যালট বাক্স ঢাকায় আনা হয়েছিল। বরিশালে মেজর জলিল ভোটে এগিয়ে থাকলে ফলাফল পাল্টে দিয়ে হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। আর ভোলার জনপ্রিয় নেতা মেজর হাফিজের বাবাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তিনি নমিনেশন পেপার দাখিল করতে না পারেন। সেখানে স্থানীয় প্রার্থীর ভরাডুবি নিশ্চিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু সেখানে প্রার্থী হন। ওই নির্বাচনে সরকার বদল হতে পারত, এমন নয়। জাসদ হয়তো ফেয়ার নির্বাচন হলে ২০-৩০ সিট পেত। তাও শাসকদলের সহ্য হয়নি। অন্যান্য দলের ব্যাপারেও একই নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয়, রাজনৈতিকভাবে তারা এবসলিউটইজম বা সর্বাত্মকবাদে বিশ্বাস করে। রাজনীতি ও শাসনের ভাগ তাদের শতভাগ চাই। বর্তমান সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব ৯৭ শতাংশ। সংসদে যে আচরণ তারা করে, তাতে প্রমাণিত হয়, বাকি ৩ শতাংশ ছাড় দিতে তারা রাজি নয়।

২১ বছর পর ছলে-বলে-কলে তারা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। মেয়াদ শেষে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা ভেবেছিল নির্বাচন কমিশনার সাবেক সচিব তাদের জিতিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সাইদ বলেছিলেন, 'আমি নিরপেক্ষ নই, কিন্তু নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব'। আওয়ামী লীগ তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। অবশ্য তাদের তরফ থেকে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে তারা অনুরোধ করেছিল ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করার জন্য। তিনি তা না করায় একই ধরনের বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হয় তার বিরুদ্ধেও। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন নিজে এই বোমাটি ফাটিয়েছিলেন। সে সময় থেকে শাহাবুদ্দিন সাহেব তাদের ব্যাডবুকে রয়েছেন। গত সপ্তাহে তার অসুস্থতার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর, সরকারের তরফ থেকে কোনো সৌজন্য প্রদর্শনেরও খবর পাওয়া যায়নি। যাই হোক, ২০০১ সালে হেরে গিয়ে তারা অনুশোচনা করেছিল এই বলে যে, তারা একটি বিরাট ভুল করেছে। জনগণ যে তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে আছে, তারা তা বিশ্বাস করতে চায় না। ২০১৪ সালে তারা আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। নির্বাচনের প্রাক্কালে পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে যখন বিএনপি বিজয় লাভ করে, তখনই তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোনোভাবেই কোনোক্রমেই তারা বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না। সে সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য যে নাটকীয়তা এবং প্রতারণা করতে হয় তা তারা করেছিল।

১৫৩ জন সংসদ সদস্য যখন বিনাভোটে নির্বাচিত হয় এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখন বলা হয়- এটি ছিল সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার নির্বাচন। অল্প সময়ের মধ্যেই আরেকটি সর্বগ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা প্রধান বিরোধী দলকে আশ্বস্ত করে। বিএনপি আন্দোলন প্রত্যাহার করে। সে নির্বাচন আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৮ সালেও একই ঘটনার অবতারণা ঘটে। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিরোধী দল সংলাপে গেলে সরকারের তরফ থেকে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি আসে। কিন্তু বিরোধী দলের বাঘা বাঘা নেতারা কোনো কিছু টের পাওয়ার আগেই নিশিথ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে এবং বিদেশে এই নির্বাচনের ভয়ানক কারচুপির কথা প্রকাশিত হলেও সরকারি দলের তরফ থেকে শতভাগ সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলা হয়।

চোরের মায়ের বড় গলার মতো হুদা কমিশনও ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার সার্টিফিকেট দেয়। জাতীয় নির্বাচনে এ অবস্থা এবং ব্যবস্থা গ্রামবাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ২০১২ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনগণের প্রতি সরকারি দলের আস্থা শূন্যে নেমে আসে। যে কায়দায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে একই সন্ত্রাসী কায়দায় স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীর কথা প্রচার করা হলেও আসলে এটি ছিল একক দলীয় প্রতীকের নির্বাচন। প্রতীকী নির্বাচন বলতে গেলে বাকশালী নির্বাচন। সবাই নৌকা চায়। এ নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, গ্রামবাংলাকে রক্তাক্ত করে তোলে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলেও একই সত্যতার প্রমাণ মিলবে।

রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যখন এই অবস্থা, বিগত ১২ বছর ধরে যখন এই ব্যবস্থা- তখন মানুষ কী করে আগামী নির্বাচনে আস্থা স্থাপন করবে? স্থানীয় নির্বাচনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটাররা না আসায় খোদ প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। আসলে ভোটাররা নিশ্চিত হয়েছিল যে, 'জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে' তাদের আর ভোট দেয়ার দরকার নেই। আওয়ামী নেতারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, যাকেই ভোট দেয়া হোক না কেন, জিতবে নৌকা। গ্রামাঞ্চলে স্লোগান শোনা গেল 'চেয়ারম্যান ওপেনে, মেম্বার গোপনে'।

সরকারের নির্বাচন নিয়ে এ কারসাজির প্রভাব সর্বত্রই পড়েছে। বিগত ডাকসু নির্বাচনে তারা এই অপকৌশল করেও নূরের বিজয় ঠেকাতে পারেনি। সেদিন অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের নির্বাচনেও কারচুপি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়েছে। বিজেএমই-এর নির্বাচন নিয়ে একই অভিযোগ। এসব সংগঠনে সরকারি দলের খোলামাঠে গোল দেয়ার অপচেষ্টার অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমনকি খেলাধুলার মতো নির্ভেজাল বিনোদন ক্ষেত্রেও পলিটিক্স ঢুকে গেছে। জাতীয় নির্বাচন থেকে সমিতির নির্বাচন পর্যন্ত সব কিছুকে তামাশায় পরিণত করা হয়েছে। এক কথায়, নির্বাচন নির্বাসনে গেছে।

যেহেতু নির্বাচনই পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ পন্থা, সেহেতু সমস্ত জনগোষ্ঠী নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন, গুম-খুন ও হামলা-মামলা রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ঘুষ-দুর্নীতি, নিকৃষ্ট দলীয়করণ, বেকার সমস্যা ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহায় করে তুলেছে। মানুষ পরিবর্তন চায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতে সক্ষম নয়। সরকার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সব আন্দোলন দমন করছে। এমনকি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আহূত বিক্ষোভ ও সমাবেশকে পুলিশ পন্ড করে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে একমাত্র ক্ষমতা অদল-বদলের মাধ্যম। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি রাজনৈতিক সরকার নির্বাচিত হয়। সময়ান্তরে তাদেরকে জনগণের সম্মতি নবায়ন করার জন্য জনগণের কাছেই যেতে হয়। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা- সর্বত্রই একই নিয়ম। আর এই দু'টি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলই নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

এটাও সত্য কথা যে, জনগণ আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো স্লোগান আর শুনতে চায় না। জনগণ অন্যায়-অত্যাচার সইতে সইতে নির্বিকার হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আগামী ২০২৩ সালের নির্বাচন তাদের সামনে একটি আশার আলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের সেই তো পথ। সে পথে হাঁটতে চায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু শাসকদলের কারচুপি, শক্তি প্রয়োগ ও প্রতারণা তাদের লক্ষ্য অর্জনে বাধা। জনগণ মনে করে, যেনতেন প্রকারে সরকার ২০২৩ সালের নির্বাচন জয়ের জন্য মরণকামড় দেবে। ক্ষমতাচ্যুতিকে তারা তাদের জীবন-মরণ সমস্যা মনে করে। আওয়ামী লীগ নেতারা অনেকবার প্রকাশ্যে বলেছেন, সরকার পরিবর্তন হলে তাদের পাঁচ লাখ নেতাকর্মী মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়বে। সে কারণে যত কিছুই হোক তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতেই হবে। ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার আকার-ইঙ্গিত শীর্ষ নেতারা দিচ্ছেন।

জনসাধারণ মনে করে, হাজার বছর ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেও তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সেটি হতে হবে জনগণের স্বচ্ছ সম্মতির ভিত্তিতে। পাঁচ বছর পরপর যে নির্বাচনটি হচ্ছে তাতে অবশ্যই জনমতের প্রতিফলন থাকতে হবে। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে এ ধরনের দল, গোষ্ঠী ও জোট অনেক বছর ধরে ক্ষমতায় থাকছে। যেমন- জাপানের এলডিপি, মালয়েশিয়ার পাকাতান হারাপান। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ সামরিক সরকারকে ডেকে না আনলে একটি চমৎকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থার বিকাশ হতে পারত। ১৯৯১ সালে বিএনপি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ, ২০০১ সালে আবার বিএনপি, ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ- এভাবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাটি যদি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করত, তাহলে বাংলাদেশে সুন্দর, সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ হতে পারত। বাংলাদেশের মতো দুর্নীতি ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা উভয় দলকে সংযমী এবং জনকল্যাণমুখী করতে পারত।

কথায় বলে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুর দেখলে ভয় পায়। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো আস্থা ও বিশ্বাস নেই। ন্যাড়া নাকি একবারই বেলতলায় যায়। ২০২৩ সালের নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবেই অংশগ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিএনপি যে কোনো মতেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না, তা স্পষ্টতর হয়েছে। জাতীয় পার্টির বিজ্ঞ নেতা জিএম কাদের দলটিকে গণমুখী করার চেষ্টা করছেন। রওশন এরশাদ ও বিদিশা দিশাহীনভাবে সরকারের আনুকূল্য পাবেন বলেই ধারণা করা যায়। জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধন হারিয়েছে। ২০ দলীয় জোটের প্রতিটি দল পৃথক পৃথকভাবে বলেছে- তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না। বাম দলগুলোও একই মত প্রকাশ করেছে। সে ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০০৬ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। একটি অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হতে পারে। দেশে যে অরাজকতা চলছে, তাতে হঠাৎ করে জনগণ ক্ষিপ্ত হতে পারে। দ্রব্যমূল্যের দুর্দশায় মানুষ দিশেহারা। তারা উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে জ্বলে উঠতে পারে। আওয়ামী লীগ এরকম বেকায়দায় পড়লে জাতীয় সরকার কবুল করতে পারে। তার কারণ, জাতীয় সরকার তাদেরকে যেমন রক্তপাত থেকে রক্ষা করবে, তেমনি অসাংবিধানিক পথও রুদ্ধ করে দেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, আওয়ামী লীগ স্বাভাবিকভাবে কোনোমতেই নির্বাচনকালীন সরকার মেনে নেবে না। তাদেরকে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এ ফর্মুলা গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। তারা এই সংসদের মেয়াদ দ্বিতীয়বারের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে। জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে। সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারে। এসবই তাদের ক্ষমতায় থাকা ও নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ভাবনা। এর বিপরীতে নাগরিক সমাজ পেশাজীবী সম্প্রদায়, রাজনৈতিক নেতারা একত্রিত হয়ে গণআন্দোলনকে নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে একটি কাঙ্ক্ষিত ভোটবিপ্লব হয়ে যেতে পারে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তান আমলের সম্মিলিত বিরোধী দল গড়ার উদ্যোগ নিতে পারে। সেখানে ডান-বাম ও পূর্ব-পশ্চিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একাট্টা হতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তারা ১৯৯০ সালের কর্মকৌশল অনুসরণ করতে পারে। এ কর্মকৌশল অনুযায়ী একই লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের পৃথক পৃথক আন্দোলন হতে পারে। এভাবে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য সাধন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আর সাধারণ নির্বাচনে সমঝোতার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যালট বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীভাবে সফল হবে। সেখানে বড় বড় দলগুলোর বড় ধরনের ছাড় দিতে হবে। এখনকার অবস্থায় বিষয়টি অসম্ভব মনে হলেও অবাস্তব নয়।

বিএনপির শীর্ষ নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এরকম সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তার 'ফখরুদ্দিন-মইন উদ্দিনের কারাগারে ৬১৬ দিন' গ্রন্থে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ ধরনের ব্যালট বিপ্লবের উদাহরণ দিয়েছেন। ২০১৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে স্বৈরশাসক পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে পিপিপি ও নেওয়াজ মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। একইভাবে ওই বছরই থাইল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার সামরিক বাহিনীকে হটিয়ে জনগণের বিজয় নিশ্চিত করেন। বাংলাদেশে জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করলে কাঙ্ক্ষিত ব্যালট বিপ্লব ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র শর্ত জনগণ ও রাজনীতিবিদদের সুদৃঢ় ও নিঃশর্ত ঐক্য। টি এইচ গ্রিনের মতো আমরাও বিশ্বাস করি, 'ডেমোক্র্যাসি মে বি ডিফিটেড ইন মেনি ব্যাটলস, বাট ইট উইনস দ্য লাস্ট'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব

মো. তানজিল হোসেন, অংকন চন্দ্র দে, মো. লিজন রানা

করোনা মহামারির পর বিশ্বের মানুষ যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করেছে এবং অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, এর মাঝেই শুরু হয়েছে ইউরোপের দুই দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ; যার প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তে কোনো সংকট তৈরি হলে তার প্রভাব পড়ে বিশ্বব্যাপী। এই যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব আবার বড় ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ছোট আয়তনের জনবহুল দেশ হওয়ায় এর প্রায় সব কিছুর জন্যই বাইরের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, তেল, গ্যাস, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি পণ্য বাইরের দেশগুলো থেকে আমদানি করতে হয়।

বাংলাদেশ অনেক পণ্যই রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে আমদানি করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গম, সূর্যমুখী তেল, ভুট্টা, তুলা, সরিষা, মসুর ডাল, জ্বালানি তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে ৪৬ কোটি ৬৭ লাখ ডলারের পণ্য এবং রাশিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছে ৬৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলারের পণ্য।

বাংলাদেশ মূলত যে পণ্যটি ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে থাকে তা হলো গম। সূর্যমুখী তেলের বড় অংশই আসে ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে। এ ছাড়া বিভিন্ন খাদ্যশস্য; যেমন–ভুট্টা, তুলা, সরিষা ও মসুর ডালের চাহিদাও এই দুটি দেশ থেকে পূরণ করা হয়।

কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এবং রাশিয়ার ওপর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে এসব পণ্য আমদানি করা নিয়ে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে এ দেশের অর্থনীতিতে এবং এর প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে এ দেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরই মধ্যে আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই, বাজারে এসব পণ্যের দাম ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশি হারে বেড়েছে। এর ফলে দেশের প্রায় বেশির ভাগ মানুষেরই তাদের সীমিত উপার্জন দিয়ে পরিবার নিয়ে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই, গম, ভুট্টা, সরিষা–এই শস্যগুলো পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এগুলোর দাম বেড়ে গেলে পশুখাদ্যের দামও বেড়ে যাবে। এতে দরিদ্র খামারিরা গবাদি পশু পালনে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন।

রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাওয়া। এখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি আরো বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতির প্রভাব বাংলাদেশের বাজারেও পড়বে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে যাবে।

বর্তমানে রাশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী দেশ। রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিলে গ্যাসের দাম কয়েক গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে; যদিও বাংলাদেশের গ্যাস বিতরণ কম্পানিগুলো এরই মধ্যে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এটি কার্যকর হলে মানুষের আয়ের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এ ছাড়া আমরা জানি যে গ্যাস ও তেল বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয়। যদি গ্যাস ও তেলের দাম বেড়ে যায়, তাহলে বিদ্যুতের দামও বেড়ে যাবে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের আয় হ্রাস পাবে। বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেলে ফসল উৎপাদন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে, যা দেশে বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। আর তৈরি পোশাক খাতের নতুন বাজার হচ্ছে রাশিয়া। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় প্রায় ৬০ কোটি ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। কিন্তু চলমান সংকট ও বিধি-নিষেধের জন্য পোশাক রপ্তানি নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানি পণ্য পরিবহনে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা থেকে সহজে উত্তরণ সম্ভব নয়। যদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আরো দীর্ঘায়িত হয় এবং আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ শিথিল করা না হয়, তাহলে বাংলাদেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে পড়ে যাবে।

এই পরিস্থিতি থেকে সহজেই উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন কোনো সংকটের মধ্যে পড়তে না হয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের আওতায় রাখতে হবে। যেসব পণ্য এই দুই দেশ থেকে আমদানি করতে হয়, এগুলোর বিকল্প কোনো দেশ থেকে আমদানি করে সাময়িকভাবে সংকট দূর করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, জ্বালানি তেল–এসব পণ্যে সরকারকে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে যাবে।

লেখকবৃন্দ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

হযবরল রাজনীতির নয়া ধারাপাত



গোলাম মাওলা রনি

পুলিশ বিভাগে কর্মরত রাষ্ট্রের দু'জন কর্মচারীর কথাবার্তা নিয়ে ইদানীংকালে বেশ সরব ও মুখরোচক আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর যারা আশা করেছিলেন যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকচারীরা সম্ভবত দলীয় লেজুড়বৃত্তি করবে না এবং ঘুষ-দুর্নীতি-টাকা পাচারের ক্ষেত্রেও আগের চেয়ে সতর্ক আচরণ করবে, যারা আরো আশা করেছিলেন যে, জনগণের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ট্যাক্স-ভ্যাটের টাকা দিয়ে যাদের বেতন দেয়া হয় তারা জনগণের সাথে বেঈমানি করে সেসব লোকের সাথে হাত মেলাবে না যারা জনগণের হক নষ্ট করে। আশাবাদী লোকজনের আশার গুড়ে বালি দিয়ে হাল আমলে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা তাদের কথাবার্তা-আচার-আচরণ, অঙ্গভঙ্গি এবং চিন্তাচেতনায় এমন কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন এনেছে, যা সরকারি চাকরিবিধি বা রুলস অব বিজনেসের ধারাপাতই বদলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীরা এখন মহাকালের শ্রেষ্ঠতম সময় পার করছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর কোনো দেশের সরকারি কর্মচারীরা বাংলাদেশের বর্তমান জমানার কর্মচারীদের মতো এতটা স্বাধীন-সার্বভৌম, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল না। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের চেহারা ও সুরতে যে লাবণ্য ফুটে উঠেছে এবং বিত্ত ও বৈভবের কারণে তাদের পোশাক-আশাকে এতটা চমক এসেছে যার ফলে একজন নাবালকও চোখ বুজে বলে দিতে পারে যে লোকটি সরকারি দফতরের কর্মচারী। মেহনতি মানুষের ঘামের গন্ধ, ব্যবসায়ীদের চিন্তাক্লিষ্ট ও হতাশাজনক মুখ-মন্ডল এবং অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষের জীবনযুদ্ধের গ্লানির যে চিহ্ন তা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নেই। বরং বাজারের সবচেয়ে ভালো মুলোটা-কলাটা-মাছ-গোশত-দুধ-ডিম তাদের দেখলে যেভাবে আয় আয় সোনামণি বলে ডাকতে থাকে তাতে অন্য শ্রেণিপেশার লোকজন লজ্জা-ভয়-আতঙ্কে বাজারমুখী হওয়ার আগে শতবার চিন্তা করে থাকে।

সরকারি কর্মচারীদের সাম্প্রতিক বিবর্তনের কারণে আমাদের দেশের রাজনীতির ধারাপাতও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে যাদের মধ্যে নেতৃত্বের সহজাত গুণাবলি ছিল কেবল তারাই রাজ-নীতি করত। আর এখনকার রাজনীতির নয়া ধারাপাত হলো তুমি কোন সরকারি কর্মচারীর খালু-মামু-ভাগিনা, শ্যালক, ভগ্নিপতি অথবা ভাই-ব্রাদার তার ওপর নির্ভর করছে তোমার রাজনীতির খোশনসিব। তা ছাড়া তুমি দুর্নীতি, জুয়া, ক্যাসিনো, অর্থপাচার, নারী কেলেঙ্কারি, গুম-হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি কুকর্মের মুখপাত্ররূপে নিজেকে কতটা জাহির করতে পারো তার ওপরও তোমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে। ফলে রাজনীতির যে ঐতিহ্য অর্থাৎ মাঠে ময়দানে গিয়ে গণমানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা এবং জনগণের সেবা করার জন্য রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এখন রীতিমতো অতীতকালের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানকালের বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাই হলো রাজনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। তারা যদি বলে দেয় ওমুক লোক মুক্তিযুদ্ধ করেনি। ব্যস! তাতেই কেল্লা ফতে। আবার তারা যদি সার্টিফিকেট দেয় ওমুকে ১৯৭১ সালে কলকাতার ধর্মতলা-পত্মীতলায় ছিল না। সে ওমুক স্থানে বটগাছের ডালে বসে মেশিনগান দিয়ে ৩৩ জন রাজাকার, ১৩ জন খান সেনাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে তবে সেই কাহিনী অস্বীকার করার হিম্মত গাঙেয় বদ্বীপে নুরা পাগলাও দেখাতে পারবে না। তারা পদ্যকে গদ্য বানাতে পারে আবার গদ্যকে পদ্য বানিয়ে জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে পারে। তারা গাইতে পারে-নাচতে পারে এবং ইচ্ছেমতো নাচাতেও পারে। তারা অদ্ভুতভাবে তুড়ি বাজাতে পারে এবং তুড়ি মেরে গভীর রাতে গায়েবি ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব ঘটাতে পারে। তারা উন্নয়নের মহাকাব্য রচনা করে সেই কাব্যের সুর লহরীতে জাদুময়তা সৃষ্টি করে মানুষকে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে মনের আনন্দে জিডিপির হিসাব কষতে কষতে টিসিবির ট্রাকের পেছনে ছোটার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের উল্লেখিত সাতকাহন এখন মহাবিশ্বের জন্য রীতিমতো রোলমডেলে পরিণত হয়েছে। কর্মচারী এবং তাদের অনুকম্পায় যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে অথবা রাজনীতি করার সৌভাগ্য লাভ করেছে তা কিভাবে পরস্পরের পরিপূরকরূপে দিনকে দিন শক্তিশালী হয়ে পড়ছে এবং তাদের শত্রুদের মুখে ছাই মেখে কিভাবে তারা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এবং আধ্যাত্মিক খানকাগুলোতে নিরলস গবেষণা শুরু হয়েছে। দুনিয়ার সব লাজ-লজ্জা, ভয়-ভীতি, পরিণাম ইত্যাদি উপেক্ষা করে একজন সুবিধাভোগী কিভাবে পরস্পরের জন্য নিজেদের সঁপে দিতে পারে সেই রহস্য জানার জন্য বিশ্বের অনেক দেশ এখন বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রীয় কর্মচারী এবং তাদের তাঁবেদার রাজনীতিবিদদের নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে এখনো যারা সৎ ও যোগ্যরূপে কোনো মতে টিকে আছেন তারা প্রায় প্রতিদিনই ঘরে-বাইরে এতটা বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটান যার ফলে তাদের অস্তিত্ব অনাগত দিনে আদৌ থাকবে কি না তা এখনই বলা মুশকিল। অন্য দিকে যারা রাজনীতির ময়দানে ন্যায়নীতির কথা বলেন, একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠানে সৎ ও যোগ্য লোকের অংশগ্রহণের কথা প্রচার করেন তারা চলমান দুর্নীতির রাহুগ্রাসের দাপটে অক্সিজেন-শূন্য হয়ে মূলধারার রাজনীতির বাইরে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানকালের বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাই হলো রাজনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। তারা যদি বলে দেয় ওমুক লোক মুক্তিযুদ্ধ করেনি। ব্যস! তাতেই কেল্লা ফতে। আবার তারা যদি সার্টিফিকেট দেয় ওমুকে ১৯৭১ সালে কলকাতার ধর্মতলা-পত্মীতলায় ছিল না।

আমাদের বাংলাদেশে একসময় হাবসিদের শাসনব্যবস্থা ছিল। পরপর চারজন হাবসি ক্রীতদাস সুবে বাংলার সিংহাসনে বসে দেশবাসীকে হাতে কলমে শিখিয়ে গেছে যে, কিভাবে ক্রীতদাস হয়ে প্রথমে মালিকের ওপর প্রভুত্ব করা যায় এবং সুযোগ বুঝে কিভাবে মালিককে হত্যা করে ক্ষমতার মসনদ দখল করা যায়। ১৪৮৭ সাল থেকে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত মোট আট বছর ধরে আফ্রিকা থেকে কিনে আনা ক্রীতদাসরা কিভাবে বাংলা শাসন করেছিল সেই কাহিনী ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই খুব ভালো করে জানেন; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ ঘটনার নেপথ্য কাহিনী নিয়ে মাথা ঘামান না। অর্থাৎ কেউ প্রশ্ন করেন না যে, কেন আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস এনে রাজপ্রাসাদ ও রাজদরবারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেসব পাহারাদার কিভাবে অতি দ্রুততার সাথে পদোন্নতি লাভ করে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদপদবিগুলোতে নিয়োগ লাভ করেছিল। ইতিহাসের খুব অল্পসংখ্যক পাঠকই এই প্রশ্ন করে থাকেন যে, তৎকালীন সুলতান কেন তার যোগ্য উজির-নাজির, কোতোয়াল, সেনাপতি ও আমির ওমরাহদের বাদ দিয়ে হাবসি ক্রীতদাসদের কথা শুনতেন এবং কেন অন্ধের মতো তাদের বিশ্বাস করে তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

সুবে বাংলার হাবসি শাসনের ইতি ঘটেছে ১৪৯৪ সালে। কিন্তু সেই শাসনের কলঙ্ক আমাদের ভূখন্ডকে প্রায়ই গ্রাস করে ফেলে এবং আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুকে সময় ও সুযোগ পেলে কালবৈশেখীর তান্ডবে তছনছ করে দেয়। তারপর কয়েক যুগ ধরে মেহনতি মানুষের রক্ত, মেধাবীদের আত্মত্যাগ, নেতাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের সমন্বয়ে যখন সবাই একটু আলোর মুখ দেখতে শুরু করে আর তখনই দূর থেকে ভেসে আসে অশুভ শক্তির পিলে চমকানো আওয়াজ, যা কিনা এই জনপদের রাজনীতির ব্যকরণ বারবার তছনছ করে দেয়।

সুবে বাংলার রাজনীতির হাজার বছরের উত্থান-পতনের সব ইতিহাস ছাপিয়ে হাল আমলে যে নতুন ধারাপাত রচিত হয়েছে তা শেষপর্যন্ত কতদিন টিকবে এবং এই ধারাপাতের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত আমাদের কোন গন্তব্যে নিয়ে যাবে তা বলা যাচ্ছে না। কারণ এখানে বিভেদ ও বিসম্বাদের রাজনীতির কারণে ক্ষমতাকেন্দ্রিক একটি গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে রাজনীতির নামে হাপিত্যেশ করা এবং জুলুম নির্যাতন ভোগ করা আরেকটি গ্রুপ ক্রমেই মানবেতর দুর্যোগ দুর্দশার মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে বিস্ময়কর সফলতা দেখিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অনুকম্পায় যারা রাজনীতি করে তাদের মধ্যেও তিনচারটি শ্রেণী রয়েছে। ক তফসিলভুক্ত সুবিধাভোগীরা মোটামুটি আনন্দ-ফুর্তির মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে। খ তফসিলভুক্তরা রাষ্ট্রীয় পদপদবি ছাড়া কেবল দলীয় পদপদবি ব্যবহার করে টেন্ডার, ব্যবসাবাণিজ্য, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ইত্যাদি করে সময় কাটাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে নিজ তফসিলভুক্ত লোকজনের সাথে বিরোধে জড়িয়ে কখনো নিজেরা মরছে কি অন্যকে মারছে।

সুবিধাভোগী রাজনীতির গ তফসিলভুক্তরা সীমাহীন অপমান লাঞ্ছনা বঞ্চনা এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হয়ে কতটা মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে তা তাদের কথাবার্তা আচার আচরণে ফুটে ওঠে। তারা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, ক তফসিলভুক্তরা তাদেরকে দাসী-বান্দীর মতো মনে করে, অন্য দিকে যেসব রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর বদান্যতায় ক্ষমতার ডালপালা নড়াচাড়া করে এবং ক্ষমতার ফসলের মাঠে আগাছা পয়দা হয় সেই সব কুশীলব গ তফসিলভুক্তদের কী হিসেবে মূল্যায়ন করে তা অবশ্য তফসিলভুক্ত হরিজনরা আর্তচিৎকার করে পাবলিককে জানায়নি।

উল্লিখিত অবস্থায় দেশের রাজনীতির যে হযবরল পরিস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে তার ফলে সরকারি কর্মচারীরা প্রকাশ্য সভামঞ্চে মন্ত্রীদের বসিয়ে সগর্বে বলতে পারছে যে, আওয়ামী লীগ জানে না কিভাবে কথা বলতে হয় এবং কিভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে হয়। তারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তথা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেইজ্জতি করার জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক মাঠ থেকে বিদায় করার জন্য কী করা উচিত এবং কী বলা উচিত সে ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ নসিহত যেভাবে উপস্থাপন করেছে তার ফলে মনে হচ্ছে আমাদের দেশ কাল হয়তো রাজনীতির নয়া ধারাপাতের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



গোয়াদরকে সিঙ্গাপুর বানাতে সিপিইসির সঙ্কট



মোঃ বজলুর রশীদ

গোয়াদর শহরের মাস্টারপ্ল্যান এমন করে সাজানো হয়েছে যেন সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে বন্দর ও শহরটি খুব আকর্ষণীয় স্থান হয়। তখন সংশ্লিষ্ট মহল বলতে শুরু করে অদূর ভবিষ্যতে গোয়াদর দুবাইকেও ছাড়িয়ে যাবে!

চায়না পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর বা সিপিইসির পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর নিয়োজিত বিশেষ সহকারী খালিদ মনসুর সম্প্রতি প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। যদিও কাজ এখনো অনেক বাকি। গোয়াদরে পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতের সমস্যা রয়েছে, দ্রুতগতিতে সেগুলো সমাধানের কাজ চলছে। আগামী বছরে এখানে দু'টি পৃথক ট্রান্সমিশন লাইন থেকে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে; একই সাথে চীনের সহায়তায়, স্থানীয়দের জন্য সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের অধীনে গোয়াদরের আশপাশের তিন সহস্রাধিক বাড়িতে সৌর প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন করার কাজ সম্পন্ন হবে। গোয়াদরের কাজগুলো মনে হয় যেন কোথাও কোথাও থমকে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক, আঞ্চলিক বিরোধ ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আক্রমণ, বিদেশী গুপ্তচরদের সহায়তা সব মিলে গোয়াদর বন্দরের সার্বিক কাজে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে বারবার।

সিপিইসি, পাবলিক সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় অনেকগুলো প্রকল্প এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য, থর কয়লা প্রকল্পেও স্থানীয়দের উন্নত জীবনের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে এবং থর কয়লাখনি ও থর বিদ্যুৎ প্রকল্পের আশপাশের অঞ্চলে এখন বড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এসব কাজে নিজেদের প্রযুক্ত শ্রম ছিল; তারই আলোকে আরো আপগ্রেডেড ভার্সন গোয়াদরে প্রয়োগ করা হয়েছে। গোয়াদরকে মিরানি বাঁধের সাথে সংযুক্ত করার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছিল। গোয়াদরের স্থানীয়দের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ছিল সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

২০১৫ সালে সিপিইসির ফেজ-১ শুরু হয়েছিল এবং নির্ধারিত সময়ে শেষও হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এটি পাকিস্তানে বিদ্যুতের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে এবং অবকাঠামো উন্নত করার জন্য করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত থর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যান্য উৎস থেকে জাতীয় পুলে পাঁচ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত করা হয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সহজলভ্যকরণ ও বেসরকারি খাতকে শিল্পায়নের দিকে নিবিষ্ট করতে মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট হচ্ছে।

২০১৩ সালে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠান থর কয়লা প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য এগিয়ে আসেনি এবং সিপিইসির মাধ্যমে পাকিস্তান চীনকে এই মেগা প্রকল্পে অর্থায়ন ও অংশীদার হতে রাজি করিয়েছিল। এ ছাড়াও থর কয়লা ও গোয়াদর উন্নয়ন প্রকল্প, বন্দরসহ, সিপিইসির অধীনে আরো দু'টি মেগা প্রকল্প ইসলামাবাদ থেকে অপটিক ফাইবার কেবল এবং পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত এমএল-১ রেলপথ স্থাপন করেছিল। সিপিইসি কর্মসূচির চারটি অংশ ছিল– ২০১৫ সালকে শক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নের সময়; ২০২০ সালকে বাজার চাষের সময়; ২০২৫ সালকে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সময় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, যেখানে ২০৩০ সাল ছিল প্রকল্প পূর্ণ বাস্তবায়ন সময়কাল এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সেই প্রক্রিয়াটি এখন বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলেও দুরাশার কালো মেঘও দেখা যাচ্ছে।

সিপিইসির অধীনে দেশের ৯টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দ্রুত উন্নয়ন করার কথা। চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে শিল্প, প্রযুক্তিগত ও কৃষিবিপ্লব আনয়নের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সিপিইসির দ্বিতীয় পর্যায় চালু করা হয়েছে। সিপিইসি ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন খাতের জন্য ১০টি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। চীন পাকিস্তানকে একটি আন্তর্জাতিক উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। আর চীনের বেল্ট-রোড উদ্যোগটি বিশ্বের ৬২ শতাংশ জনসংখ্যার তিনটি মহাদেশের ৬৮টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

গেল বছরের শেষের দিকে গত ডিসেম্বরে গোয়াদরের স্থানীয়রা আওয়াজ তোলে 'গোয়াদরের হক দাও'। 'গোয়াদরের অধিকার দাও'। এসব দাবির মধ্যে ছিল– স্থানীয় জেলেদের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংস করে দেয়া অবৈধ ট্রাভেলিংয়ের অবসান, নিকটবর্তী ইরানের সাথে বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল এবং শহরের নিরাপত্তা চেক পয়েন্টগুলোর কাজ আরো সহজতর করা।

বিক্ষোভটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতিগত জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত একটি এলাকায় একজন মধ্যপন্থী ইসলামী রাজনীতিবিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং বি-পুলসংখ্যক নারী ও শিশু এতে জোগদান করে যা ছিল অচিন্তনীয়।

আরব সাগর বরাবর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত– হরমুজ প্রণালীর বাইরে এবং ইরান থেকে কয়েক ডজন মাইল দূরে, গোয়াদরকে বেল্ট অ্যান্ড রোড-সংযুক্ত চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর, সিপিইসির একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হয়েছে। কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, গোয়াদর ও সিপিইসি চীনের স্থলবেষ্টিত জিনজিয়াং অঞ্চলকে ভারত মহাসাগরে একটি আউটলেট সরবরাহ করে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভূকৌশলে রূপান্তরিত করবে। কিন্তু গোয়াদরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায়, শহরের আদিবাসী জাতিগত বালোচ জনগোষ্ঠী সবসময় সুযোগের মূল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

শরিক দল জামুরিওয়াতান পার্টির নেতা শাহজান বুগতির যাকে বিশেষ সহকারীর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তিনি ইমরানের বেলুচিস্তান পুনরেত্রীকরণ বিষয়ক বিশেষ সহকারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে নিজের প্রদেশে উন্নয়নে ঘাটতির কথা বলেন। প্রশ্ন হলো– তাকেই তো উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তিনি কী কী কাজ করেছেন?

ইমরান খান এক বার্তায় বলেছেন, গোয়াদরের কঠোর পরিশ্রমী জেলেদের ন্যায্য দাবির বিষয়টি তিনি লক্ষ করেছেন। ট্রলারে অবৈধ মাছ ধরার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকারও তিনি করেছেন।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের পাকিস্তানি ও চীনা উভয় অর্থনৈতিক শক্তির কাছে অস্তিত্বের হুমকি বলে সুবিধাভোগী নেতারা প্রচার করছেন। তারা আরো বলেন, চীন জাদুকরীভাবে এই ছোট, 'ব্যাকওয়াটার' মাছ ধরার শহরটিকে আঞ্চলিক সংযোগের একটি অপরিহার্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে ফেলেছে।

১৯৫৮ সালে ওমানের কাছ থেকে গোয়াদর কেনার পর কয়েক দশক ধরে, পাকিস্তান তার জনসংখ্যা-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে, একটি বাণিজ্যিক বন্দর বা নৌঘাঁটি বিকাশের জন্য বিদেশী অংশীদার চেয়েছে। প্রথমে মস্কো এবং পরে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করে ইসলামাবাদ! তারা রাজি হয়নি। ২০০১ সালে বেইজিং বন্দরের প্রাথমিক উন্নয়নকে অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছিল।

সে সময় পাকিস্তানি কর্মকর্তারা গর্ব করে বলতেন, গোয়াদর এ অঞ্চলে পরবর্তী দুবাই বা সিঙ্গাপুর হয়ে উঠবে। ২০১৩ সালে একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চীনা কোম্পানি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা চীনা শহর শেনঝেনের পোর্ট-পার্ক-সিটি মডেলের একটি প্রতিলিপি করার কথা বলতে শুরু করেন।

আট বছর পর, গোয়াদর তার কথিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাছাকাছি কোথাও নেই। অথচ এ সময়ের মধ্যে চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলো গ্রিসের পিরিয়াস ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের খলিফার মতো বন্দরগুলোকে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। এর বিপরীতে গোয়াদরে উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি। বন্দরটিকে সরাসরি জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি বাইপাস এ বছর কোনো এক সময় শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোয়াদরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো দুর্বল। বন্দরে শিপিং ও শিল্প কার্যক্রম নগণ্য এবং গোয়াদরের বেশির ভাগ অধিবাসীর জন্য, পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। পানীয় জলের অভাব রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ– ইরান থেকে আমদানি করা, অপর্যাপ্ত ও গ্রীষ্মে ভঙ্গুর। এখানে অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলো একই রয়ে গেছে– মাছ ধরা, ইরান থেকে ডিজেল জ্বালানির চোরাচালান ও মাদক পাচার!

পাকিস্তানের এই বিচ্ছিন্ন শহরটিকে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে, চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ কেবল বড় প্রত্যাশা ও আরো হতাশা সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে এ ব্যর্থতার দায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর ফেলেছে; এ জন্য যে, মৌলিক ত্রুটিযুক্ত কৌশল সরকার গ্রহণ করেছিল, যেখানে অনেক কিছু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পাকিস্তান ধরে নিয়েছিল যে, গোয়াদর চীনা স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে মালাক্কা প্রণালীর মাধ্যমে আমদানি করা শক্তির ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে বেইজিংকে সহায়তা করা। কিন্তু ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ওয়্যার কলেজের একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এমনটি সঠিক নয়। জিবুতি, কেনিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো পাকিস্তান ধরে নিয়েছিল যে, চীনের শেনঝেন বা শেকো মডেলটির মতো এটি কাজ করবে। মূলত চীন একটি কর্তৃত্ববাদী, শ্রেণিবদ্ধ, উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র। পাকিস্তান একটি আধা-গণতান্ত্রিক, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র যা ওপর থেকে নিচে অপরাধ ও অযোগ্যতার কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, গোয়াদরের জন্য পাকিস্তানের কৌশল বেলুচিস্তানের জন্য অনুপযুক্ত। গোয়াদরে খুব কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা আসলে স্থানীয়দের কাছে চলে গেছে। এটি পাকিস্তানের দরিদ্রতম অথচ বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের আবাসস্থল। এলাকাটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ প্রভাবিত করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো অন্যান্য প্রদেশেও নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, সে প্রক্রিয়া চলমান।

গোয়াদরে ২০১৭ সালে একটি বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারসহ চীনা নাগরিকদের প্রবাহ বালুচদের ভয়কে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। চীনারা নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতে রাখতে চায়। পাশের সিন্ধু প্রদেশ ও চীন থেকে মাছ ধরার ট্রলারের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থানীয় আয়কে অনেকটা ধ্বংস করে দিচ্ছে। সিপিইসির অধীনে গোয়াদরের মূল পরিকল্পনায় কিছু প্রশংসনীয় সামাজিক খাতের প্রকল্প ছিল। চিকিৎসাকেন্দ্র, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্প্রসারণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেডিক্যাল হাস-পাতাল এগুলো আরো দরকার।

ইসলামাবাদ শহরের প্রাকৃতিক সুবিধার ভুল মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে গোয়াদরের জন্য তার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। এটি গোয়াদরকে একটি 'গেটওয়ে পোর্ট' হিসেবে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও জিনজিয়াংকে সংযুক্ত করবে। সমালোচকরা বলছেন, পাকিস্তানের নিজস্ব করাচি ও কাসিম বন্দর অনেক কম খরচে উন্নয়ন এবং উপযোগী করা যেত।

তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, গোয়াদর বন্দরকে ২০ মিটার গভীরতায় ড্রেজ করলে, ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য সম্ভাব্য কার্যকর অবস্থান তৈরি হবে– খুব বড়, সাশ্রয়ী মূল্যের জাহাজগুলোকে অগভীর আঞ্চলিক বন্দরগুলোতে পরিষেবা প্রদানকারী ছোট জাহাজগুলোতে লোড করার জন্য কার্গো অফলোড করার সুবিধা দেবে। প্রকৃতপক্ষে, যে পরামর্শক সংস্থা বন্দরের জন্য মূল মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছিল, তারা মূল্যায়ন করেছিল যে, গোয়াদরের মাধ্যমে মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোর সাথে ট্রানজিট বাণিজ্যের সম্ভাবনা আছে, তবে ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কার্যক্রম দরকার।

২০১৮ সালে একটি এক্সপ্রেসওয়ের বিরুদ্ধে জেলেরা বিক্ষোভ করে। কারণ এটি সমুদ্রে জেলেদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। তারা সরকারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে না। স্পষ্টত রাজনৈতিক নেতারা পেছনে জেলে সংগঠনদের ব্যবহার করছেন।

বেলুচিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর জোর তৎপরতা বিদ্যমান। বড় আকারের বিক্ষোভ ও অস্থিরতার কারণে সেনাসদস্যরা সক্রিয়। বালুচ বিদ্রোহে নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে আইএসআই একপ্রকার নিশ্চিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গোয়াদরে বড় বড় হামলা চালানো হয়েছে। বিদেশী কমান্ডো ছাড়া স্থানীয়রা এরকম হামলা করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগপ্রাপ্ত কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের ভারী কভারেজও পাকিস্তানি নিরাপত্তা পরিষেবাগুলোর উদ্বেগকে উসকে দিয়েছে।

গোয়াদরের বিক্ষোভকারীদের আর্তনাদ ইসলামাবাদের জন্য একটি জাগরণের আহ্বান হিসেবে কাজ করা উচিত। যদিও ২০১৯ সালে গোয়াদরের প্রধান হোটেলে হামলাসহ সন্ত্রাসী হামলাগুলো বিদেশী বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে। বালুচিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন কৌশল তৈরি করে ইসলামাবাদকে সহিংসতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সিপিইসির দক্ষিণ বেলুচিস্তানের জন্য একটি শক্তিশালী পুনর্বণ্টন নীতি প্রয়োজন। ইসলামাবাদ ও কোয়েটা শহরের প্রাদেশিক বেলুচিস্তান সরকারের উচিত গোয়াদর এবং মাকরান উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য একটি সম্পদ তহবিল তৈরি করা, যা তাদের শক্তি ও খনি শিল্পের রয়্যালটি থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক মৌলিক আয় এবং বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট ও পর্যটনের ওপর করের ব্যবস্থা করবে।

আন্দোলনকারী নেতারা বলছেন, 'বসতি স্থাপনকারীরা' দিন দিন সংখ্যায় বাড়ছে এবং স্থানীয়রা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে। গোয়াদরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ নিজ স্থানে উপসাগরীয় আরবদের অনুরূপ একটি বিশেষ মর্যাদা দেয়া উচিত। বালুচ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এবং একটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কর্মসূচি বিকাশের কথা বিবেচনা করা উচিত। তাহলে এসব সৃষ্টির সমন্বয় বৃহত্তর সিল্ক রোড এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

গোয়াদরের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটি শহরের প্রকৃত প্রাকৃতিক সুবিধা এবং উদীয়মান সুযোগগুলোর আলোকে পুনর্বিবেচনা করা যায়। গোয়াদরের উপকূলরেখা রয়েছে যেখানে প্রাকৃতিক সৈকত, গভীর বন্দর, সস্তা জমি, যথেষ্ট সৌর বিকিরণ ও বায়ুশক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন, এটিকে গেটওয়ে বন্দরের পরিবর্তে একটি ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে প্রতিস্থাপন করবে, একটি অভ্যন্তরীণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে এবং সবুজ হাইড্রোজেনের উৎপাদক হিসেবে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, ফলে এখান থেকে রেলপথকে জ্বালানি দিতে পারবে এবং আমদানিকৃত শক্তির ওপর দেশের নির্ভরতা হ্রাস করবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

পুষ্টি নিরাপত্তায় উপকূলে মটরশুঁটি চাষ

এম জি নিয়োগী

বাংলাদেশে মটরশুঁটি খুব পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি সবজি, যা অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ। এই সবুজ মটরশুঁটিই পরিপক্ব হলে এটি মটর ডালে পরিণত হয়। তখন এটিকে মটর ডাল হিসেবে খাওয়া হয়। দুভাবেই বাংলাদেশের মানুষ এটি খেয়ে থাকে।

এ ছাড়া শাক হিসেবেও বাংলাদেশের মানুষ এটিকে পছন্দ করে। মটরশুঁটি বা মটর ডালের বহু খাদ্য ও পু-ষ্টিসমৃদ্ধতা এবং জনপ্রিয়তার কারণে নিরামিষভোজী মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। অর্ধেক কাপ মটরশুঁটিতে চার গ্রাম প্রোটিন এবং চার গ্রাম আঁশ আছে। সেখানে একই পরিমাণ গাজরে মাত্র এক গ্রাম প্রোটিন আছে। এতে বোঝা যায়, কেন এই মটরশুঁটি বা মটরের ডাল নিরামিষাশীদের কাছে আদরণীয়!

মটরশুঁটিতে প্রচুর ফলিক এসিড আছে। এটি ভিটামিন সি বা এসকরবিক এসিডের অন্যতম উৎস, যেটি মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মটরশুঁটিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'কে', ম্যাঙ্গানিজ, থায়ামিন, আয়রন ও ফসফরাস আছে। হাড় ও মাংসপেশির দৃঢ়তার জন্য মটরশুঁটি অত্যন্ত উপযোগী, বিশেষ করে আর্থ্রাইটিস ও অস্টিওপরোসিস রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মটরশুঁটি বার্ধক্যের লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মটরশুঁটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। আলঝেইমার ও ব্রংকাইটিস রোগ প্রতিরোধে মটরশুঁটি কার্যকর। শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণেও মটরশুঁটি ভালো ভূমিকা রাখে। পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে মটরশুঁটি অত্যন্ত কার্যকর। হৃদযন্ত্রের জন্য মটরশুঁটি ভালো। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে মটরশুঁটি ইতিবাচক। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে মটরশুঁটি কার্যকর। মটরশুঁটি বা মটর ডালের বহু খাদ্য ও পুষ্টিমানের কারণে এবং মটরশুঁটি বা মটর ডাল উভয়েরই ভোক্তার কাছে যথেষ্ট চাহিদা ও ভালো বাজার থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের এই যৌথ প্রকল্প মটরশুঁটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে এর উন্নয়নে গবেষণা করছে।

মটরশুঁটি শীত পছন্দকারী ফসল। বাংলাদেশে শীত মৌসুমে এই ফসলের জন্য অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করে বিধায় শীত মৌসুমে মটরশুঁটির চাষাবাদ হয়ে থাকে। মটরশুঁটি ফসল ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে ভালো ফলন দেয়। সে জন্য বাংলাদেশে মটরশুঁটির বীজ বপনের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় নভেম্বর মাস। তবে নভেম্বরে জমিতে আমন ধান থাকে। সে জন্য কৃষকরা আমন ধান থাকা অবস্থায়ই নভেম্বর মাসে জমি কাদা কাদা থাকা অবস্থায় বিঘাপ্রতি ২০-২৫ কেজি মটরশুঁটির বীজ ধানের জমিতে ছিটিয়ে দেয়। এ পদ্ধতিকে রিলে ফসল চাষ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতির বদৌলতে কৃষকরা সঠিক সময়ে, অর্থাৎ নভেম্বর মাসেই মটরশুঁটির বীজ বুনতে পারছেন। এভাবে নভেম্বর মাসে কাদাযুক্ত জমিতে বীজ ছিটানোর কারণে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ পদ্ধতিতে কৃষক জমি তৈরির খরচ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন এবং সঠিক সময়ে চাষাবাদের কারণে ভালো ফলন নিশ্চিত হচ্ছে। মটরশুঁটি বীজ বোনার ২০-৩০ দিনের মধ্যে কৃষক পাকা আমন ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে ছোট ছোট মটরশুঁটির চারা দেখা যাবে। ধান কাটার পর মটরশুঁটির চারা রোদ ও বাতাস পেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠবে।

বেশ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, জলবায়ুর মাত্রাতিরিক্ত পরিবর্তনজনিত কারণে, বিশেষ করে অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মটরশুঁটি ফসলের জমিতে কয়েক দিনের জন্য জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। মূলত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন না করার কারণে বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় প্রতিবছর মটরশুঁটি ফসল নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে কৃষক মটরশুঁটিসহ অন্যান্য ফসল চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

যেহেতু সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে বা শীতকালে বিস্তীর্ণ জমি পতিত থাকে, সে কারণে এই অঞ্চলেই ফসলটি বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কয়েক বছরের গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শুষ্ক মৌসুমে উপকূলের অনাবাদি জমিতে ডাল ও গম ফসলের উন্নত (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

কাতার বিশ্বকাপের ফিক্সচার

(প্রথম পাতার পর)

পর্ব পেরিয়ে যোগ দিয়েছে আরও ৩১ দল।
দেশগুলো হলো– কাতার।
আফ্রিকা- ক্যামেরুন, ঘানা, মরক্কো, সেনেগাল, তিউনিসিয়া।
এশিয়া- ইরান, জাপান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া।
নর্থ, সেন্ট্রাল আমেরিকা অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান- কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র।
ইউরোপ- বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, সার্বিয়া, স্পেন, সুইজারল্যান্ড।
দক্ষিণ আমেরিকা- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে।
আগামী জুনের মধ্যে বাকি তিন দলও নির্ধারণ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে ড্র অনুষ্ঠিত হয়ে কোন দল কোন গ্রুপে পড়েছে তা জানা গেছে। এবার জেনে নিই কোন দিন কোন সময়ে কার মুখোমুখি কে?
প্রথমে কোন গ্রুপে কোন কোন দল জেনে নিই -
গ্রুপ-এ: কাতার, নেদারল্যান্ডস, সেনেগাল, ইকুয়েডর
গ্রুপ-বি: ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ওয়েলস/স্কটল্যান্ড/ইউক্রেন (ইউরো প্লে-অফ)
গ্রুপ-সি: আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, সৌদি আরব
গ্রুপ-ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া, পেরু/অস্ট্রেলিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্লে-অফ ১)
গ্রুপ-ই: স্পেন, জার্মানি, জাপান, কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড (প্লে-অফ ২)
গ্রুপ-এফ: বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কানাডা
গ্রুপ-জি: ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, ক্যামেরুন
গ্রুপ-এইচ: পর্তুগাল, উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া, ঘানা
২১ নভেম্বর : সেনেগাল ও নেদারল্যান্ডস
২১ নভেম্বর : ইংল্যান্ড ও ইরান
২১ নভেম্বর : কাতার ও ইকুয়েডর
২১ নভেম্বর : যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েলস/ইউক্রেন/স্কটল্যান্ড
২২ নভেম্বর : আর্জেন্টিনা ও সৌদি আরব
২২ নভেম্বর : ডেনমার্ক ও তিউনিসিয়া
২২ নভেম্বর : মেক্সিকো ও পোল্যান্ড
২২ নভেম্বর : ফ্রান্স ও পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আরব আমিরাত
২৩ নভেম্বর : মরক্কো ও ক্রোয়েশিয়া
২৩ নভেম্বর : জার্মানি ও জাপান
২৩ নভেম্বর : স্পেন ও কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড
২৩ নভেম্বর : বেলজিয়াম ও কানাডা
২৪ নভেম্বর : সুইজারল্যান্ড ও ক্যামেরুন
২৪ নভেম্বর : উরুগুয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়া
২৪ নভেম্বর : পর্তুগাল ও ঘানা
২৪ নভেম্বর : ব্রাজিল ও সার্বিয়া
২৫ নভেম্বর : ইরান ও ওয়েলস/ইউক্রেন/স্কটল্যান্ড
২৫ নভেম্বর : কাতার ও সেনেগাল
২৫ নভেম্বর : নেদারল্যান্ডস ও ইকুয়েডর
২৫ নভেম্বর : ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র
২৬ নভেম্বর : তিউনিসিয়া ও পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আরব আমিরাত
২৬ নভেম্বর : পোল্যান্ড ও সৌদি আরব
২৬ নভেম্বর : ফ্রান্স ও ডেনমার্ক
২৬ নভেম্বর : আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো
২৭ নভেম্বর : জাপান ও কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড
২৭ নভেম্বর : বেলজিয়াম ও মরক্কো
২৭ নভেম্বর : ক্রোয়েশিয়া ও কানাডা
২৭ নভেম্বর : স্পেন ও জার্মানি
২৮ নভেম্বর : ক্যামেরুন ও সার্বিয়া
২৮ নভেম্বর : দক্ষিণ কোরিয়া ও ঘানা
২৮ নভেম্বর : ব্রাজিল ও সুইজারল্যান্ড
২৮ নভেম্বর : পর্তুগাল ও উরুগুয়ে
২৯ নভেম্বর : ইকুয়েডর ও সেনেগাল
২৯ নভেম্বর : নেদারল্যান্ডস ও কাতার
২৯ নভেম্বর : ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র
২৯ নভেম্বর : ইংল্যান্ড ও ওয়েলস/ইউক্রেন/স্কটল্যান্ড
৩০ নভেম্বর : ডেনমার্ক ও পেরু/অস্ট্রেলিয়া/আরব আমিরাত
৩০ নভেম্বর : তিউনিশিয়া ও ফ্রান্স
৩০ নভেম্বর : পোল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা
৩০ নভেম্বর : সৌদি আরব ও মেক্সিকো
১ ডিসেম্বর : কানাডা ও মরক্কো
১ ডিসেম্বর : ক্রোয়েশিয়া ও বেলজিয়াম
১ ডিসেম্বর : জাপান ও স্পেন
১ ডিসেম্বর : জার্মানি ও কোস্টারিকা/নিউজিল্যান্ড
২ ডিসেম্বর : ঘানা ও উরুগুয়ে
২ ডিসেম্বর : দক্ষিণ কোরিয়া ও পর্তুগাল
২ ডিসেম্বর : সার্বিয়া ও সুইজারল্যান্ড
২ ডিসেম্বর : ক্যামেরুন ও ব্রাজিল

রিজার্ভ তেল ছাড়ার নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

রিজার্ভে থাকা তেল বাজারে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ব্যারেল করে ৬ মাসে মোট ১৮০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বাজারে ছাড়বে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালে যে স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ তৈরি করা হয়েছিল সেখান থেকেই এই তেলের যোগান দেয়া হবে।
প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘাষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্রে রিজার্ভ তৈরির পর এই প্রথম একসঙ্গে এতো তেল বাজারে ছাড়া হচ্ছে। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এতে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় জ্বালানি তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলে এ উর্ধ্বগতি একটি প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম রফতানিকারক দেশগুলোর সংস্থা (ওপেক) এবং রাশিয়াসহ তার মিত্রদের বৈঠক হয়। এতে তারা আস্তে আস্তে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হন। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং পশ্চিমা দেশগুলো ক্রমশ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোকে তেল উৎপাদন বৃদ্ধিতে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। তার প্রেক্ষিতেই উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে ওপেক জানিয়েছে, বর্তমানে তেলের বাজারে যে অস্থিরতা দেখে যাচ্ছে তা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরঞ্চ ভূ-রাজনৈতিক কারণেই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে।
এদিকে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি একটি জরুরী বৈঠক ডেকেছে। তবে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি বা জাপান যুক্তরাষ্ট্রের মতো নিজেদের তেলের রিজার্ভে হাত দেবে কিনা তা এখনো অস্পষ্ট। এ নিয়ে মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন বাইডেন। তিনি আশা করছেন, মিত্র দেশগুলো ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ছাড়তে রাজি হবে। ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান এবং মস্কোর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর এই মাসের শুরুতে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ১৩৯ ডলারে উঠে যায়। পরে জ্বালানির দাম কমে আসলেও এখনো ব্রেন্ট ক্রুডের দাম এক বছর আগের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি।
উল্লেখ্য, সত্তরের দশকের জ্বালানী সংকটের পর তেলের বিশাল এক রিজার্ভ তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র। এটি টেক্সাস ও লুইজিয়ানায় অবস্থিত। গত ২৫শে মার্চের হিসেবে সেখানে ৫৬৮ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রিজার্ভ করা আছে। ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ ৭০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ছিল সেখানে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সংকট দেখা দিলে এখান থেকে তেল সরবরাহ করে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক জ্বালানী সংস্থার হিসেবে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ১০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ব্যবহৃত হয়।
এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও কমতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

পাকিস্তান পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভা বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়ে ভোটাভুটি করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেছেন, বিরোধীদের আনা প্রস্তাবটি সংবিধান সম্মত নয়। ভোটাভুটি হলে ইমরান খান হেওে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। ইমরান খান অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
বিবিসির সংবাদদাতা সেকেন্দার কেরমানি বলেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সহায়তায় ইমরান খান ক্ষমতায় এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি সেই সম্পর্কেও অবনতি ঘটেছে বলে পর্যবেক্ষকরা বলছেন। তার রাজনৈতিক বিরোধীরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। তার জোট সরকারের বেশ কয়েকজন সহযোগী বিরোধীদের দলে যোগ দিয়েছে। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে হলে ইমরান খানকে অন্তত ১৭২ জন এমপির সমর্থন পেতে হবে। এরমধ্যে তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের আসন সংখ্যা ১৫৫, তার সাথে আরো আছে তার কোয়ালিশন অংশীদারদেও সমর্থন। পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ৩৪২টি। অন্যদিকে নওয়াজ শরিফের মুসলিম লিগ সহ পাকিস্তানের বিরোধীদলগুলোর মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ১৬৩। পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষেও স্পিকারকে অনাস্থা প্রস্তাব পাবার সাত দিনের মধ্যে ভোটাভুটি করতে হয়।

যেভাবে পাকিস্তানে এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্ভবত তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে মি. খানকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তানের বেশ কিছুবিরোধী দল।
গত ২৮ মার্চ পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন কওে বিরোধী দলের নেতারা। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকটা ঝড় বয়ে গেছে, যার ধারাবাহিকতায় ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফ পার্টি (পিটিআই)'র বেশ কয়েকজন সদস্য দল ত্যাগ করেন। ফলে বিরোধী শিবির বেশভারী হয়ে উঠেছে। ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের জনসমর্থন হারিয়েছে দেশের অভ্যন্তওে চড়া মূল্যস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়তে থাকার কারণে।

ইমরান খান কি পাকিস্তানকে বদলে দিতে পারবেন?

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আটলান্টিক কাউন্সিলের পাকিস্তান অংশের পরিচালক উজাইরইউনিস বলেন, 'উদাহরণ স্বরূপ, জানুয়ারী ২০২০ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ভারতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭%, সেখানে পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি হয়েছে ২৩%।' তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কের - অনেকেই মনে করেন যা ইমরান খানের রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনের মূলচাবিকাঠি, যদিও মি. খান ও সেনাবাহিনী দুইপক্ষই এই বিষয়টি অস্বীকার করেন।
অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন বর্তমান সংকটের শুরু অক্টোবরে, যখন মি. খান পাকিস্তানের প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'এর নতুন প্রধানের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষও করতে অস্বীকৃতি জানান। বিশ্লেষক আরিফা নূর মনে করেন, পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সব সময়ই ছিল। পাকিস্তানের অভ্যুদয় থেকে শুরু কওে প্রায় অর্ধেক সময় দেশটির সেনাবাহিনী সরাসরি দেশ শাসন করেছে। কিন্তু সম্প্রতি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল ফয়েজ হামিদেও অপসারণের বিষয়টি নিয়ে সরকারের সাথে সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক গবেষক আবদুল বাসিত মনে করেন, ইমরান খানের 'আত্মাভিমান' ও 'অনমনীয়তা' এই দ্বন্দ্বকে জনসম্মুখে নিয়ে এসেছে- যে বিষয় নিয়ে সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালেই আলোচনা চলতো। ইমরান খান সেনাবাহিনীর টেনে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করেছেন। পরবর্তীতে যখন থেকে তিনি সেনাবাহিনীর পছন্দের লোককেই নিয়োগ দেন, তখন থেকে তার পতনের শুরু হয়। তবে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও মি. খান দুই পক্ষই নিজেদেও মধ্যে সম্পর্কেও টানাপোড়নের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

ইতিহাসে তৃতীয়বার অনাস্থা ভোট

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর আগে দুইবার দায়িত্বরত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। তবে সেই দুইবারই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীরা- ১৯৮৯ সালে বেনজীর ভুট্টো এবং ২০০৬ সালে শওকত আজিজ দায়িত্বে থেকে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু পাকিস্তানের বর্তমান সংসদীয় সমীকরণ বলছে এই দফায় ইমরান খান বড় ধরণের পরাজয়ের সম্মুখীন হবেন- এমনকি তার নিজের দলের ভেতরের ভিন্নমতাবলম্বীরা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণনা করলেও। সরকারসুপ্রিম কোর্টের একটি রুলের জন্য আবেদন করেছে, যেটি বিদ্রোহবিরোধী আইনের অধীনে ভিন্নমতাবলম্বীদেও শুধু ভোট দেয়া থেকেই বিরত রাখবে না, তাদেও সংসদ থেকেও আজীবন নিষিদ্ধ করবে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রি পরিষদের সদস্যরা মিত্রদের সাথে বৈঠক করছেন, আরপ্রচার করছেন যে তারা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুক্রবার দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ শুভেচ্ছা জানান। খবর তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির।
এক বিবৃতিতে জো বাইডেন বলেন, ফার্স্ট লেডি জিল এবং আমি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি পবিত্র রমজানুল করিমের উষ্ণ শুভেচ্ছা এবং শুভ কামনা জানাই।
পবিত্র কোরআন থেকে আমরা সংযম ও সহমর্মিতার শিক্ষা নিয়ে নেবো। যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিক ও গোটা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়কে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
জো বাইডেন আরও বলেন, মুসলিম সম্প্রদায় নতুন প্রত্যাশায় শুরু করবেন সংযমের এ মাস। অনেকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য আরও সচেতন হবেন। একে অন্যের প্রতি সেবার ব্রত নিয়ে, তাদের বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। সবার সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও সুন্দর জীবন কামনা করবেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের উইঘুর, মিয়ানমারের রোহিঙ্গাসহ বিশ্বের সব মুসলিম সম্প্রদায়ের মানবাধিকার সংরক্ষণেরও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এমন রোজা আগে দেখেনি

(প্রথম পাতার পর)

বসতবাড়ি-পরিবারের নেই কোনো ঠিকঠিকানা, তার সঙ্গে আছে খাদ্যসংকটও! অথচ চাঁদ দেখা গেলেই শনিবার ঈদ। চলমান এ যুদ্ধ সংকটের সীমাবদ্ধতার মাঝেও আশাহত হননি নিয়ারা নিমাতোভা।
ক্রিমিয়ার মুসলিম সম্প্রদায় তাতার গোষ্ঠীর প্রধান। শরণার্থী পরিবারগুলো নিয়ে একসঙ্গে ইফতার তৈরি করবেন সবার জন্য। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে বলেন, 'নতুনভাবে গুছিয়ে আনতে হবে সব। আমরা সব কিছুর সঙ্গে নতুন করে মানিয়ে নিচ্ছি।'
রাশিয়ার অভিযানে বাস্তুচ্যুত হওয়া মুসলিম পরিবারগুলোর জন্য ইফতারের আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন এই মুসলিম নেতা। তিনি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা জাপোরিঝিয়া থেকে ফোনে আলজাজিরাকে বলেন, 'অনেক মুসলিম এরই মধ্যে ইউক্রেন ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে, যারা আছেন তাদেরও সাহায্য দরকার।' রুশ সেনা অভিযানের পাঁচ সপ্তাহে ইউক্রেনে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এক কোটির মতো মানুষ। যাদের মধ্যে ৪০ লাখের বেশি মানুষ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, আর বাকিরা দেশের মধ্যেই হয়েছেন বাস্তুহারা। ইউক্রেনের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ মানুষ মুসলিম। যুদ্ধের আগে ইউক্রেনে ২০ হাজারের বেশি তুরস্কের মানুষ অবস্থান করছিল।
এবারের রমজানটা ইউক্রেনের মুসলিমদের জন্য যেমন কঠিন, তেমন আবেগের। কারণ এবার তাদের দেশে মুহুর্মুহু বোমা পড়ছে। কারফিউ চলছে, চলাচলেও আছে নিষেধাজ্ঞা। যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়ায় অনেক মুসলিমই তাদের পরিবারের সঙ্গে ইফতারের মতো আয়োজনে অংশ নিতে পারবেন না। কেউ আছেন নিজের ঘর থেকে অনেক দূরে। নিমাতোভা বলেছেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে সর্বোচ্চ করতে প্রস্তুত আছি। আমরা আমাদের পরিবার, আত্মা, দেশ ও ইউক্রেনের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব।' ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া রুশ অধিকারে চলে যায় তখন নিজের এলাকা ছেড়ে নিমাতোভা জাপোরিঝিয়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলেন, 'যখন আমরা ক্রিমিয়ায় ছিলাম, কখনো ভাবিনি একদিন আমাদের এই এলাকা ছাড়তে হবে।'

'দেশমান্য' খেতাব পেলেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। গত শুক্রবার লন্ডনে লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে মাস হেলথ অ্যাওয়ারনেস সেন্টার আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে এ খেতাব দেওয়া হয়। এ সময় ডা. জাফরুল্লাহ বাংলাদেশে চলমান সংকট উত্তরণে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান। তিনি বলেন, হানাহানি আর দখলদারিত্ব কেউ চায় না। এই সরকার অন্যায় করে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাতে তাকে বিদায় করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তিনি বলেন, প্রবাসীদের কারণেই আমাদের অর্থনীতি, উন্নয়ন। আর সেই তাদের টাকা নিয়েই লুটপাট, সবকিছু হচ্ছে। তিনি দেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও গণতান্ত্রিক দুরবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
সংগঠনের চেয়ারম্যান কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেন এমবিই। অনুষ্ঠানে 'গণস্বাস্থ্য মডেলে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা: প্রবাসীদের ভূমিকা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনার হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট এনাম চৌধুরী।
সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক ও ভয়েস ফর গোবাল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক পরিচালক শামসুল আলম লিটন প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে 'দেশমান্য' খেতাবে ভূষিত করেন। এ সময় লিটন বলেন, দেশমান্য মানে হলো যাকে দেশের সব লোক মানে। একমাত্র তারাই ডা. জাফরুল্লাহকে মানে না, যারা সীমান্তের ওপারের প্রভুদের দাসত্ব করে।

পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানার আহ্বান

(প্রথম পাতার পর)

শনিবার (২ এপ্রিল) আল জাজিরার এক লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দৈনিক লে টেম্পসকে সাক্ষাৎকার দেন কার্লা দেল পন্তে। এ সময় তিনি পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানার আহ্বান জানান।
সাক্ষাৎকারে কার্লা দেল পন্তে বলেন, 'পুতিন একজন যুদ্ধাপরাধী। এর আগে গত ১৬ মার্চ পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সে সময় বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি মনে করি তিনি (ভ্লাদিমির পুতিন) একজন যুদ্ধাপরাধী।
বাইডেন পুতিনকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলে অভিহিত করার পর, ক্রেমলিন ত্বরিত এক প্রতিক্রিয়ায় একে 'অগ্রহণযোগ্য' এবং 'ক্ষমার অযোগ্য' বাগাড়ম্বর বলে আখ্যা দেয়।

যুক্তরাজ্যে করোনার নতুন ধরন 'এক্স-ই'

(প্রথম পাতার পর)

তুলনায় করোনার নতুন ধরন এক্স-ই অনেক বেশি সংক্রমক হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের স্ট্রেন বিএ.১ ও বিএ.২ এর মিউটেশনের ফলে এক্সই 'রিকম্বিন্যান্ট' ভ্যারিয়েন্টের সৃষ্টি হয়েছে।
রিকম্বিন্যান্ট মিউটেশন তখনই দেখা দেয় যখন একজন রোগী কোভিডের একাধিক ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হয়। নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের তুলনায় ১০ গুণ দ্রুত ছড়ায় বলেও সতর্ক করেছে ডাব্লিউএইচও।
গত ১৯ জানুয়ারি ব্রিটেনে প্রথম এই ভাইরাসটি চিহ্নিত হয় বলে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের গবেষকরা জানিয়েছেন। ২২ মার্চ পর্যন্ত ৬৩৭ জনের শরীরে 'এক্স-ই' ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে। তবে খুব দ্রুত সংক্রমিত করতে পারলেও এক্সই ভ্যারিয়েন্ট তেমন প্রাণঘাতি নয় বলেই গবেষকরা ধারণা করছেন। সূত্র: এনডিটিভি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট

রহমতের রমজান

(১২ পাতার পর)

নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজা ভঙ্গকারী কাজ থেকে বিরত থাকাকে।

সুতরাং রমজানের চাঁদ উদিত হলে প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ওপর পূর্ণ রমজানের রোজা রাখা ফরজ। আল্লাহ বলেন, 'হে ইমানদাররা তোমাদের ওপর (রমজানের) রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে করে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩)।

নবি কারিম (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানসহ সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানসহ সওয়াবের আশায় কিয়ামে রমজান অর্থাৎ তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় শবেকদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে তারও পূর্ববর্তী গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। (বুখারি শরিফ ১/২৫৫, মুসলিম শরিফ ১/২৫৯, মেশকাত শরিফ ১/১৭৩)।

রমজানের তাৎপর্য

হজরত সালমান ফার্সি (রা.) বর্ণনা করেন, শাবান মাসের শেষ দিনে নবি কারিম (সা.) মিম্বরে বসে বলেন, হে লোকজন! তোমাদের ওপর এক মহা ও বরকতময় মাস আগত প্রায়। এমন মাস, যার মধ্যে এমন একটি রাত (শবেকদর) আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম। (অর্থাৎ ওই এক রাতের ইবাদতের সওয়াব হাজার মাসের থেকে বেশি) আল্লাহতায়ালা এ মাসে দিনেরবেলা রোজা ফরজ করেছেন আর রাতে ইবাদতকে করেছেন নফল। এ মাসে যে ব্যক্তি নেক আমলের দ্বারা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জনের প্রত্যাশী হবে, তার অবস্থা এরূপ যে কেমন যেন সে অন্য মাসে ফরজ আদায় করেছে। অর্থাৎ নফলের সওয়াব ফরজের সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ মোবারক মাসে কোনো ফরজ আদায় করবে তার অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সাওয়াব হবে।

অর্থাৎ রমজানে এক ফরজের সাওয়াব সত্তর গুণ বেড়ে যায়। রমজান সবরের মাস, আর সবরের সাওয়াব ও বদলা হলো জান্নাত। এ মাস মানুষের সঙ্গে সদাচার ও কল্যাণকামিতার মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা মিলবে। সঙ্গে সঙ্গে রোজাদারের সওয়াব কম করা ছাড়াই ইফতার করানো ব্যক্তি রোজার অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সা.) আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের এ সামর্থ্য নেই যে, তারা অন্যকে ইফতার করাবে, আর এমন সওয়াব লাভ করবে।

এ প্রশ্ন শুনে নবি কারিম (সা.) এমন জওয়াব দিলেন যা শুনে তাদের হতাশা ও কষ্টগুলো আশা এবং আনন্দে পরিণত হলো। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহতায়ালা এসব পুরস্কার ওইসব ব্যক্তিদেরও দেবেন, যারা কোনো রোজাদারকে এক ঢোক দুধ, একটি খেজুর, এমনকি এক ঢোক পানি পান করাবে। তবে যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন আমার হাউজে কাওসার থেকে এমন পানি পান করাবেন যে তারপর চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের আগে তার আর পিপাসা লাগবে না। এরপর নবি কারিম (সা.) বলেন, রমজান এমন মাস, যার প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাত আর শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। যে ব্যক্তি এ মাসে তার গোলাম (কর্মচারী, চাকর, এক কথায় অধীনস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি) থেকে কাজের বোঝা বা দায়িত্ব হালকা করে দেবে আল্লাহতায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

হে লোকজন! এ মাসে চারটি জিনিসের ওপর খুব গুরুত্ব দাও এবং বেশি বেশি করে কর। ১. কালিমা তাইয়্যেবা-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ২. ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। ৩. জান্নাত চাওয়া। ৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা। (মেশকাত শরিফ : ১/১৭৪, বায়হাকি, শুয়াবুল ইমান ৩/৩০৫)।

ইতিহাসে রমজান

হজরত আদম (আ.) থেকে রাসূল (সা.) পর্যন্ত সব যুগের মানুষ, তথা সব নবির শরিয়তের রোজা পালনের বিধান ছিল তা কুরআনুল কারিম দ্বারা প্রমাণিত। আদম (আ.)-এর যুগে প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখার বিধান ছিল। হজরত দাউদ (আ.) একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন। হজরত মারইয়াম (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন মাজিদে আছে, 'আপনি বলুন, আমি আল্লাহর জন্য রোজা পালন করছি, আজ আমি কারও সঙ্গে কথা বলব না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত ২৬)।

তাফসিরে হাক্কানিতে তাওরাত তথা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ইহুদিদের ওপর সপ্তম মাসের ১০ তারিখে কাফফারার রোজা রাখা ওয়াজিব ছিল। প্রাচীন খ্রিষ্টানরাও সেই রোজা রাখত বলে প্রকাশ আছে। হজরত মুসা (আ.) তুর পর্বতে ৪০ দিন রোজা রেখেছেন। হজরত দানিয়াল (আ.) একাধারে তিন সপ্তাহ রোজা পালন করেছেন। বাইবেল থেকে প্রতীয়মান হয়, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এ ছাড়া আরও রোজা রাখত। বর্তমান যুগেও তাদের ধর্মপরায়ণ লোকেরা বছরের বিভিন্ন সময়ে রোজা পালন করে আসছে।

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে বলেন, হিজরি দ্বিতীয় সনে শাবান মাসে বদর যুদ্ধের আগে রমজানের রোজা ফরজ করা হয়।

ইতিকাফ

হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত শবেকদর। প্রত্যেক মুমিনের উচিত এ রাতে ইবাদত বন্দেগি করে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা শবেকদরের সন্ধানে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।

হজরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন-নবি কারিম (সা.) রমজান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন (বুখারি, মুসলিম)। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন-আল্লাহর রাসূল (সা.) রমজানের মধ্যের দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর এভাবে ইতিকাফ করছিলেন-যখন একুশের রাত এলো, যে রাতের সকালে তিনি তার ইতিকাফ থেকে বের হবেন, তখন তিনি বললেন, যারা আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে, তারা যেন শেষ দশকেও ইতিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এ রাত (শবেকদর) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ওই রাতের সকালে আমি কাদাপানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বিজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এ রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কপালে কাদাপানির চিহ্ন আমার এ দুচোখ দেখতে পায় [বুখারি শরিফ]। এ জন্য প্রত্যেক শবেকদর তালাশকারীর উচিত রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা।

ইতিকাফের পরিচয়

ইতিকাফ শব্দের অর্থ-অবস্থান করা, আটকে রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ বলা হয়-ইতিকাফের নিয়তে পুরুষের এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয় এবং কোনো মহিলার নিজ গৃহে নামাজের স্থানে অথবা ঘরের এক কোণে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে।

মহিলাদের ইতিকাফ

কোনো মহিলা ইতিকাফ করতে চাইলে সে বাড়ির কোনো একটি কামরায় ইতিকাফ করতে পারে। আর ওই কামরা তার জন্য মসজিদের মতো। অর্থাৎ ওই কামরা থেকে প্রয়োজন ছাড়া বের হতে পারবে না। যদি বের হয়, তাহলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে [আলমগিরী ১/২১১]।

রোজার পুরস্কার

মহানবি (সা.) বলেন, 'রোজার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই দেবেন এবং বিনা হিসাবে দেবেন।' [বুখারি শরিফ হাদিস ১৮৯৪]। আল্লাহতায়ালা রোজাদারকে কিয়ামতের দিন পানি পান করাবেন। [মুসনাদে বাজজার হাদিস : ১০৩৯]। 'রোজা হলো জান্নাত লাভের পথ'। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২৩৩২৪]।

'রোজা জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ'। [মুসনাদে আহমদ হাদিস, ১৪৬৬৯]। 'রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত। [বুখারি হাদিস-১৯০৪]। রোজাদারের দুটি আনন্দঘন মুহূর্ত। ১. ইফতারের সময় ২. যখন সে তার রবের সঙ্গে মিলিত হবে। [বুখারি হাদিস ১৯০৪]। এ ছাড়া আরও অনেক হাদিসে রোজার বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না

ভুল করে কোনো কিছু খেয়ে ফেললে রোজা ভঙ্গ হবে না [বুখারি শরিফ ১/২৫৯]। মশা-মাছি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত পেটের ভেতর ঢুকে গেলেও রোজা ভাঙবে না [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৬/৩৪৯]। অনিচ্ছাকৃত বমি হলে [এমনকি মুখ ভরে হলেও] রোজা ভাঙবে না। তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজেই ভেতরে চলে গেলেও রোজা ভাঙবে না [তিরমিজি ১/১৫৩]। রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে রোজা স্মরণ হওয়ামাত্র পানাহার ছেড়ে দিতে হবে [মুসলিম ১/২০২]। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে পেটের মধ্যে না গেলে রোজা ভাঙবে না [শামি ৩/৩৬৭]। কোনো খাদ্যদ্রব্য বুট বা ছোট ছোলার কম পরিমাণ যদি দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকে ও গলার ভেতর চলে যায়, তাহলে রোজা ভাঙবে না [হিন্দিয়া ১/২০২]। হ্যাঁ, দাঁত থেকে বের করে হাতে নিয়ে স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেললে রোজা নিশ্চিতভাবে ভেঙে যাবে [হিন্দিয়া ১/২০২]। অতিরিক্ত গরম বা পিপাসার কারণে যদি গোসলের মাধ্যমে শরীরকে ঠান্ডা করে তাহলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। কুলি করার পর পানির অবশিষ্ট আর্দ্রতা থুথুর সঙ্গে গিলে ফেললে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। ঘাম অথবা চোখের অশ্রুর দু-এক ফোঁটা যদি অনিচ্ছায় মুখে চলে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না [হিন্দিয়া ১/২০৩]। কানের ময়লা বাইর করার দ্বারাও রোজা ভাঙবে না [মারাকিল ফালাহ ৩৪২]। যদি পান খাওয়ার পর খুব ভালোভাবে কুলি করার পরও রোজা অবস্থায় থুথুর সঙ্গে লাল রং বের হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই [হিন্দিয়া ১/২০৩]। নাক এত জোরে সাফ করা, যার ফলে কফ গলার মধ্যে চলে যায়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই [দুররে মুখতার ৩/৩৭৩]। রোজা অবস্থায় আতর বা ফুলের ঘ্রাণ নিলেও কোনো সমস্যা নেই [মারাকিল ফালাহ, ৩৬১]। শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না, বরং তা বৈধ [মুসান্নাফে আব্দুর রাজজাক ৪/৩১৩]। রোজা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত মুখের মধ্যে ধুলাবালি ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না [দুররে মুখতার ৩/৩৬৬]। যদি রোজাদারের গোসল করার সময় অথবা বৃষ্টিতে ভেজার সময় কানের মধ্যে অনিচ্ছায় পানি চলে যায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে রোজা নষ্ট হবে না [ফাতহুল কাদির ২/৩৪৭]। সুস্থ অবস্থায় রোজার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন বা পাগল হয়ে যায়, তাহলে রোজা নষ্ট হবে না [সুনানে কুবরা বায়হাকি ৪/২৩৫]।

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয়

রোজা অবস্থায় অসুস্থতার কারণে ইনহেলার (Inhelar) ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভেঙে যায় [শামি ৩/৩৬৬]। রোজা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বমি করা বা মুখে বমি চলে আসার পর তা পরিমাণে অল্প হলেও ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে [মুসান্নাফে আব্দুর রাজজাক ৪/১৯৭]। যদি নাশিকা দিয়ে রক্ত বের হওয়ার পর মুখে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [তাতারখানিয়া ৩/৩৮৩]। রোজাদার যদি মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে আর এমতাবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় ও পানের কিছু অংশ পেটে চলে যায়, তাহলে তার রোজা হবে না। পরে কাজা করতে হবে। হ্যাঁ, কাফফারা দেওয়া লাগবে না [শামি ৩/৩৭৪]। কুলি করার সময় যদি অনিচ্ছাকৃত পানি গলা দিয়ে পেটে চলে যায় তাহলে রোজা কাজা করতে হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি রোজার কথা স্মরণই না থাকে, পানি মুখে নিয়ে খেয়ে ফেলে তাহলে রোজা ভাঙবে না [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৮]। নাক অথবা কানের মধ্যে তৈল দেওয়ার দ্বারা রোজা ভেঙে যাবে। তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না [হেদায়া ১/২২০]। যদি কোনো ব্যক্তি কারও ধমকের কারণে অথবা ভুল করে যেমন রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে অতঃপর রোজা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছা করে পানাহার করল, তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাজা করা জরুরি [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ৬/১৪৯]। পাথরের কণা, মাটি, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি মোটকথা যা সাধারণ আহারযোগ্য নয় বা কোনো উপকারে আসে না তা খেলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা করতে হবে [বাযযাযিয়া, ৪/৯৯]। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে যদি থুথুর সঙ্গে ভেতরে চলে যায়। আর রক্তের পরিমাণ যদি থুথুর সমান বা বেশি হয় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [বুখারি ১/২৬০]। বিড়ি সিগারেট, হুঁকা পান করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা করা জরুরি [শামি ৩/৩৬৬]।

কঠিন অসুস্থতার ফলে যদি কোনো মানুষ রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে। কাফফারা দেওয়া লাগবে না [তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৮৯]। যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত রোজা ভেঙে ফেলে অতঃপর খুব অসুস্থ হয়ে যায় অথবা কোনো নারীর প্রিয়ড হয়, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে। কাফফারা দেওয়া লাগবে না [হিন্দিয়া ১/২০৬]। রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে তার স্বামী জোর করে সহবাস করলে স্ত্রীকে শুধু কাজা আদায় করতে হবে। কাফফারা নয় [তাতারখানিয়া ৩/৩৯৪]।

যদি কোনো ব্যক্তি রোজা অবস্থায় সফর করে তার জন্য কোনো ওজর ছাড়া রোজা ভেঙে ফেলা অনুচিত। যদি ভেঙে ফেলে তাহলে শুধু কাজা জরুরি, কাফফারা নয় [আলমগিরি ১/২০৬]। যদি কোনো পুরুষের প্রশ্রাবের রাস্তায় কোনো ওষুধ দেওয়া হয় আর অন্ডকোষ পর্যন্ত পৌঁছে, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে অন্যথায় নয় [তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/১৮৩]। কোন নারীর লজ্জাস্থানে ওষুধ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই রোজা ভেঙে যাবে [বাহরুর রায়েক ২/৪৮৮]।

রোজার আধুনিক মাসআলা

চোখে ওষুধ, ড্রপ বা সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। [আবু দাউদ-১/৩৩২]। রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করে টেস্ট বা পরীক্ষা করালে রোজা ভঙ্গ হয় না। [আলমগিরি ১/১৯৯]। হৃৎপিন্ডের অসুস্থতার ফলে যে ওষুধ জিহ্বার নিচে রাখা হয় তার দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে তা বিগলিত হয়ে থুথুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গলা বা পেটের মধ্যে ঢুকে গেলে রোজা ভেঙে যাবে [শামি ৩/৩৬৭]। যদি রোজা অবস্থায় এমন ইঞ্জেকশন গ্রহণ করে যা পেটের মধ্যে অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে চলে যায়, তাহলে রোজা ভেঙে যাবে [জাওরাহিরুল ফিকহ ১/৩৭৯]।

শরীরে স্যালাইন লাগানোর দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া দেওয়া অনুচিত [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৯]। ডায়ালাইসিস করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না [তাতারখানিয়া ৩/৩৭৯]। রোজা অবস্থায় অক্সিজেন নেওয়ার দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না [আয়েনায়ে রমজান ৬৫]। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না [মারাকিল ফালাহ ৫৪৩, আয়েনায়ে রমজান ৭১]। যদি পেট পরীক্ষা বা টেস্টের জন্য পেটের মধ্যে নাক বা গলা দিয়ে কোনো নল প্রবেশ করানো হয় আর তার মধ্যে কোনো ওষুধ মিশ্রিত করা হয়, তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে [মুফতিরাতিস সিয়ামুল মুআ'সারাহ ৪৫-৫২]।

রোজা মাকরুহ হয়ে যায়

রোজা অবস্থায় মুখের মধ্যে থুথু জমা করা [হিন্দিয়া ১/১৯১]। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া বা চিবানো (শামি ৩/৩৯৫)। টুথপেস্ট অথবা কোনো মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা (শামি ৩/৩৯৫)। প্রত্যেক ভারী কাজ যার ফলে রোজা ভেঙে ফেলার উপক্রম হয় [দুররে মুখতার ৩/৪০০]। রোজা অবস্থায় গুনাহের কাজ করা [তিরমিজি ১/১৫০]। কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় অতিরঞ্জন করা [হিন্দিয়া ১/১৯৯]। সন্দেহযুক্ত সময়ে সেহরি করা [হিন্দিয়া ১/২০০]। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা রাখা [হিন্দিয়া ১/২০১]। রোজা অবস্থায় লিপস্টিক দেওয়া মাকরুহ। কেননা তা মুখের মধ্যে চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তবে মাথায় মেহেদি লাগানোতে কোনো সমস্যা নেই (তাতারখানিয়া ৩/৩৯৫)।

রোজা রেখে করোনার টিকা নিতে পারবেন

করোনাভাইরাসের টিকা মাংসপেশিতে গ্রহণ করা হয় এবং তা সরাসরি খাদ্যনালি ও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না, সেহেতু রমজান মাসে রোজাদার দিনের বেলায় শরীরে করোনাভাইরাসের টিকা গ্রহণ করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুতে বাংলাদেশ

(৫ পাতার পর)

তার বক্তব্যে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের প্রতি তার সরকারের বর্তমান প্রতিক্রিয়া ও অবস্থানকে 'চূড়ান্ত ভন্ডামি' বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, 'ইউক্রেনে আগ্রাসনের মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া শুরু হয়েছে, অথচ ইসরাইল ৭৪ বছর ধরে ফিলিস্তিনে নিপীড়ন চালিয়ে গেলেও তাকে কোনো ফল ভোগ করতে হয়নি। আপনারা সবচেয়ে কঠোর ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুতিনের মানবতাবিরোধী অপরাধগুলোর সমালোচনা করছেন। কিন্তু আপনারা ফিলিস্তিনে ইসরাইলের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে একই রকম কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন না' (৮ মার্চ ২০২২, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড)। কিন্তু যুদ্ধ এখন 'মুসলিম ভূমি' থেকে ইউরোপে এসে পড়ায় পশ্চিমারা তাদের দ্বারা আগ্রাসনকবলিত মুসলিম দেশগুলোর নির্যাতিত ও বাস্তুচ্যুত জনগণের করুণ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে কি! বিশেষত দখলদার ইসরাইলের হাতে প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হতে থাকা ফিলিস্তিনিদের কষ্ট তারা অনুভব করতে পারবে কি!

ইউক্রেন রুশ আগ্রাসনের শিকার হওয়ায় দেশটির প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বিশ্বজুড়ে সবার সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতি চাচ্ছেন। অথচ সেই তিনিই গত বছরের মে মাসে গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতি অন্ধ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। সেই হামলায় শিশুসহ কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। আহত হয় শতাধিক। গাজায় উপর্যুপরি বোমা বর্ষণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইসরাইল। তুরস্কের গণমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড এক তথ্যচিত্রে বলেছিল, 'ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংস হামলা করলেও এবং গাজায় বোমা হামলা চালিয়ে শিশুসহ নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালালেও জেলেনস্কি বলেন, ইসরাইলই একমাত্র ভিকটিম' (১৩ মে ২০২১)। জেলেনস্কি একজন ইহুদি এবং তার স্বজাতিপ্রীতি থেকে তিনি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে সবসময় সমর্থন দিয়ে এসেছেন; যে কারণে এখন তার দেশই যখন আগ্রাসনের কবলে, তখন ইসরাইলের প্রতি তার সমর্থন নিয়ে তাকে অনেকের বিদ্রূপ শুনতে হচ্ছে। যদিও ইসরাইল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে এবং কূটনৈতিক সহায়তা নিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হঠাৎ ইসরাইলের এমন প্রকাশ্য তৎপরতার কারণ হলো, সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতিকে কোণঠাসা করতে রাশিয়ার নিরাপত্তা সহায়তা ইসরাইলের জন্য খুব জরুরি। তাই রাশিয়ার ওপর পশ্চিমাদের অবরোধ আরোপে অংশ নিয়ে পুতিনকে চটাতে চায় না দেশটি। সে কারণে পরিস্থিতির চাপ ও পক্ষপাতিত্বের বাধ্যবাধকতা এড়াতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নেমেছে ইসরাইল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিশেষকরা বলেছেন, ফিলিস্তিনে অবৈধ সম্প্রসারণ বাড়াতে এবং ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ইহুদি শরণার্থী নিতে চায় ইসরাইল। ইতোমধ্যে এক শ' ইউক্রেনীয় ইহুদি শরণার্থী ইসরাইলে পৌঁছেছে। আরো প্রায় ১০ হাজার আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছাবে (৪ মার্চ ২০২২, আলজাজিরা)। এ ছাড়া জেলেনস্কি ইসরাইলের মধ্যস্থতায় পুতিনের সাথে সমঝোতায় আগ্রহী বলে সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে। তবে সেটি কতটা ফলপ্রসূ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

একজন পশ্চিমা সাংবাদিক ইরাক-আফগানিস্তানের চেয়ে ইউক্রেনকে 'সভ্য' ও 'ইউরোপিয়ান' দেশ বলে অভিহিত করে বলেছেন, সে কারণে ইউক্রেনে এমন আগ্রাসন প্রত্যাশিত নয়। তার এ বক্তব্য শুধু বর্ণবাদী নয়, অজ্ঞতাপ্রসূতও। কারণ ঐতিহাসিকভাবে মেসোপটেমিয়া তথা আজকের ইরাককে বলা হয় 'সভ্যতার উৎসমূল' (ঃযব পৎধফষব ড়ভ পরারষরুধঃরড়হ) এবং আফগানিস্তানকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কয়েকটি নিরবচ্ছিন্ন বসবাসের স্থানগুলোর একটি বলে মনে করেন ঐতিহাসিকরা। তীব্র সমালোচনার মুখে ওই সাংবাদিক পরে তার বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তবে এটি সত্য যে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়ে অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের এ ধরনের বর্ণবাদী ও শ্রেষ্ঠত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিও কম দায়ী নয়। এ ছাড়া ইউক্রেনের প্রতিরোধযোদ্ধাদের বীর হিসেবে তুলে ধরা হলেও আগ্রাসনকবলিত মুসলিম ভূমির প্রতিরোধযোদ্ধাদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবেই দেখানো হয় পশ্চিমা মিডিয়ায়। যাই হোক, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের দ্বিচারিতা নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। সেটির সমালোচনার পাশাপাশি আমাদেরকে নৈতিকভাবে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নিতে হবে। যেমনটি ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চকিত।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


একজন
ভ্যাকসিন
হিরো হন।
টিকা নিন!
হিরোরা রক্ষাকারী। টিকাকরণ COVID-19 থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং জীবন বাঁচানোর সর্বোত্তম উপায়।
COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, nyc.gov/covidvaccine-এ যান অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।
NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY
NYC Health

চিত্রে নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, নিউ আমেরিকান ইয়্যুথ ফোরাম ও নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরাম নিউইয়র্ক'র বার্ষিক ডিনার-২০২২

ছবি: নিহার সিদ্দিকী



























২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন পরীমনি



বিনোদন ডেস্ক: পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকার পর বৃহস্পতিবার (৩১ মার্চ) বিকেলে বাসায় ফিরেছেন নায়িকা পরীমনি। খবরটি নিশ্চিত করেছেন তিনি নিজেই। পরীমনি বলেন, বাসায় ফিরেছি। তবে শরীর এখনো পুরোপুরি সুস্থ না। বিশ্রাম নিচ্ছি। আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো। হাসপাতাল থেকে ফিরলেও শরীর পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। পরী আরও জানান, তার শরীরে হিমোগ্লোবিন ও ভিটামিন ডি কমে গিয়েছিল। তা ছাড়া আগে থেকে আমার শরীরে লো প্রেশার।

বাসায় ফিরেছি কিন্তু শরীর কিছুটা দুর্বল আছে এখনো। পরী বলেন, ঠিকঠাকমতো ওষুধ খেতে বলেছেন ডাক্তার। কিন্তু সমস্যা হলো, ওষুধ খেলেই বমি হচ্ছে। আর সে কারণে শরীরটা দুর্বল। অনাগত সন্তানের বয়স ১৮ সপ্তাহ পার হয়েছে। প্রায়ই বমি হওয়ার কারণে বেশ কিছুদিন থেকে শরীরটা দুর্বল ছিল পরীমনির। গত রোববার সকালে বাসায় মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে।

বিমান বিতর্কে নতুন মোড়



বিনোদন ডেস্ক: গত সোমবার থেকে শিরোনামে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কারণ, বিমান না ধরতে পারা। টলি নায়িকা ফেসবুকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, মিনিট খানেক দেরি করে আসায় তার বোর্ডিং গেট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাকে বিমানে উঠতে দেয়া হয়নি। তার কথায়, ৪০ মিনিট ধরে বচসা, কান্নাকাটি করার পরও কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাকে ছাড়াই উড়ে যায় আহমেদাবাদের বিমান। সেখানে শুটিং ছিল তার। বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় তাকে। তিনদিন পর বৃহস্পতিবার (৩১ মার্চ) সেই বিবাদের অবসান হলো। নির্দিষ্ট সেই বিমান সংস্থার তরফে টুইট করে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে, আপনার অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী আমরা। অনেকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনোভাবে সফল হইনি। আপনার সুবিধামতো একটা সময় বলুন, আপনাকে আমরা যোগাযোগ করে কথা বলে নেবো। ঋতুপর্ণা সোমবার তার পোস্টে ঘটনার বর্ণনা করে লেখেন, সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর উপদেশ দেন বিমান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখানে ছোট্ট একটি গন্ডগোল রয়েছে। আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শিল্পী হিসেবে স্বল্প পরিচিত, বিমান ধরতে গিয়েছিলাম নির্ধারিত সময়ে। ৪টা ৫৫ মিনিটে বোর্ড করতে বলা হয়েছিল। তার লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি গেটে পৌঁছন ৫টা ১০ মিনিটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানানো হয়, বোর্ডিং গেট অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে! এবং তাকে দেখতে না পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নাকি তার নাম ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। ফোনেও যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু নায়িকার দাবি, তার কাছে কোনো ফোন আসেনি। এদিকে, সঠিক সময়ে শুটিংয়ে না গেলে প্রযোজকের সমস্যা হবে। তাই সেই সময় তিনি ক্রমাগত বিমানবন্দরের কর্মীদের তাকে বিমানে উঠতে দেয়ার অনুরোধ জানান। টানা ৪০ মিনিট তার সঙ্গে কথা হয় কর্মীদের। কিন্তু নায়িকার দাবি, তার সমস্যা কেউ বুঝতেই চাননি! বৃহস্পতিবার আবার পোস্ট করেন ঋতুপর্ণা। যেখানে বিমান সংস্থার সেই টুইটটির ছবি তুলে লেখেন, ক্ষমা চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বিমান ছাড়ার ২৫ মিনিট হওয়ার আগেই বোর্ডিং গেট বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়। তাতে যাত্রীদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে হয় সংস্থাকেও। বিমানে উঠতে দেয়া হয়নি বলে আমাকে আরও দু'টি বিমান ধরে কাজে পৌঁছতে হয়। তার মধ্যে একটি কাজে উপস্থিত থাকতে পারিনি আমি। আশা করি, এমন ঘটনা বারবার হবে না।

অভিষেক পত্নীর আবেদন



বিনোদন ডেস্ক: অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তার পরিবার অর্থকষ্টে ভুগছে, এরকম একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ইন্ডাস্ট্রির বড় অভিনেতারা নাকি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই গুজবের বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার হলেন অভিষেক জায়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের কোনো আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। ওর কোনো প্রাক্তন সহকর্মী সেই সাহায্যের প্রস্তাব নিয়েও আসেননি। এর সবটাই মিথ্যা খবর। এই ধরনের খবরে ওর আত্মা কষ্ট পাবে। দয়া করে ওকে যেন আমরা নীতিবোধে অবিচল, নিষ্পাপ চরিত্রের মানুষ হিসেবেই মনে রাখি।

উর্ফির কান্ডে হতবাক নেটদুনিয়া



বিনোদন ডেস্ক: শুধুমাত্র পোশাকের জন্য যে কেউ আলোচিত হয়ে উঠতে পারেন তা প্রমাণ করে দিলেন উর্ফি জাভেদ। প্রতিদিনই পোশাকের কারণে বিতর্কের মুখে পড়েন উর্ফি। খোলামেলা পোশাকে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু এবার সেই সবকিছুকে টপকে গেলেন তিনি। কিছুদিন আগেই খোলামেলা পোশাকে হাজির হয়েছিলেন একটি ইভেন্টে। সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকজন ফটোগ্রাফার। কিন্তু সেই শপিং মলের গেটে তাকে দাঁড়াতেই দিচ্ছিলেন না গার্ড। সেই নিয়ে শুরু হয় বচসাও। এর আগেও মুম্বইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় খোলামেলা পোশাকে দেখা গেছে উর্ফিকে।

তার জন্য বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। সম্প্রতি নিজের ছবি দিয়েই পোশাক বানিয়েছিলেন উর্ফি। সেই পোশাক নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে নেটদুনিয়ায়। তবে এবার তিনি যা করলেন তাতে হতবাক নেটিজেনরা। কেউ লিখেছেন উর্ফির মেন্টাল সাপোর্ট দরকার, কারোর মতে পাগলের মতো ফ্যাশন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা অন করেই জামা অদল বদল করছেন উর্ফি। এটাই তার কাছে ফ্যাশন। ক্যাপশনে লেখেন, যেসব আন্টিরা ইনস্টাগ্রামে আমার ফ্যাশনের টেস্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের জন্য। এটা তোমাদের জন্য টেস্টফুল তো?



তাদের নিয়ে মন্তব্য করার সময় আসেনি -শাহনাজ খুশি

বিনোদন ডেস্ক: প্রতিনিয়ত তার ভিন্ন মাত্রার অভিনয় টিভি দর্শকদের মাঝে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন শাহনাজ খুশি। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নাটক থেকে দর্শকদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পান? এ প্রসঙ্গে শাহনাজ খুশি বলেন, দারুণ সাড়া পাই। তাদের কাছ থেকে কোনো পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে খুব প্রশংসা করেন। আমার যেটুকু জনপ্রিয়তা দর্শকদের ভালবাসার কারণেই। আর আমার সব কিছুর পেছনে রয়েছে আমার পরিবারের সহযোগিতা ও উৎসাহ। আমার জীবনসঙ্গী ও নাট্যকার বৃন্দাবন দাস ও আমার দুই সন্তান দিব্য ও সৌম্য। যখন বাসায় থাকি তখনও শিল্পের সঙ্গে আমার বসবাস।

যখন শুটিংয়ে থাকি সেখানেও শিল্পের সঙ্গে সময় কেটে যায় আমার। মেধা-মনন আর বেঁচে থাকার প্রেরণা এ সবকিছুর মূলে রয়েছে অভিনয়।

এখনকার ব্যস্ততা কি নিয়ে আপনার? খুশি বলেন, সত্যি বলতে এখন তো ঈদের নাটকের মৌসুম। আগামী মাসের ৫ তারিখ থেকে বৃন্দাবন দাসের রচনায় ও নির্মাতা সকাল আহমেদের নতুন নাটক 'করিম এন্ড সন্স'র শুটিংয়ে অংশ নিব। নির্মাতা সালাউদ্দিন লাভলুর নির্দেশনা ও বৃন্দাবন দাসের রচনায় নতুন ধারাবাহিক 'সন্ডাপান্ডা' তে অভিনয় করছি। আশা রাখি দর্শক উপভোগ করবেন। এর বাইরে নির্মাতা নাহিদ রিয়াজ রিপনের ধারাবাহিক 'পাল্টা হওয়া'য় কাজ করেছি। ঈদের জন্য নির্মিত 'হারাধনের একটি বাগান' এবং নিয়াজ মাহবুবের নির্দেশনা ও বৃন্দাবন দাসের রচনায় ৭ পর্বের ধারাবাহিক 'পিকচার ম্যান' এ অভিনয় করেছি। ৭ পর্বের দুটি খণ্ড নাটকের কাজ শুরু করব সামনে। নাটকের নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। অনেকে ওয়েব মাধ্যমে কাজ করছেন। এই জায়গায় আপনার উপস্থিতি নেই কেন? শাহনাজ খুশির উত্তর- প্রথমত ওয়েব মাধ্যমের কনটেন্টগুলো যা নির্মিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটি পুরুষকেন্দ্রিক। মানে পুরুষ অভিনেতা কে প্রাধান্য দিয়েই গল্প আবর্তিত হয়। ওয়েবে নারী শিল্পীদের প্রাধান্য খুবই কম।

অবশ্য আমার কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব আসেনি। আর যা এসেছে সেগুলো আমার অভিনয়ের জায়গা তেমন ছিল না। ভবিষ্যতে যদি ওয়েব মাধ্যমে কাজের প্রস্তাব আসে আর আমার অভিনয়ে নতুন কিছু করার জায়গা থাকে আমাকে দর্শকরা অবশ্যই দেখতে পাবেন। একজন দর্শক হিসেবে আপনার স্বামী নাট্যকার বৃন্দাবন দাসের কাজ কেমন লাগে? আর অভিনেতা হিসেবে আপনার দুই ছেলে কেমন করছে বলে মনে হয়? এ অভিনেত্রী বলেন, এই সময়ে যে কজন নাট্যকার রয়েছেন তাদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস উল্লেখযোগ্য। তার নাটক দর্শকরা দারুন উপভোগ করেন। আর দিব্য ও সৌম্য মাত্র অভিনয় শুরু করেছে। তাদের নিয়ে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি। অনেক সাধনা করতে হবে। মা হিসেবে আমার আশীর্বাদ সব সময় থাকবে।

COMMUNITY IFTAR

Topic: Massage of Ramadan

Respected Brother/Sister

Assalamualaikum Warahmatullah.
AMC Cordially invites you to join Iftar Party on **10th of April, 2022, Sunday at 6:30PM**. Your presence with friends and family will be a great honor for us. May Allah Honor you.

Sincerely,
Ataur Rahman
Imam, AMC

Mohammed Faisal Nowaz
Director, AMC

Place : **American Muslim Center (AMC)**
89-14 150 Street, C1, Jamaica, NY 11435
Date : **Sunday, April 10, 2022, 6:30 PM**

RAMADAN ACTIVITIES

Jumma: 1PM & 2 PM
Tarabih: Followed by Isha
Lailatul Qadr: 26 Ramadan
Khatmul Quran:
28 Ramadan (29 Tarabih)

রামাদানুল মুবারাক
RAMADAN CALENDAR 2022

RAMADAN	DATE	DAYS	STOP EATING	FAZR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA
DAYS OF MERCY									
1	April 2	Sat	5:16	5:21	6:38	1:00	5:30	7:22	8:39
2	April 3	Sun	5:14	5:19	6:36	12:59	5:31	7:23	8:40
3	April 4	Mon	5:12	5:17	6:35	12:59	5:31	7:24	8:42
4	April 5	Tue	5:10	5:15	6:33	12:59	5:32	7:25	8:43
5	April 6	Wed	5:09	5:14	6:31	12:58	5:33	7:26	8:44
6	April 7	Thu	5:07	5:12	6:30	12:58	5:33	7:27	8:45
7	April 8	Fri	5:05	5:10	6:28	12:58	5:34	7:28	8:47
8	April 9	Sat	5:03	5:08	6:27	12:58	5:35	7:29	8:48
9	April 10	Sun	5:01	5:06	6:25	12:57	5:35	7:30	8:49
10	April 11	Mon	4:59	5:04	6:23	12:57	5:36	7:31	8:50
DAYS OF FORGIVENESS									
11	April 12	Tue	4:58	5:03	6:22	12:57	5:37	7:32	8:52
12	April 13	Wed	4:56	5:01	6:20	12:56	5:37	7:33	8:53
13	April 14	Thu	4:54	4:59	6:19	12:56	5:38	7:34	8:54
14	April 15	Fri	4:52	4:57	6:17	12:56	5:39	7:35	8:56
15	April 16	Sat	4:50	4:55	6:16	12:56	5:39	7:37	8:57
16	April 17	Sun	4:49	4:54	6:14	12:56	5:40	7:38	8:58
17	April 18	Mon	4:47	4:52	6:13	12:55	5:41	7:39	9:00
18	April 19	Tue	4:45	4:50	6:11	12:55	5:41	7:40	9:01
19	April 20	Wed	4:43	4:48	6:10	12:55	5:42	7:41	9:02
20	April 21	Thu	4:42	4:47	6:08	12:55	5:43	7:42	9:04
DAYS OF EMANCIPATION									
21	April 22	Fri	4:40	4:45	6:07	12:54	5:43	7:43	9:05
22	April 23	Sat	4:38	4:43	6:05	12:54	5:44	7:44	9:06
23	April 24	Sun	4:36	4:41	6:04	12:54	5:44	7:45	9:08
24	April 25	Mon	4:35	4:40	6:03	12:54	5:45	7:46	9:09
25	April 26	Tue	4:33	4:38	6:01	12:54	5:46	7:47	9:11
26	April 27	Wed	4:31	4:36	6:00	12:54	5:46	7:48	9:12
27	April 28	Thu	4:29	4:34	5:58	12:53	5:47	7:49	9:13
28	April 29	Fri	4:28	4:33	5:57	12:53	5:47	7:50	9:15
29	April 30	Sat	4:26	4:31	5:56	12:53	5:48	7:51	9:16
30	May 1	Sun	4:24	4:29	5:55	12:53	5:49	7:52	9:18

EID JAMAT

1st Jamat : 6:30AM (Masjid)
2nd Jamat: 8:00AM (Park)
3rd Jamat : 10:00AM (Park)

MOTIN
An Icon of Growth & Development
153-33 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-297-7779

QUEENS COMMUNITY EXPRESS PHARMACY
OPEN 7 DAYS A WEEK
168-12, Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-9096

GLOBAL UNITED PHARMACY
179-42, Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0271, 718-206-4190

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
Agra Palace
Iffat Sadique, MD
Medical Director
Family Medicine/Women's Health
PRIME CARE MEDICAL
Total Healthcare for the Entire Family
168-06, Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-739-7400 Fax: 718-739-7415

STAR PERFUME CORPORATION
1237 Bedford Avenue, Brooklyn, NY 11216, Toll Free: 877.398.STAR
718-622-1943

KEY STAR AUTO LLC
AUTO REPAIR | AUTO BODY
FOREIGN & DOMESTIC
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435
Tel: 718--739-4030
Fax: 718-739-0357

NAZMUL H. KHAN
MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
HIGHLAND MEDICAL CARE, PLLC
87-30, 167th St, Jamaica, NY 11423
Phone: 718-262-8991 | Fax: 718-262-8992
Office Hours:
Mon, Wed, Thu, Fri: 10am-8pm
Tue: 4pm-9pm / Sat: 9am-5pm

Sagar
RESTAURANT
718-298-5696
718-657-2855
www.sagarfood.com
168-25B Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

PAAK FUNERAL HOME
www.paakfuneral.com
Funeral Rites in Accordance with the Sunnah
Caring & Courteous Staff
Reasonable Funeral Cost
Prompt Service
Pre-Need Account
Sponsor-A-Funeral
New York: 58-34 Catalpa Ave # A, Ridgewood, NY 11385, 718-418-7225
New Jersey: 341 Washington Road, Saryreville, NJ 08872, 732-387-5155

AL-MA'MOOR PHARMACY
Muhammad Abu Bakr Iqbal
Registered Pharmacist
169-18 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-374-3406 | Fax: 718-374-3421
AlMamoorPharmacy@yahoo.com

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
Mahfuzul Haque
President & CEO
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-6654 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

AMC ACTIVITIES

- Islamic Research & Dawah
- Weekly Message by AMC All Media
- Education, Training & Counseling
- Islamic School (Tahera Al-Quran Academy)
- Hajj & Umrah Services
- Humanitarian Services
- Muslim Marriage Registration

কাজী অফিস
(NYC Registered)
HAFEZ RAFIQUL ISLAM
Imam, Haji Camp Masjid
89-14, 150 St, C1, Jamaica, NY 11432
347-575-1110

Make your contribution through online:
Zelle amcusa150@gmail.com
Pay Pal paypal.me/AMERICANMUSLIMCENTER
Check Payable to:
American Muslim Center (Send to 89-14 150 St, Jamaica, NY 11435)

Please Sponsor a student (Tution Fee) and Jakat, Fitra, Sadaqah & Da'wa Book

GREEN MOUNTAIN NORTH FARM
গ্রীন মাউন্টেন নর্থ ফার্ম
মুসলিম মালিকানাধীন সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে উৎপাদিত গরু, ছাগল ভেড়া জবাই করে যত্ন সহকারে ডেলিভারীর ব্যবস্থা করা হয়।
মুজাহিদ 212-470-7959
E-mail: mujahid718@gmail.com
10251 Route 32, Greenville, NY 12083

ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO MOON SIGHTING.

Design & Print: Al-Print & Computer Center | www.alprintnyc.com

American Muslim Center
TAHERA AL-QURAN ACADEMY
89-14, 150 St, Jamaica, NY 11435 929-361-0609, 347-575-1110, 718-864-7729
amcusa150@gmail.com www.amcdawa.org facebook.com/americanmuslimcenterofficial



পাতাঝরা দিন শেষে

নাসির আহমেদ

বিবর্ণ ধূসর আর হলুদ পাতার দিন শেষে
এসেছে কুয়াশাহীন
উজ্জ্বল উচ্ছল সবুজের পত্র নিয়ে বসন্তের দিন
এলো সোনালি রৌদ্রের বাংলার প্রকৃতি সে-ও
অকস্মাৎ হেসে উঠলো পুষ্প ভালোবেসে ।

তোমাকে পাঠাচ্ছি এই সোনালি সকালে সুপ্রভাত,
পাঠাচ্ছি রোদের রঙে লেখা উচ্ছসিত ভালোবাসা
কোকিলের কুহু আর পলাশ-শিমুলরাঙা হার্দিক পিপাসা ।
পাঠাবো দিনের শেষে সৌরভে মাতাল জ্যোৎস্নারাত ।

আমাদের দেখা হবে বিস্তীর্ণ সবুজ রেস্তোরাঁয়
আমাদের কথা হবে আরণ্যক পাখি- পরিবেশে
আমরা হারিয়ে যাবো দীর্ঘ চুম্বনের স্বপ্ন-দেশে
কথা হবে চোখে চোখে ওষ্ঠ ও অধরে ইশারায় ।

আমরা বসন্ত দিন একুশে ও রক্তিম ফাল্গুন
আমাদের এই প্রেম সভ্যতা এগিয়ে নেয়া শাশ্বত আগুন ।

জাহান্নামের তস্করী

আশরাফ হাসান

জাহান্নামের লেবাস পরিয়ে দিয়েছে কারা
পুড়ছে আত্মা আগুনের জ্বালানির মতো দেহ
পুড়ছে ঘরদোর খাবার-পানীয় মৃন্ময়ী-মন
বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধের মতো পুড়ছে কথা কবিতা
জ্বলন্ত জবান থেকে বেরিয়ে আসছে বেয়াদব চোখ
স্পর্ধার ক্লেদাক্ত হাত
অগ্নুৎপাতের হলকার ন্যায় নীলশিখা বিদ্বেষ
জিঘাংসার শব্দতরঙ্গে ভাঙ্গছে কাঁচের স্বপ্ন রক্ষিত রিরংসা
জাহান্নামের তস্করী কিংবা কারারক্ষীর মতো কার নগ্নবিদ্রুপ

আদেশাঙ্গার চাতুরি ঝুলিয়ে
কারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে একমুঠো জোসনার মতো স্বস্তি
প্রশান্তির সাইনবোর্ড লাগিয়ে রোপণ করছে বিষাদিনী ক্যাকটাস
নর্তকীর পায়ের আঘাতে ভেঙ্গে যাচ্ছে রাত্রির সম্ভ্রম
টর্চার সেলের রক্ষিতার ন্যায় কার ঠোঁট বেয়ে নামছে বিষাক্ত স্বেদ
ত্রস্ত হরিণের ঊর্ধ্বশ্বাস নিয়ে পালাচ্ছে ভালোবাসা একখন্ড ভূস্বর্গ
আহত সারসের ডানায় লেপ্টে দিচ্ছে অপবাদের কাদা ।

আমি স্পষ্টই দেখছি জাহান্নামের পোষাক
আগুনের চাবুকের মতো জুতো
পুষ্পমাল্যের পরিবর্তে আবক্ষ শোভিত ধিকিধিকি ভিসুভিয়াস
আমার পায়ের নিচে পড়ে আছে খন্ড-বিখন্ড চাঁদ ও আকাশ ।

মৃত্যু

তমিজ উদ্ দীন লোদী

অনিশ্চয়তার বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তাই কাজ দেয় না । যেমন মৃত্যু । ঘাড়ের কাছাকাছি নিয়ত নৃত্যপরবশ এক নর্তকী যেন । ঘড়ির কাঁটার দিকে যার চোখ ।

প্রসন্নতার ওপর দৌড়চ্ছে অপ্রসন্নতার ছায়া । একটি গাঢ় কালো বিড়াল দৌড়চ্ছে যেন দেয়ালে দেয়ালে । যেন মৌন মিছিল যাচ্ছে একের পর এক । ঠোঁটে আঙ্গুল রাখা দিন । এমনকি ফিসফাসটুকুও বন্ধ হয়ে আছে ।

একটি অদৃশ্য প্যারাবোলা কি রম্বস আঁকছে অদৃশ্য আঙুলে কেউ । কিংবা একটি মাকড়শা চোখ টেরে কুতকুতে তাকিয়ে আছে । যেনবা সারসার বাদুড় ঝুলে আছে পৌরাণিক গুহার আঁধারে ।

এমত রহস্যের ভেতর দিয়ে হাঁটছে সে খুব কাছাকাছি, নিকটবর্তী বিড়ালের মতো ওঁৎ পেতে ।

পৃথিবীর বদলে যাওয়া

হাবিব ফয়েজি

ইদানীং প্রায়ই মনে হয় জীবগুলো জড় হয়ে গেছে আর
জড়গুলো হয়ে গেছে জীব!

মানুষগুলো আর মানবিক নেই! হয়ে গেছে যান্ত্রিক
তারা এখন খুব একটা কাঁদে না কিংবা
অন্যের কান্নাও তাদেরকে স্পর্শ করে না
মানুষের শারীরিক দুর্বলতা নিয়েও তারা ঠাট্টা করে

পৃথিবীর সভ্যতা এখন বড়ো বেশি যন্ত্র নির্ভর

এখন কেউ দ্রুতপঠন আর সুন্দর হস্তলিপির জন্য পুরস্কৃত হয় না
লাইব্রেরীর আর্তনাদ এখন আর কেউ শুনে না
আলমিরাবন্দি বইগুলো খুব নীরবে কাঁদে
অথচ একটা সময় ছিলো আমরা পাঠাগার থেকে
সপ্তাহিক দুই টাকায় ভাড়া নিয়ে বই পড়তাম

দেখতে দেখতে চোখের সামনেই পৃথিবীটা বদলে গেল
বড়ো অদ্ভুতভাবে বদলে গেল সবকিছু ।

অস্তিত্বের দায়

কাজী আতীক

চোখই বিপত্তি, যদি চোখের ইশারা কারো চোখে বিঁধেছিলো,
যেমন হেলেনই কারণ, প্যারিস মেনেলাউস যুদ্ধে ধ্বংসট্রয়ের ।

চোখের ইশারা চোখে ঠিকই বিঁধে যায়
সূর্যরশ্মি যেমন মেঘের ফাঁক ফোঁকর গলেই আলো ছড়ায়
কিংবা ঈগলের চোখ যেমন জলে ও জঙ্গলে
অভীষ্ট লক্ষ তারা ঠিকই খুঁজে পায়,

মানুষের দৃষ্টি সীমায়িত ভীষণ, প্রখর নয় তেমন,
দেখেও না দেখার কপটতায় তবু উপেক্ষা বিবৃত হয় ।

যদিও নিছক দেখতে না পাওয়া উপেক্ষা নয় কিছুতেই
তেমনি এক অদেখা ভুলে আমি দেখিনি হাতছানি তাঁর,
যেমন মেঘের আড়ালে যদি চাঁদ- দেখে না কেউ,
আমিও দেখিনি মেঘের ওপারে জ্যোৎস্নার কোলাহল ।

দেখা না দেখায় বদলে যায় সব জাগতিক অনুভব,
হয়তো অস্তিত্বের দায় তাই এখনো আমার দৃশ্যমান অবয়ব ।

স্লিপ ওয়াকিং

রেজা শামীম

রবিবার খুব ভোরে কেউ একজন
সদর দরজায় কড়া নাড়ে, থেমে থেমে
সংশয়ে, যেন তার সাড়া পাবার তাড়া নাই
আমি ঘুমভাঙ্গা টলমল হেঁটে দরজা খুলি
দরজার বাইরে কেউ নেই ।

মা কি এসে খেতে ডেকে ডেকে ফিরে গ্যাছে!
আমার স্বাক্ষর কি চেয়েছিলো ফেড এক্স এর ডাকপিয়ন!
বন্ধু কোন? আমার হয়তো দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ার কথা ছিলো!
আমি বহুবার ঠিকানা বদল করেছি-
আমাকে তোমার খুঁজে পাওয়ার কথা নয় ।

হয়তো সারারাত বৃষ্টি ছিল
সেই জলে মুখ ধুয়ে নিয়েছে ঘুমভাঙ্গা শহর
মানুষ জাগেনি তখনও
হঠাত ফুটপাথ ধরে হেঁটে যায় মদ্যপ বুকোস্কি
বা হাতে বিয়ারের ক্যান, আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলছে সিগার ।
খালি পায়ে আমি তার পিছু নেই এক জাদুর সম্মোহনে
জানি তাঁর জিনসের প্যান্টের পকেটে রাখা আছে
রাত জেগে লেখা ঘোরলাগা এক কবিতা ।

কবিতাটা নিয়ে ফিরে আসি আমার পুরানো ঘুমে ।

অ্যাসাল ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের অভিষেকে সিনেটের চাক শুমার

অ্যাসাল সংগঠিত শক্তির প্রতীক





বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ার ৮ দেশীয় প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে গত ২৫ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত বর্ণাঢ্য এ অভিষেকে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস সিনেটের ম্যাজরিটি লিডার সিনেটর চাক শুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসাল'র প্রতিষ্ঠাতা এবং ন্যাশনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট, লেবার ইউনিয়ন লীডার মাফ মিসবাহ উদ্দীন। ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভিদা, অ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনাজ রেইজ ও নেতালিয়া ফ ্যারনেন্ড ্যাজ, কাউন্সিলওমেন আমান্ডা ফারিয়াজ পি-য়ারিনা স ্যানসেজ এবং মারজুরি ভেলাজকুজ।

অ্যাসাল ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ তাহমীদুল হকের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সেক্রেটারী ইব্রাহিম বারো ভূইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি ছাড়াও অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অ্যাসাল ন্যাশনাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক করীম চৌধুরী, উইমেন্স কমিটির চেয়ার শাহানা বেগম, আসন্ন নির্বাচনে নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ৪ থেকে ইউএস কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ও লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা. মুজিবুল হক, আলবেনি চ্যাপ্টারের সভাপতি প্রফেসর মিজানুর রহমান, ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এন মজুমদার, হাসান আলী, আব্দুস সহীদ, মো: খলিলুর রহমান, এ ইসলাম মামুন, পলিটিকেল ডিরেক্টর এম, ডি, আলাউদ্দিন, কর্মকর্তা সামাদ মিয়া জাকের, মাসুদ রহমান, বিলাল ইসলাম, আবু নোমান রহমান, বশির মিয়া, নূর ফয়সল, জোবায়দা রোজি, মো: নাসির মিয়া, ইউথ কমিটি ভাইস চেয়ার আরিফ রেজা, সিপিএ জাকির চৌধুরী প্রমুখ।

সিনেটর চাক শুমার অ্যাসাল'র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, অ্যাসাল সংগঠিত শক্তির প্রতীক। শক্তিশালী আমেরিকা বিনির্মাণে সংগঠনটি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আমেরিকান অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য অ্যাসাল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দক্ষিণ এশীয়রা আমেরিকান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং তাদের ছাড়া আমরা আজকের মতো বৈচিত্রময় হতে পারতাম না। তাদের প্রয়োজনে সম্ভাব্য সবকিছুই করব আমরা।

মাফ মিসবাহ উদ্দীন তার বক্তব্যে বলেন, আমেরিকায় দক্ষিণ এশীয়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নসহ কমিউনিটি এবং মূলধারার মধ্যে সেতুবন্ধনের পাশাপাশি আমেরিকার স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে অ্যাসাল। ভবিষ্যতের সকল নির্বাচনই ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাসাল ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে সে বিষয়ে বাস্তব ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশীসহ সাউথ এশিয়ানরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হন সে লক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে অ্যাসাল। এজন্য অ্যাসাল সদস্য ছাড়াও ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।







নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের রেজুলেশন গ্রহণ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে গত ২৮ মার্চ সোমবার এবার আন্তর্জাতিক আবহে উদযাপিত হয়েছে 'বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'। এর আগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের রেজুলেশনটি নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়। রেজুলেশনে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়।









সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ও স্টেট সিনেটে 'বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র ওপর পৃথকভাবে রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রঙ্কস) থেকে নির্বাচিত অ্যাসেম্বলীওমেন কারিনা রাইস ষ্টেট অ্যাসেম্বলী হাউজে এবং সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ৩২ (ব্রঙ্কস) থেকে নির্বাচিত সিনেটর লুইস সেপুলভেদা ষ্টেট সিনেটে এ সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করেন। ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ও সিনেট অধিবেশনে গৃহীত পৃথক রেজুলেশনে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। রেজুলেশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, দেশ স্বাধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার অবদান স্বীকার করে তাদেরও কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশীদের অবদানসহ তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের বেশ কিছু তথ্য। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২২ হাজার বাংলাদেশী রয়েছেন। এখানে বাংলাদেশীরা অনেক ভালো কাজ করছেন এবং নানাভাবে অবদান রাখছেন। আমেরিকার অর্থনীতি বিনির্মাণে তাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সফল কয়েকজনের বাংলাদেশীদের কথাও সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। এসময় উভয় কক্ষের জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযথ সম্মান নিবেদন করেন। স্টেট সিনেটর ও অ্যাসেম্বলীমেম্বারগণ এসময় তাদের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদানেরও উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

সূত্রমতে, এই গুরুত্বপূর্ণ অর্জনটির পিছনে সমন্বয়কের কাজ করেছে যুক্তরাষ্ট্র মুজিব শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ ও আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক নামে দু'টি সংগঠন।

অ্যাসেম্বলী ও সিনেটে রেজুলেশন দুটি পাস হওয়ার পর নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আয়োজনে সহ-য়তাকারী যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদ ও আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে প্রক্লেমেশন ও সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অ্যাসেম্বলী হাউজের অধিবেশনে প্রথমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী প্রস্তাবনাটি রেজুলেশন আকারে গৃহীত হয়। এদিন স্থানীয় সময় দুপুরে অ্যাসেম্বলী অধিবেশন শুরু হয়। এর পর অ্যাসেম্বলী হাউজে অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যারীনেস রেইস উত্থাপিত বিলটি পাঠ করে শুনানো হয়। রেজুলেশনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। বিলের সমর্থনে বেশ ক'জন অ্যাসেম্বলিম্যান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী রেজুলেশন গ্রহণকালে অ্যাসেম্বলীফ্লোরে বাংলাদেশী কমিউনিটির কয়েকজন











কমিউনিটির পাশে সিনেটর চাক শুমার

(শেষের পাতার পর)

অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটির আবারো পাশে দাঁড়ালেন সিনেটর শুমার। তিনি বলেন, হলি মান্থ রমজানে যাদের খাবার প্রয়োজন তারা যেনো খাবার পায় তার জন্য সবার দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন।

শুক্রবার (১ এপ্রিল) বাদ জুম্মা এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে বিতরণকৃত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, খেজুর, চানা/বুট এবং অন্যান্য রমজানের সামগ্রী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নি-উইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ওমেন টেফিনি কোবান, ডিস্ট্রিক্ট-২৬ কাউন্সিল অফিসের প্রতিনিধি ফারাহ, কুইন্স বোরো অফিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদেক সহ মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, অ্যাসম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর ক্যাম্পেইন ম্যানেজার জুবায়ের মার্চেন্ট, এটর্নি মঈন চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি অফিসের কর্মকর্তা রোকেয়া আক্তার, কুইন্স টুগেদার সিইও জনাথান ফার্গাস ও চামপুইন হাডসন পাওয়ারের পিটার রোজ।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর তত্ত্বাবধায়নে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়। এতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাবাবুদ্দীন, সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, কোষাদক্ষ এমদাদ রাহমান তরফদার, এহ-সানুল হক শিমুল, আনোয়ার হোসেন, সামসুল ইসলাম, সাব্বির আহমেদ, আব্দুল মোমিত, মইনুল হক চৌধুরী, সৈয়দ মিজানুর রহমান, মীর জাকির, আবু সুলায়মান, মোহাম্মদ নূরুল হক, হারুনুর রশীদ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সিনেটর চাক শুমারকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক





২ কোটি টাকা ব্যয়ে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ বানালেন নায়িকা রোজিনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিজস্ব অর্থায়নে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেছেন ঢাকাই ছবির আশির দশকের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা রোজিনা। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার ঘোনাপাড়া গ্রামে তার নানা বাড়িতে এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন তিনি। তুরস্কের নকশায় ৬ শতাংশ জমির উপরে মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। নিজের মায়ের নামে এর নাম দিয়েছেন- 'দশগম্বুজ মা খাদিজা জামে মসজিদ'। টানা দুই বছরে নির্মাণ কাজ শেষ করে গত ১ এপ্রিল শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিনন্দন এ মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।

মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ও রাজবাড়ী-১ আসনের সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা কোহিনুর।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে চিত্রনায়িকা রোজিনা বলেন, আমার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল গোয়ালন্দের নানা বাড়িতে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। সেই লক্ষ্যে ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী কাজ শুরু করি। দুই বছরের অধিক সময় নিয়ে মসজিদের কাজ শেষ হলো। আজ মসজিদের উদ্বোধন করতে পেরে নিজের কাছে বেশ ভালই লাগছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ছিল বলেই এলাকার সবাইকে নিয়ে মা খাদিজা ষাট গম্বুজ জামে মসজিদটি উদ্বোধন করতে পারলাম।

রোজিনা জানান, যে জমির ওপর মসজিদটি নির্মিত, তা তার মাকে দেন নানা। মায়ের সূত্র ধরে তিনি জমির মালিক হন। খুব শিগগিরই একই এলাকায় একটি চক্ষু হাসপাতাল করার চিন্তাও আছে তার। সবার সহযোগিতা পেলে সেটির কাজ শুরু করবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন, প্রযোজক মো. খসরু, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি হেদায়েত আলী সোহরাব, গোয়ালন্দ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মোস্তফা মুন্সি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিল্লব কুমার ঘোষ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান চৌধুরী, গোয়ালন্দ পৌরসভার মেয়র মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল, গোয়ালন্দ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) স্বপন কুমার মজুমদার, সাবেক মেয়র শেখ মো. নিজাম, গোয়ালন্দ উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আজিজুল হক খান, উজানচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. গোলজার হোসেন মৃধা, গোয়ালন্দ প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল হক রায়হান, গোয়ালন্দ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ইউনুছ মোল্লা, ছাত্রলীগের সভাপতি মো. তুহিন দেওয়ান প্রমুখ।

বিস্মিত চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন: এদিকে নায়িকা রোজিনার এমন মহৎ কাজ দেখে বিস্মিত চিত্রনায়ক ও চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন। তুরস্কের নকশায় ৬ শতাংশ জমির উপরে নির্মিত এ মসজিদ দেখে অভিভূত তিনি। নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অভিনেত্রী রোজিনার মতো অন্যান্যরাও যেন এভাবে ইসলামের পথে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। মসজিদটির উদ্বোধন শেষে নিজের প্রতিক্রিয়ায় 'বেদের মেয়ে জোসনা' খ্যাত তারকা কাঞ্চন বলেন, 'রোজিনার এমন মহৎ কাজ দেখে আমি নিজেই বিস্মিত। তিনি তার মায়ের নামে এমন সুন্দর একটি মসজিদ করেছেন। মুসলমান হয়েই আমাদের মরতে হবে। আখিরাতের জন্য আমরা কী করে গেলাম, তা সবারই ভাবা দরকার। রোজিনা তার এলাকায় এত্ত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে আসলেই এটা ভালো কাজ। তিনি খুবই ভালো মনের একজন মেয়ে। আমরা একত্রে অনেকগুলো সিনেমায় কাজ করেছি। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদ নির্মাণ করাতে এলাকাবাসীর জন্য অনেক খুশির খবর। আমি সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি রোজিনার মতো যেন সবাই তৌফিক অনুযায়ী ইসলামের পথে সহযোগিতা করে।'

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available

30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বরেণ্য শিক্ষাবিদদের উপাচার্য হতে বাধা কোথায়

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

গত ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের দুজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'বরেণ্য অনেক শিক্ষাবিদই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হন না। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু সমালোচনা আছে। যেগুলোর সত্যতা আছে, সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঢালাওভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

জাতীয় সংসদে দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের গুরুত্ব মোটেও উপেক্ষা করা যাবে না। অন্তত তিন-চার দশক ধরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ এবং কোনো কোনো উপাচার্যের বিষয়ে গণমাধ্যমে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে উপাচার্য পদের মর্যাদা কতটা হানি হয়েছে, সেটি বুঝতে কারো বাকি থাকার কথা নয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ দেখে এ কথা বলা যাবে না যে প্রকাশিত সব তথ্যই সত্য ছিল।

দীর্ঘদিন একজন শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অনেক কিছুই কাছ থেকে দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, উপাচার্য পদটি নানা কারণেই কারো কারো কাছে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় হলেও কেউ কেউ ওই পদে নিজেদের মোটেও খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যোগ্য মনে করেন না। পদটি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬। এখন তা দাঁড়িয়েছে ৫৩। এগুলোর বেশির ভাগই খুব সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ, প্রবীণ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোকে মানসম্মতভাবে গড়ে তোলার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আনা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

সিনিয়র শিক্ষক ছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রবীণ, নবীনের সমন্বয়েই কেবল নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ও বিভাগগুলো মানসম্মতভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বিধি-বিধান ও নিয়ম রাখা হয়নি। ফলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই এক-দুই দশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। উপাচার্য পদে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাউকে এনে বসালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলবেন—এমনটি আশা করা যায় না। গত তিন দশকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছে। এগুলোতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ ও স্বার্থোদ্ধারের প্রবণতা প্রবল আকার ধারণ করেছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক দলের প্রভাব নিরঙ্কুশ হয়েছে। মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের লোকবল অপরিহার্য তার সিকি ভাগও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া যায়নি। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থেকেছে, তাদের স্থানীয় নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিপ্রাপ্তিকে সবচেয়ে উত্তম জায়গা মনে করে প্রভাবশালীদের দিয়ে তা আদায় করে নিয়েছেন। এর ব্যত্যয় ঘটানো কোনো উপাচার্যের পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে কোনো প্রকৃত নীতিবান, আদর্শবান শিক্ষাবিদের পক্ষে ওই পদে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং ভেতরের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মন জুগিয়ে চলা মোটের ওপর অসম্ভব ব্যাপার।

যোগ্য, নীতিমান ও আদর্শবান ব্যক্তিদের পক্ষে আপস করা সম্ভব নয়। ওই পদের জন্য যোগ্য হিসেবে তাঁরাই বিবেচিত হন, যাঁরা আপস করতে জানেন। স্থানীয় নেতাদের, এমনকি ছাত্রসংগঠনের নেতাদেরও শলাপরামর্শ নিতে জানেন। যাঁরা তা করতে চান না, তাঁদের পক্ষে এই দায়িত্বে থাকা মোটের ওপর অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নানা প্রতিক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে সৃষ্টি হওয়ার মতো ঘটনা নিকট অতীতে কম ঘটেনি। সে কারণে বাস্তব অবস্থা বুঝে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবীণ ও যোগ্য অনেক অধ্যাপকই নিয়োগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অবশ্য আজকাল অধ্যাপকদের মধ্যে সেই সংখ্যাটি খুব বেশি নয়। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে খুব বেশি আমন্ত্রণ পেয়েছেন, এমনটিও নয়। উপাচার্য নিয়োগের আগে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেসব নাম উপাচার্য পদে পেয়ে থাকে, সেগুলোর প্রায় সব কটি কারো না কারো মাধ্যমে পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও চলে নানাজনের তদবির। যোগ্যতার মানদণ্ড দাঁড়ায় গিয়ে আনুগত্যে। কিন্তু সেই আনুগত্য কতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় স্বার্থ রক্ষা করে, সেটি এক জটিল অভিজ্ঞতা।

অনেকেই উপাচার্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন কারো কারো মাধ্যমে। কিন্তু নিয়োগের আগে তলিয়ে দেখা হয়নি এই অধ্যাপকের রাজনৈতিক অতীত কিংবা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ঝুলি কতটা সমৃদ্ধ ছিল। পদে বসার পর অনেকের মুখেই সরকারপ্রধানের প্রশংসা ও বন্দনা শোনা গেলেও ভেতরে তিনি মোটেও সেই আদর্শের মানুষ নন। এমন উপাচার্যদের হাতে পড়ে নতুন কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক যুগের জন্য পিছিয়ে গেছে। তাঁদের নিয়োগ বাণিজ্য, নিয়োগ কৌশল বোঝা মোটেও কঠিন কিছু নয়। যাঁরা নিয়োগ পাওয়ার জন্য তদবির করেন, তাঁদের চেনা মোটেও সহজ নয়। বড় বড় জায়গা থেকে ফোন, ডিও লেটার আসে, যা উপেক্ষা করা সহজ নয়। কিন্তু নিয়োগ পাওয়ার পর বুঝতে কারো বাকি থাকেনি এ পণ্যের যাচাই-বাছাই হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় এমন নিম্নমানের পণ্যে অনেকটাই ভরে গেছে। সেই কৃতিত্বের দায় কিছুটা উপাচার্যের, বাকিটা অন্যদের। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগ পেতে যা করেছেন, তার সামান্যই হয়তো পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে। অনেকের সঙ্গে উপাচার্যদের সম্পর্কের কথা মোটেও গোপনীয় বিষয় নয়। এটি এখন ওপেন সিক্রেট।

আওয়ামী লীগের ১৩ বছরের শাসনামলে যেসব উপাচার্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন, তাঁদের সবার আমলনামা খুব নিবিড়ভাবে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে মনে হয় না আওয়ামী লীগের খুব বেশি খুশি হওয়ার সংবাদ থাকবে। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই এমন সব প্রার্থীর জন্য তদবির করেছেন, যাঁদের অতীত তাঁরা কতটা জেনে করেছেন, না অন্য কোনো কারণে করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই। উপাচার্যদেরও কেউ কেউ সরকারের এই দুর্বলতাটিকে নিজের ইচ্ছামতো অপব্যবহার করেছেন। ফলে শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শিক্ষার্থীরা। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগের মান হ্রাস পেতে পেতে এখন তলানিতে ঠেকেছে, অথচ এখন প্রতিযোগিতার বিশ্বে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নীত করা একেবারেই দুরাশার বিষয়।

প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও মেধাবী ও যোগ্য প্রশাসকের অভাব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকট হয়ে উঠেছে। গত তিন-চার দশকে এসব প্রবণতা ক্রমেই দেখা যাচ্ছে।

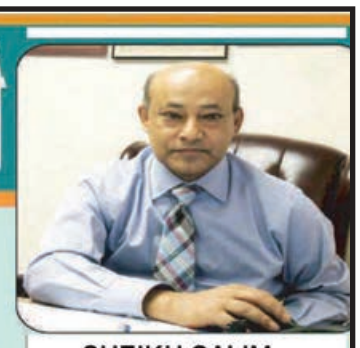
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও মনে করে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার। নিয়োগপ্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া উচিত। সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হলে বিতর্ক বন্ধ হবে।

এখন জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক কোথায়? প্রভাষক নিয়োগ দিয়ে বিভাগ পরিচালনার অভিজ্ঞতা কতটা অবিমৃশ্যকারিতা হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কখনো দাঁড়াতে পারে না। সাইনবোর্ড লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিষয়টি অনেক

গত ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের দুজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'বরেণ্য অনেক শিক্ষাবিদই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হন না। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু সমালোচনা আছে। যেগুলোর সত্যতা আছে, সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঢালাওভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্‌স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও **Vissa**-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন **Apps** এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি ।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক–আপ ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

New York Bangladesh Press Club
cordially invites you to a

Iftar Mahfil

Friday, April 8, 2022 at 6:30 PM.

Venue • *Nabanno Restaurant & Party Center*
37-22 73rd Street Jackson Heights, NY 11372

Regards

Abu Taher
President

MD Monowarul Islam
General Secretary

Info: 718-753-0086, 845-392-8419

NEW YORK BANGLADESH PRESS CLUB INC.
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইন্ক

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের এখানে রয়েছে কবুতর, লেয়ার, চায়না, টিটি কুকুরী ও বয়া মোরগ, বাজি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
জোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

অনুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ লন্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের রেজুলেশন গ্রহণ

(২৮ পাতার পর)

বাংলাদেশীরা হাউজ কক্ষের গ্যালারীতে উপবিষ্ট ছিলেন।

এদিকে, এদিন বিকেলে স্টেট সিনেটের অধিবেশনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে 'লুইস ভাই' হিসেবে পরিচিত সিনেটর লুইস সিপুলভিদা উত্থাপিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র বিলটি পাঠ করে শোনানোর পর সিনেটর জন ল্যু সহ বেশ ক'জন সিনেটর এর সমর্থনে জোরালে বক্তব্য রাখেন। এখানেও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়। এসময় সিনেটর লুইস সেপুলভেদা ও সিনেটর জন ল্যু বলেন, তারা সহ নিউইয়র্কের ৫ জন স্টেট সিনেটর 'গুড উইল ভিজিট'-এ বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বন্ধু হিসেবে প্রবাসীদের জন্মস্থান বাংলাদেশ দেখতে তারা ওই সফরে যান। তারা সেসময় বাংলাদেশ সরকারের অতিথি হিসেবে বিভিন্ন স্থান ভিজিট করার অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। পরে সিনেট হাইজে রেজুলেশনটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিলটি উপস্থাপনকালে সিনেট ফ্লোরেও বাংলাদেশী কমিউনিটির কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। সিনেট গ্যালারীতে উপবিষ্ট ছিলেন কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশীরা জয়-বাংলা স্লোগান আর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন।

সিনেট এবং অ্যাসেম্বলী গ্যালারি এদিন বাংলাদেশীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ২৫ জন বাংলাদেশী। এর মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশী কূটনীতিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী।

স্টেট অ্যাসেম্বলী হাউজ ও সিনেট হাউজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ষ্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভেদা আলবেনী হলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্মানে এক অভ্যর্থনা পার্টির আয়োজন করেন। যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদের আহবায়ক আবদুর রহিম বাদশা ও আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি আবদুস শহীদের যৌথ সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী জামাল হুসেনের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে ষ্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা, জন ল্যুও জামাল টি বেইলি, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত হাফেজ অহি চৌধুরী। এসময় তিনি তার তেলাওয়াতকৃত কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ তুলে ধরেন।

এসময় নিউইয়র্কের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, বাংলাদেশী কমিউনিটি লিডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, সাখাওয়াত আলী, মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, নুরুল ইসলাম, রেজা আবদুল্লাহ স্বপন, নূরে আলম জিকু, হোসেন মজুমদার, আল মামুন সরকার, শিপু চৌধুরী, লায়েক আহমেদ, জুয়েল এবং সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকী, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, আব্দুল হামিদ, মোতাসিম বিল্লাহ তুষার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটা হয়। সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে অতিথিদের বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর কোর্ট পিন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটির ভূয়শী প্রশংসা করেন। তুলে ধরেন নানা ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথাও। আমেরিকান জনগণের সেবা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ভূমিকার কথাও ওঠে আসে। ড. মনিরুল ইসলাম নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ও ষ্টেট সিনেটে 'বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'র ওপর পৃথকভাবে রেজুলেশন গ্রহণ করায় সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, অ্যাসেম্বলীওমেন কারিনা রাইস সহ সংশ্লিষ্টদেরকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বহুজাতিক এই সমাজে বাঙালীরা তাদের মেধা আর শ্রমে অবদান রাখছেন। এর মূল্যায়নও ঘটছে নানাভাবে। এর মধ্য দিয়ে তা আরো দৃশ্যমান হলো।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আয়োজনে সহায়তাকারী যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত মুজিববর্ষ উদযাপন পরিষদ ও আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। সম্মাননা তুলে দেন সিনেটর লুইস সিপুলভিদা। এর আগে অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যারীনেস রেইসও কনসাল জেনারেল ও সংগঠন দুটিকে সাইটেশন প্রদান করেন। এসময় তিনি অ্যাসেম্বলীতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের রেজুলেশনের কপিও হস্তান্তর করেন। ঐতিহাসিক আয়োজনের জন্য বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যারীনেস রেইসকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ঐদিন বাংলাদেশী-আমেরিকানদের গলায় জড়ানো লাল-সবুজের উত্তরীয় এবং স্বাধীনতার আমেজে পরিধেয় পোশাকে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট, অ্যাসেম্বলী হাউস এবং লবি হলের খোলা চত্বর হয়ে ওঠে এক খন্ড বাংলাদেশ। মধ্যাহ্ন ভোজে নিউইয়র্কের বাঙালী মালিকানাধীন অন্যতম সেরা রেষ্টুরেন্ট খলিল বিরিয়ানী হাউজের ঐতিহ্যবাহী বিরিয়ানী দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

আরো উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ২৪ মার্চ নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ডে বিলটি পাশ হয়। ব্রঙ্কস থেকে নির্বাচিত সাবেক সিনেটর রুবিন ডিয়াজের ধন্যবাদ প্রস্তাব বিলের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয়। তাকে রেজুলেশন তৈরি করে সহযোগীতা করেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে 'লুইস ভাই' হিসেবে পরিচিত এটর্নী লুইস সিপুলভেদা (বর্তমান সিনেটর)। তাদের সহযোগীতা করেন ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটির নের্তৃবৃন্দ।

জানা যায়, রুবিন ডিয়াজ ও লুইস সিপুলভেদা বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে ও একসাথে কাজ করার বিষয়ে প্রয়াত কমিউনিটি সংগঠক জাকির খানের কাছে আগ্রহ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ কমিউনিটিকে নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান করতে চান যার ফান্ডিং তারা বহন করবেন। জাকির খান তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে কমিউনিটির অনেকের সাথে যোগাযোগ করেন। একপর্যায়ে লুইস সিপুলভেদা এবং জাকির খানের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের ৪১ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন বিষয়ে এক সভার আয়োজন করা হয় ব্রঙ্কসের একটি রেষ্টুরেন্টে। ওই সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের তৎকালীন সভাপতি মাহবুব আলমের প্রস্তাবনায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে ২০১২ সালের ২৪ মার্চ নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে তৎকালীন সিনেটর রুবিন ডিয়াজ 'বাংলাদেশ ডে বিলটি' উত্থাপন করেন। বিলের আলোকে সিনেটর রুবিন ডিয়াজ সিনেটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি ১৯৭১ সালের মার্চে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশীদের আত্মত্যাগ এবং পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বাংলাদেশী মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন। সেদিন মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক বিলটি সর্বসম্মতভাবে সিনেটে পাশ হয়। সেথেকে প্রতি বছর দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ডে রেজ্যুলেশন প্রস্তুতকারী এটর্নী লুইস সিপুলভেদা (বর্তমান সিনেটর) অ্যাসেম্বলীম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আলবেনীতে বাংলাদেশ ডে উদযাপনে আরও ব্যাপকতা পায়। 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপনের প্রথম আহবায়ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মোহাম্মদ এন মজুমদার এবং মেম্বার সেক্রেটারী ছিলেন মরহুম জাকির খান।

করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে বাংলাদেশ ডে উদযাপিত হয়নি। আর এবছর বাংলাদেশ ডে আদলে ষ্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলীতে উদযাপিত হল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

পুষ্টি নিরাপত্তায় উপকূলে মটরশুঁটি চাষ

(১৮ পাতার পর)

চাষাবাদের জন্য এই যৌথ প্রকল্প পোভার্টি ইরাডিকেশন প্রগ্রামের মাধ্যমে ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বারি মটর-৩ উচ্চ ফলনশীল একটি মটরশুঁটির জাত। এটি চাষাবাদে ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে। এটি তুলনামূলক কিছুটা জলাবদ্ধতাও সহ্য করতে পারে। কৃষক মটরশুঁটি বীজ বোনার ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যেই মটরশুঁটি তুলতে পারবে, খেতে পারবে এবং বাজারে বিক্রিও করতে পারবে। সাধারণত বীজ বপনের ৭৫ থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত কৃষক প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাজারে মটরশুঁটি বিক্রি করেছেন ও খেয়েছেন। এরপর যে ছেইগুলো থেকে যায়, সেগুলো মটর ডালে পরিণত হয়। বীজ বপনের ১৩০-১৪০ দিন পর গাছ শুকিয়ে গেলে রোদে দিয়ে মাড়াই করে নিতে হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ধান কাটার সময় উপকূলের জমিতে সাধারণত লবণাক্ততা কম থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসেও লবণাক্ততা সহনীয় পর্যায়ে থাকে। মার্চ মাসে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে এবং এপ্রিল-মে মাসে খুবই বেড়ে যায়। নভেম্বর মাসে মটরশুঁটি বীজ বপন করলে মার্চ মাসেই অর্থাৎ লবণাক্ততা বাড়ার আগেই মটরশুঁটি ঘরে তোলা যায়।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এখন আগাম বৃষ্টি হচ্ছে। অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে। ফলে ডালজাতীয় ফসল নষ্ট হচ্ছে। যে জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বা অপেক্ষাকৃত নিচু জমি, সে জমিতে কোনো অবস্থায়ই ডালজাতীয় ফসল চাষাবাদ করা যাবে না। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের তাণ্ডবে হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমি তিন-চার দিনের অনবরত বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। দেখা গেছে, যেসব জমিতে কৃষক পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল, অর্থাৎ জমি থেকে পানি বের করে দিতে পেরেছিল, সেসব জমিতে মটরশুঁটির তেমন ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ যথোপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাধীন জমি ডাল ফসল চাষাবাদের পূর্বশর্ত।

ধান কাটার সময় জমিতে যেন অন্তত ছয়-আট ইঞ্চি নাড়া থাকে, সে ব্যবস্থা কৃষকদের করতে হবে। জমিতে বড় বড় নাড়া থাকলে মটরশুঁটি গাছ ভালোভাবে ওপরের দিকে উঠতে পারবে। ওপরের দিকে উঠতে পারার কারণে গাছ চারদিক দিয়ে প্রচুর আলো-বাতাস পাবে এবং প্রতিটি গাছে প্রচুর ফুল-ফল আসবে। এতে ফলন অনেক বেশি হবে। মটরশুঁটির ভালো বাজার থাকায় এ ফসল সম্প্রসারণের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

যমুনা সেতুর কারণে নাটোরসহ ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মটরশুঁটির আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় বাজারে বাজারজাত হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, পদ্মা সেতু চালু হলে বরিশাল অঞ্চলে মটরশুঁটিসহ বিভিন্ন ডালজাতীয় ফসলের চাহিদা বাড়বে এবং তা ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বাজারজাত করে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

কৃষকদের ধারণা, তারা এখান থেকে বিঘাপ্রতি ২০০ কেজিরও বেশি মটরশুঁটি পাবেন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ হাজার টাকারও বেশি। বাজারে এখন এক কেজি মটরশুঁটির মূল্য ৫০-৭০ টাকা। অথচ ধানের জমিতে রিলে পদ্ধতিতে মটরশুঁটি চাষাবাদে বীজ, সারসহ খরচ বিঘাপ্রতি মাত্র এক হাজার টাকা। শুধু তা-ই নয়, মটরশুঁটি গাছের শিকড়ে নডুউল তৈরি হয়, যা মাটিকে উর্বর করে। অর্থাৎ ডাল ফসল আবাদের কারণে জমির উর্বরতা শক্তিও বাড়বে। মটরশুঁটি ফসল তোলার পর ধানগাছের নাড়া জমিতে মিশিয়ে দিলেও জমির উর্বরতা বাড়বে। এতে জমির লবণাক্ততাও কিছুটা কমে যাবে।

গত কয়েক বছরের গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত লবণাক্ততা বা প্রতিকূল অবহাওয়ার কারণে ফসলের জীবনকাল স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। আমরা গম ফসলের বেলায় দেখেছি অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫-২০ দিন আগেই গম ফসল পেকে যাচ্ছে।

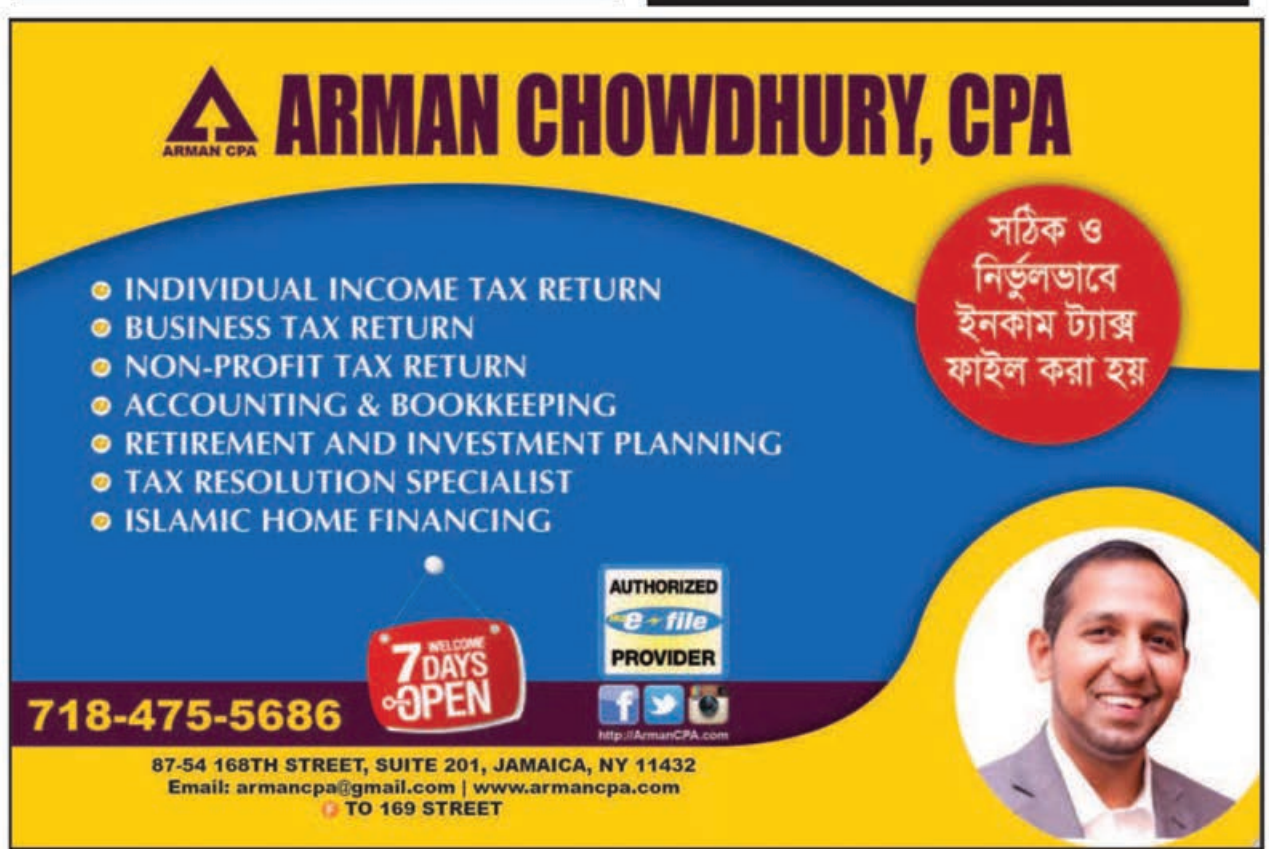
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যেগুলো ভালো ফলন দিতে সক্ষম। আবার বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন হয়েছে, সেগুলো পাকার সময় ধানগাছ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলো উপকূলের লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ করে ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে। এসব প্রতিকূলতাসহিষ্ণু স্বল্পমেয়াদি ধানের জাত উপকূলের লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ করলে পরবর্তী ডাল বা গম ফসল শুষ্ক মৌসুমে সময়মতো চাষাবাদ করে কাঙ্ক্ষিত ফলন ঘরে তোলা যাবে।

রিলে মটরশুঁটি ফসল চাষাবাদের জন্য বীজ ও সার ছাড়া আর কোনো খরচ নেই। এভাবেই উপকূলের পানি নিষ্কাশনযোগ্য আমন ধানের কাদাময় জমিতে নভেম্বর মাসে বারি মটর-৩ জাতের বীজ ও সার ছিটিয়ে পতিত জমিতে কৃষক একটি অতিরিক্ত ফসল ফলাতে পারে। এতে কৃষক অত্যন্ত কম খরচে বিঘাপ্রতি ২০০ কেজি মটর ডাল পাবে। পাশাপাশি ডাল ফসলের শিকড়ে নডুউল হওয়ার কারণে এবং তা জমিতে মিশে যাওয়ার ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়বে। শুধু তা-ই নয়, গরু-ছাগলের পুষ্টিতেও এই ফসল অবদান রাখবে।

লেখক: স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং ডেপুটি প্রজেক্ট লিডার, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া









টাইগারদের দুই দশকের আক্ষেপ ঘুচালেন জয়

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছিল 'ডাক' দিয়ে। গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাহমুদুল হাসান জয় টিকে ছিলেন মোটে ৭ বল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ বল খেলে করেন ৬ রান। তবে 'উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়' কথাটা ক্রিকেটে ঠিক খাটে না। বাজেভাবে ক্যারিয়ার শুরু করা জয় নিজের শেষ দুই ইনিংসেই পঞ্চাশ পেরোলেন। যার একটিকে দিলেন শতকে রূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেঞ্চুরির কৃতিত্ব ছিল না কোনো বাংলাদেশি ব্যাটারের। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের সেই আক্ষেপ মিটলো তরুণ ক্রিকেটার জয়ের ব্যাটে।

গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরির নজির গড়লেন ২১ বছর বয়সী ওপেনার।

ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সেরা পারফর্মার জয়। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মিছিলে একপ্রান্ত আগলে জয় উপহার দিয়েছেন ধৈর্যশীল এক ইনিংস। ক্যারিয়ারের মাত্র তৃতীয় টেস্ট খেলতে নেমে পেয়েছেন প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। সব ফরম্যাট মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় সেঞ্চুরির পাওয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশি জয়। ২০১৭তে কিম্বার্লি মাঠে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১১০* রানের ইনিংস খেলেন মুশফিকুর রহীম।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য জয়। ডানহাতি এই ওপেনার প্রথম শ্রেণির ম্যাচই খেলেছেন এখন পর্যন্ত ১০টি। ১৭ ইনিংসের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস রয়েছে ৫টি। সেঞ্চুরি ২টি। গত নভেম্বরে যখন প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পান, তখন প্রথম শ্রেণিতে মাত্র ৬ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছিল জয়ের। তবে জাতীয় লীগে ৫৮ গড়ে রান করার পর এই ওপেনারকে সুযোগ দিতে আর ভুল করেননি নির্বাচকরা। বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু তখন বলেছিলেন, 'লম্বা সংস্করণের মানসিকতা জয়ের মধ্যে আছে বলে মনে হয়েছে। আর সে ফর্মেও আছে।'

জয়ের টেস্ট টেম্পারমেন্ট দেখা গিয়েছিল মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে। কিউই পেসারদের গতি ও সুইং সামলে প্রথম ইনিংসে জয় খেলেছিলেন ৭৮ রানের ইনিংস। ২২৮ বলের ইনিংসে ৭ বাউন্ডারিই তার ধৈর্যশীল মানসিকতার সাক্ষী। ইনজুরির কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নামার সুযোগ হয়নি এই ওপেনারের। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

চোটে পড়ে নিউজিল্যান্ডে দ্বিতীয় টেস্ট মিস করেন মাহমুদুল হাসান জয়। এরপর ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট- বিপিএল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। চ্যাম্পিয়ন দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে ৯ ম্যাচে ফিফটি হাঁকান একটি। সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল ৬৫ রানের। বিপিএল শেষে ফের জাতীয় দলের দায়িত্ব। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কঠিন এক কন্ডিশনে। যেখানে টেস্ট খেলা মানেই যেন বাংলাদেশের ইনিংস ব্যবধানে হার। প্রোটিয়াদের ঘরে এর আগে ৬ টেস্টে কোনো সেঞ্চুরি ইনিংস ছিল না বাংলাদেশের। সর্বোচ্চ ৭৭ রান মুমিনুল হকের। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেঞ্চুরি না পাওয়ার দুই দশকে সেই আক্ষেপ ঘুচলো জয়ের হাত ধরেই। কেশব মহারাজের করা ৯৭তম ওভারের পঞ্চম বলটা ছিল শর্ট লেন্থের। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে খেলে দুই রানের জন্য দৌড়ান জয়। দ্বিতীয় রান পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে যান তিনি। গ্যালারি থেকে করতালিতে জয়কে অভিনন্দন জানান তার সতীর্থরা। মাঠে থাকা দর্শকদের ভালোবাসাতেও সিক্ত হন তিনি।

২৭০ বলে সেঞ্চুরি ছুঁয়েছেন জয়। ১০ চারের সঙ্গে ছক্কা ১টি। নাজমুল শান্ত ছাড়া টপ অর্ডার ব্যাটারদের কেউই জয়কে তেমন সঙ্গ দিতে পারেননি তাকে। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৫ রানের জুটি গড়েন তারা। নয়তো টপ অর্ডারের থেকে একটু ভরসা পেলে জয়ের ব্যাটিংয়ে সুফল আরও ভালোভাবে নিতে পারতো দল। প্রথম দিনের শেষ বিকালে সিমন হারমানের স্পিনে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের টপ অর্ডার। সাদমান ইসলাম ৯, অধিনায়ক মুমিনুল হক শূন্য, মুশফিকুর রহীম ৭ রানে আউট হন। ৯৪ রানে ৪ উইকেট খোয়ানোর পর দ্বিতীয় দিনের শুরুতে জয় হারান তাসকিনের সঙ্গ। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে লিটন দাসের সঙ্গে ৮২ রানের জুটি গড়ে দলকে লড়াইয়ে রাখেন জয়। সপ্তম উইকেটে ইয়াসির আলী রাব্বীর সঙ্গেও তার অবদান ৩৩ রান। দলীয় ২১৬ রানে রাব্বীর বিদায়ের পর মিরাজের সঙ্গে শুরু হয় তার নতুন লড়াই। জয়-মিরাজের দৃঢ়তায় চা বিরতির আগ পর্যন্ত আর কোনো উইকেট খোয়ায়নি বাংলাদেশ। ৪১ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ২৫৭/৭ সংগ্রহ নিয়ে চা বিরতিতে যায় টাইগাররা।

কোচের সংসারে অশান্তি, পুঁচকে দলের কাছে ৪ গোল হজম চেলসির

ঢাকা ডেস্ক, ৩ এপ্রিল : দীর্ঘ ১৩ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন চেলসি কোচ টমাস টুখেল। স্ত্রী সিসি টুখেলের সঙ্গে ডিভোর্সের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। মিডিয়ায় এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শনিবার বড় হার দেখলো চেলসি। প্রিমিয়ার লীগে নিজেদের মাঠেই টেবিলের ১৪ নম্বরে থাকা ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয় দলটি। ১৯৩৯ সালের পর প্রথমবার চেলসির বিপক্ষে জয় পেয়েছে ব্রেন্টফোর্ড।



সিসি টুখেল জার্মানির একটি সংবাদপত্রে কাজ করতেন। পারিবারিক কারণে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাকে। ১০ মাস আগেও স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগ শিরোপা উদ্যাপন করেন সিসি। এখন তাদের আলাদা হতে হচ্ছে।

টুখেলের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, 'বিচ্ছেদ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল সিসি ও টুখেল। কিন্তু আর কোনো পথ খোলা নেই এখন। গত সপ্তাহে তাদের বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ব্যাপারটা দুঃখজনক। তাদের মেয়েদের বিষয়গুলোকে এখন অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

পিএসজি থেকে টুখেলের চেলসিতে যোগ দেয়ার ৭ মাস পর গত আগস্টে ইংল্যান্ডে যান সিসি। এর আগ পর্যন্ত হোটেলেই কেটেছে টমাস টুখেলের সময়। স্ত্রী আসার পর চেলসির ট্রেনিং গ্রাউন্ডের কাছে একটি বাড়িতে দুই কন্যাসহ বাস করতে থাকেন টুখেল। চেলসিতে টুখেলের বাৎসরিক আয় ৭ মিলিয়ন পাউন্ড। ধারণা করা হচ্ছে সিটির সঙ্গে তার বিচ্ছেদটাও হবে মাল্টি-মিলিয়ন পাউন্ডের।

ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো আড়ালেই রেখেছিলেন দৃঢ় মানসিকতার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন টুখেল। মিডিয়ায় ডিভোর্সের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও এ বিষয়ে মুখ খুলেননি তিনি। টুখেলের চিন্তা আগামী বুধবারের ম্যাচ নিয়ে। সেদিন ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়নস লীগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে তার দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদের। ব্রেন্টফোর্ড ম্যাচের পর চেলসি কোচ বলেন, 'ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে খেলার সময় আমরা একটুও রিয়াল মাদ্রিদের কথা ভাবিনি। এখন একদিনের ছুটি কাটানোর প সোমবার নতুন করে শুরু করবো।'

১২ জন নিয়ে খেলে বিপদে বায়ার্ন

ঢাকা ডেস্ক, ৩ এপ্রিল : ফ্রাইবুর্গের বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয়েও স্বস্তি নেই বায়ার্ন মিউনিখের। শনিবার বুন্দেসলিগার ম্যাচটিতে কিছুক্ষণের জন্য ১২ ফুটবলার নিয়ে খেলেছিল তারা। এরপর প্রশ্ন উঠেছে, ম্যাচের ফল বহাল থাকবে কি না। ভুলটা ঘটে ম্যাচের ৮৫তম মিনিটে। লিওন গোরেজকা, সার্জি নাব্রি ও কিংসলে কোম্যানের গোলে ততক্ষণে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে বায়ার্ন মিউনিখ। তখন দু'জন খেলোয়াড় বদলি করা হলেও মাঠ ছাড়েন একজন। এরপর যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে মার্সেল সাবিটজারের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৪-১।

বায়ার্ন কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান ম্যাচের শেষ দিকে কোমান ও কোরেন্টিন তোলিসোকে মাঠ থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোম্যানের জায়গায় সাবিজটার ও তোলিসোর বদলে মাঠে নামেন নিকলাস সুল।

কিন্তু সাবিটজার ও সুল মাঠে নামার পরেও ২০ সেকেন্ড খেলেছেন কোম্যান। বিষয়টি প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের নজরে আসে। তিনি মাঠের রেফারিকে অবহিত করেন। ৮৭তম মিনিটে ভিএআর রেফারিকে জানায় ঘটনা সত্যি। তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় খেলা। মাঠ ছেড়ে যান কোম্যান। ৮ মিনিট যোগ করা হয় ম্যাচে।

জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড জানিয়েছে, রেকর্ড ৩০ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্নের কাছ থেকে এই জয় কেড়ে নেয়া হতে পারে। এমনটি হলে ৩ পয়েন্ট পাবে ফ্রাইবুর্গ। তবে এ জন্য বুন্দেসলিগা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো আবেদন জানাবেন না দলটির কোচ ক্রিস্টিয়ান স্ট্রেইখ। তিনি বলেন, 'আশা করি, এটা নিয়ে আমাদের আলাদা করে আবেদন করতে হবে না। আমরা নিয়ম মেনে চলবো এবং এ ব্যাপারে আমি এতটুকুই বলতে রাজি আছি।'

অন্যদিকে বায়ার্ন কোচ নাগেলসম্যান ভুলের দায় দিচ্ছেন রেফারিকে। তিনি বলেন, 'চতুর্থ সহকারী রেফারি বিকল্প খেলোয়াড় মাঠে নামানোর সময় ভুল নাম্বার দেখায়। কোমানের নাম্বার ১১ দেখানোর কথা ছিল, সেখানে তিনি দেখান ২৯। যে স্কোয়াড নাম্বার আমাদের কারোর নেই।

'বেনজেমাকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করাতে চাইছিল রেফারি'

ঢাকা ডেস্ক, ৩ এপ্রিল : স্প্যানিশ লা লিগায় শনিবার সেল্টা ভিগোর মাঠে ২-১ গোলে জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে করিম বেনজেমার করা রিয়ালের দুটি গোলই আসে পেনাল্টি থেকে। ম্যাচে মোট ৩টি পেনাল্টি পায় লস ব্লাঙ্কোরা। এ নিয়ে সেল্টার স্প্যানিয়ার্ড তারকা ইয়াগো আসপাস রেফারির দিকে আঙুল তুলেন। আসপাস বলেন, 'মনে হয়, রেফারি খুব করেই চাইছিল বেনজেমা হ্যাটট্রিক করুক।'

লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা রিয়ালের ৩০ ম্যাচে সংগ্রহ ৬৯ পয়েন্ট। ২৮ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে বার্সেলোনা। ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম সেল্টা ভিগো।

শনিবার সেল্টা ভিগোর এস্তাদিও দে বালাইদোসে ১৮তম মিনিটে প্রথম পেনাল্টি পায় রিয়াল মাদ্রিদ। স্পটকিকে দলকে এগিয়ে নেন বেনজেমা।

৪১তম মিনিটে অফসাইডের কারণে আসপাসের গোল বাতিল করে দেয় ভিএআর। বিরতি থেকে ফিরে সমতা



আনে স্বাগতিকরা। ৫২তম মিনিটে গোল করেন নলিতো। ৬৩তম মিনিটে দ্বিতীয় পেনাল্টি পায় রিয়াল। তবে এবার লক্ষ্যে বল রাখতে পারেননি বেনজেমা। এর চার মিনিট পর আবার পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। আর গোল করে রিয়ালকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

৩৪ বছর বয়সী বেনজেমা চলতি মৌসুমে লা লিগায় ২৬ ম্যাচে করেছেন সর্বোচ্চ ২৪ গোল। ১৪ গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে গেতাফের ফরোয়ার্ড এনেস উনাই। সর্বাধিক ১১ অ্যাসিস্টও বেনজেমার। রায়ো ভায়োকানোর অস্কার ত্রিয়ো এবং বার্সেলোনার উসমান দেম্বেলে ৯টি করে অ্যাসিস্ট করেছেন।





অভিনেত্রী এস্টেল হ্যারিস আর নেই

(শেষের পাতার পর)

পাম ডেসার্টে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কৌতুক টেলিভিশন সিরিজ 'সাইনফিল্ড'-এ অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছিলেন এস্টেল হ্যারিস। তার সরু, তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ আজও 'সাইনফিল্ড'-প্রেমীদের কানে ভাসে।

তা ছাড়া 'টয় স্টোরি'তে 'মিসেস পোট্যাটো হেড'-একক চরিত্রে ডাব করেছিলেন এস্টেল। অভিনয় করেছেন আরও এক কৌতুক ঘরানার টেলিভিশন সিরিজ, 'দ্য স্যুট লাইফ অব জ্যাক অ্যান্ড কোডি'তে। সেগুলোতেও তার কাজ প্রশংসিত হয়। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে জন্মেছিলেন এস্টেল হ্যারিস। তার যৌবন কেটেছে পিটসবার্গ শহরতলিতে। সে□খানে তার বাবার লজেন্সের দোকান ছিল। স্কুলে পড়াকালীন বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করার সময়ে তিনি বুঝতে পারেন, কথা বলার ভঙ্গি দিয়ে তিনি মানুষকে হাসাতে পারেন। কাজ করতে করতে তিনি হয়ে উঠেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ।

রমজান ঃ আত্মশাসনের মাস

(শেষের পাতার পর)

রোজাকে 'সওম' বলা হয়। এর অর্থ বিরত থাকা। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার, মিথ্যাচার, হীনকর্ম পরিহার করা। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাত বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি-এ ত্রয়ীর মহাসম্মেলন হল পবিত্র মাহে রমজান। রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন হল রহমত, পরের দশদিন মাগফিরাত এবং শেষের দশদিন নাজাত। রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির এমন সুবর্ণ সুযোগ অন্য কোন মাসে পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রিয় নবী রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমজানের দুই মাস পূর্বে থেকে দোয়া শুরু করে দিতেন-'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শা'বান, ওয়া বাল্লিগ না রামাজান।' অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসকে বরকতময় করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌছে দিন। মহানবী (স.)-এর দোয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় রমজান মাসের গুরুত্ব কী অপরিসীম। মুহাম্মদ (স.) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে। তেমনি মানবদেহের যাকাত হল রোজা। ধন-সম্পত্তির যাকাত না দিলে যেমন তা পবিত্র হয় না তেমনি রমজানের রোজা না রাখলে মানুষের দেহ পাক-পবিত্র হয় না। বছরের মধ্যে এক মাস একটানা রোজা শুধু মানুষের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে না, মানব দেহের উপর এর প্রচুর প্রভাব দেখা যায়।

রমজান মাস রহমতের মাস, বরকতের মাস ও সৌভাগ্যের মাস। এটি একই সঙ্গে সংযম, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য্য ও মানুষের জন্য সহানুভূতি উন্মীলন করার মাস। আল্লাহ এ মাসে সুবেহ সাদেক বা সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিত্তশালীরা গরিবদের ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। রমজান মাস এত পবিত্র বরকতময় এবং সম্মানিত এ জন্য যে এ মাসে আল্লাহর পবিত্র কালাম 'কুরআন মাজিদ' নাজিল হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এ মাসে লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে কুরআন মাজিদ নিয়ে অবতীর্ণ হন। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে তা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে নাজিল হয়। এছাড়াও সব গ্রন্থ যথা তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতি রমজান মাসে হযরত মোহাম্মদ (স.) জিব্রাইল (আঃ) কে পুরো কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতেন আবার জিব্রাইল (আঃ) পড়ে শুনাতেন হযরত মোহাম্মদ (স.) কে। তাই রমজানে বেশি বেশি করে কুরআন শরিফ পাঠ করা অতি পূণ্যের কাজ।

রমজান মাসের বিশেষ ও প্রধান কাজ হল রোজা পালন। এ রোজা পালনের দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধন হয়ে থাকে। এ মাসে সারাদিন উপবাস থেকে রোজা রাখার পর ইফতার শেষে বিশ্রাম উপেক্ষা করে বিশ রাকাত 'তারাবিহ' নামাজ আদায় করতে হয়। হযরত মোহাম্মদ (স.) বর্ণনা করেছেন, রমজানের তারাবিহকে আমি তোমাদের জন্য সুন্নত করে দিয়েছি। এ ধরণের কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের দ্বারা মানুষ শারীরিকভাবে মেদ বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পেটের পীড়া ও রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। পবিত্র রমজানের রোজা পালনের দ্বারা মানুষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাসী মনোভাব থেকে বিরত থাকতে পারে। মহানবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন রোজাদার ব্যক্তি যেন অশ্লীল কথাবার্তা বলে কোন গন্ডগোলের সৃষ্টি না করেন। কেউ যদি তাকে তিরস্কার করে তবে সে এ কথা বলবে 'আমি রোজাদার, তোমার সঙ্গে এমন ধরণের অপকর্মে আমি লিপ্ত হতে চাই না।' পবিত্র রমজানে মদ ও জুয়ার মতো বহুবিধ জীবন-বিধ্বংসী বদঅভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ করা যায়। দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক উন্নয়নের জন্য পবিত্র মাহে রমজানের কোনো বিকল্প নেই। রমজান মাসের রোজার দ্বারা মানুষের মানসিক এবং দৈহিক সুস্থতা আসে। এ মাসে মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। রমজান মাসে ত্রিশ দিন রোজা রাখার ফলে রোজাদারের পরিপাক যন্ত্রগুলো বিশ্রাম লাভ করে এবং পতিত জমির ন্যায় শক্তি লাভ করে। সারা বছর শরীরে যে জৈব বিষ জমা হয়, রমজানের সিয়ামের আগুনে তা জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। রোজা মানুষকে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সাহায্য করে। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, দীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্য বেশি খাওয়া প্রয়োজনীয় নয়।

দীর্ঘ এক মাস রোজা প্রতিপালনের ফলে দেহের গ্লুকোজ ও ইনসুলিনের ক্ষমতা ফিরে আসে, তাতে লিভার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাকস্থলী অধিক তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ায় পেটের পীড়ার উপশম হয়। গ্যাষ্ট্রিক আলসারের ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং নতুন ক্ষমতা ফিরে আসে। বহুমূত্র, অজীর্ণ, বাত, হৃদরোগ ও রক্তচাপজনিত রোগ ইত্যাদি রমজানের সিয়ামের ফলে উপশম হতে বাধ্য হয় এবং রোগীর মধ্যে এক বিশেষ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার ফলে অনেক ধূমপায়ীর ধূমপান হ্রাস পায়, অনেকের অভ্যাস পাল্টে যায়, ফলে ধূমপানজনিত রোগের প্রসার কমে। অতএব রোজার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে, প্রতি বছর রোজা পালনের মাধ্যমে দেহের যথার্থ উপকার সাধিত হয়। কারণ সারাদিন দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন অনুশাসন পালনের পর রাতের বিশ রাকাত তারাবিহর নামাজ বিশেষ কার্যকরী। রমজান মাসের রোজা রাখা ও নামাজ এবং যাকাত পালন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। পুরুষ হোক অথবা মহিলা, ধনী বা দরিদ্র, অন্ধ বা বধির প্রত্যেককেই এটি মান্য করতে হবে। একমাত্র বদ্ধ পাগল ও নাবালকের জন্য রোজা ফরজ নয়। এছাড়া শরিয়তের অনুমোদিত কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত রোজা না রাখা কারোর পক্ষে জায়েজ নয়। আল্লাহ এ রমজানকে এত মহিমান্বিত করেছেন যে এর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসের নফল কাজগুলো ফরজের সমান পূণ্যের অধিকারী। আল্লাহ রোজার পূর্বক্ষণে 'সেহরী' নামক খানাকে পুণ্যময় করেছেন। সারাদিন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত থেকে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে রোজাদার ব্যক্তি যে ইফতার সামনে নিয়ে বসেন সে সম্পর্কে নবী করিম (স.) বলেন, 'তোমরা যখন ইফতার করো তখন খেজুর দ্বারা করবে, কেন না এতে বরকত নিহিত রয়েছে।'

পবিত্র হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে-'পবিত্র রমজান মাসটি পেয়ে যে ব্যক্তি বেহেস্তি হতে পারেনি তার মতো দুর্ভাগ্য আর কারো নেই। যে ব্যক্তি রোজার মাস পেয়ে তার জীবনের পাপসমূহ মাফ করিয়ে নিতে পারেনি সে ধ্বংস হোক।' মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেন, 'যে রোজা রেখে খাওয়া পরা থেকে বিরত থাকে অথচ নৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে না, তার রোজা কোন অবস্থাতে কাজে আসবে না।' রোজার মাহাত্ম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজে এর প্রতিদান দেব।' এ মাসে মুসলমানদের বড় দুশমন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়, বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় ও দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'পরকালে আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।' ঐ সময় রোজাদার ব্যক্তির জন্য আরশের ছায়ার নিচে দস্তরখানা বিছানো থাকবে। সেখানে বসে তারা মহানন্দে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যসমূহ উপভোগ করবে। যারা রোজা রাখেনি তারা তখন বলবে, আমরা হিসাবের দায়ে অস্থির হয়ে উঠছি আর তোমরা শুধু খাচ্ছ আর খাচ্ছ, হিসাব দেয়ার কোন কথা নেই। এটি কেমন কথা? তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা রমজান মাসে দিনের বেলা খাচ্ছিলে আর এরা তখন রোজা পালন করছিল। এখন তাদের রোজার প্রতিদান দেয়া হচ্ছে।' সে জন্য আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রোজা আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিফল দান করব।' বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে তার মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। এ বিশেষ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদাররা প্রবেশ করবেন। এ রমজান মাসে ধৈর্য্য ধারণের জন্য হাদিস শরিফে নির্দেশ এসেছে। অথচ দেখা যায়, কিছু লোক আছে যারা রমজান মাস এলে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়। রোজা ঈমানদারদের জন্য ঢালস্বরূপ। শত্রুর হাত থেকে ঢালের মাধ্যমে যেভাবে নিজেকে রক্ষা করা হয় ঠিক তেমনি রোজা মুমিন মুসলমানদের পাপাচার থেকে রক্ষা করে। মহানবী (স.) বলেছেন, 'রোজা হচ্ছে ঢাল, সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না, কেউ যদি ঝগড়া করতে চায় তবে বলবে 'আমি রোজাদার'। এ মাসে যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও পুণ্যের নিয়তে রোজা রাখে এবং রাতের বেলা তারাবিহর নামাজ পড়ে সে ব্যক্তি সকল পাপ থেকে এমনভাবে নিষ্কলুষ ও পবিত্র হয়ে যায় যেন সদ্যপ্রসূত শিশু হয়ে জন্মগ্রহন করল। একমাত্র এ পবিত্র রমজানে 'বিতরের' নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা হয়। এ রমজান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো এক বেজোড় রাত যেমন একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ ইত্যাদি সমস্ত রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম শবে-কদর লুক্কায়িত থাকে। তবে অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ সাতাশ রমজানের রাতকে 'শবে-কদরের' রাত হিসাবে ধার্য্য করেছেন। এ মাসের তিন রমজান নারী জাতি শ্রেষ্ঠা বেহেস্তের সম্রাজ্ঞী হযরত ফাতেমা যোহরা (রাঃ) এর উফাত দিবস। এ মাসের সতেরো রমজান চতুর্থ খলিফা শের খোদা মহাবীর হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মহাগ্রন্থ 'ছহিফা' এ মাসে নাজিল হয়।

প্রকৃতপক্ষে রমজান মাস হচ্ছে মুসলমানদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের মাস। সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন তেমনি মুসলমানরাও প্রতি বছর রমজান মাসে ইসলামি জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

রোজা রেখেও সতেজ থাকার উপায়

(শেষের পাতার পর)

ভয় থেকে যায়। স্বাস্থ্যসচেতনদের জন্যে রমজান মাস তাই কিছুটা চ্যালেঞ্জিং তো বটেই। রোজা রাখাটা ঠিক সহজ কাজ না। তবে চেষ্টা করলে রোজা রেখেও নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা যেমন সম্ভব তেমন প্রচন্ড ক্ষুধায় কাহিল হওয়ার সমস্যাও এড়ানো সম্ভব। আসুন দেখে নেই বিশেষজ্ঞরা কি পরামর্শ দিচ্ছেন এ ব্যাপারে।

রোজা রাখলে দেহের উপকারই হয়

অধিকাংশ খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ জানান রোজা রাখলে আপনার দেহের সুস্থতা নিশ্চিত করা যায়। তারা বলেন, সারাবছরই পরিপাকতন্ত্র ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রোজার সময় আমাদের পরিপাকতন্ত্র কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পায়। ফলে দেহের ভেতর কিছু মৃত কোষ দূর হতে শুরু করে। এছাড়াও রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, প্রদাহজনিত সমস্যা, স্ট্রেসের সমস্যা দূর করতেও সাহায্য করে রোজা। এখানে সমস্যা হলো, সারাদিন কোনোকিছুই না খাওয়ার ফলে আপনার নিজের কিছুটা দুর্বল লাগতে পারে। সেজন্যেই সেহরি বা ইফতারের সময় খাবারের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

ইফতার ধীরে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন

রমজানের সময় খাওয়া দাওয়ার সময় তাড়াহুড়োটাই যেন স্বাভাবিক। সেহরির সময় চলে যাবে বলে অনেকেই দ্রুত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে এমনটা করা উচিত নয়। তাছাড়া ইফতারের আগ মুহূর্তে অনেকে প্রচন্ড ক্ষুধায় বেশি খেয়ে ফেলেন। তাতে আখেরে কি হয়? নড়াচড়ার একটুও জো থাকে না।

খাওয়াদাওয়া করুন ধীরে সুস্থে। আস্তে আস্তে চিবিয়ে খান। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মস্তিষ্কে ক্ষুধা মেটার সিগন্যাল পৌঁছুতে ২০ মিনিট সময় লেগে যায়। তাই আপনি অসাবধানে বেশি খেয়ে ফেলতেও পারেন। তাই আস্তে-ধীরে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন।

সেহরি বাদ দেবেন না

অনেক মানুষেরই ধারণা সেহরি না খেলে বরং স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো। ইফতার, রাতের খাবার এবং পরে সেহরি। এইভাবে খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সুযোগ থাকে। ব্যাপারটা মোটেও এমন না। আগেই বলেছি, আস্তে-ধীরে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে নিলে আপনি এই তিনটি সময়েই খেতে পারেন।

খাদ্যতালিকায় যা রাখবেন

রোজার সময় খাদ্যাভ্যাসেও বদল আনতে হবে। সচরাচর রোজার সময় উচ্চ মাত্রার প্রোটিন এবং উচ্চ মাত্রার ফাইবারযুক্ত খাবার খেতে হবে। কারণ একটাই, এসকল খাবার পরিপাকে সময় লাগে। তাই খুব দ্রুত ক্ষুধা লাগার সম্ভাবনা নেই। অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার বিশেষত সাদা চিনি এড়ানোই ভালো। ইফতারের সময় তাই ঘরোয়া মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ারই পরামর্শ দেন অনেকে। তবে ফাইবারজাতীয় খাবার খাওয়ার সময় কিছুটা সতর্ক থাকতেই হবে। অনেক সময় ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আপনার হরমোনে পরিবর্তন আনে। এতে শরীরে মেদ জমতে শুরু করে। তাই প্রোটিন এবং ফাইবার-সমৃদ্ধ খাবারে মনোযোগ দিন।

নিজেকে হাইড্রেটেড রাখবেন যেভাবে

সহজ হিসেব- আগে জেনে নিন প্রতিদিন আপনার শরীরে কতটুকু পানি লাগে। তারপর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের আগে ও পরে ওই পরিমাণ পানি খেয়ে নিন। এই সময় একটানা পানি খাওয়ায় সমস্যা হলে লেবু চিপে মিশিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও আরো কিছু পরামর্শ অনুসরণ করতে পারেন- সোডিয়ামের পরিপূর্ণ কিংবা ভাজাপোড়া খাওয়া বাদ দিন। সেক্ষেত্রে পোল্ট্রির মাংসও এড়িয়ে চলুন।

ইলেক্ট্রোলাইট সমৃদ্ধ তরল খাবার খান। বিশেষত ইফতারের পর ডাব খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।

পানি এক নিমিষেই খেয়ে ফেলবেন না। বরং সময় নিয়ে খান। পানি আছে এমন ফল বেশি বেশি খান। যেমন এই গরমে তরমুজ, শসা, বেল, ইত্যাদি।

ঘুম এড়াবেন না

রোজার সময় রাতে একটানা ঘুমটা পুরোপুরি সম্ভব না। সেক্ষেত্রে সারাদিনের ব্যস্ততায় পাওয়ার ন্যাপ দেয়ার অভ্যাস করুন। এতে একেবারে না ঘুমানোর অস্বস্তি দূর হবে।

ব্যায়ামের অভ্যাসে রদবদল

রমজানে অবশ্যই নতুন এক্সারসাইজ রেজিমেন শুরুর সঠিক সময় না। নিজের ফিটনেস লেভেলের উপর ভিত্তি করে কেমন ব্যায়াম করা যায় তা আগে জেনে নিতে হবে। সেহরির আগে আগে অনেকে ব্যায়াম করেন। এমনটা করা উচিত না। কারণ তাতে সারাদিন শরীর দুর্বল লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে ইফতারের পর ব্যায়াম করুন। ব্যায়ামের আগে ফাইবার বা শর্করাজাতীয় খাবার খেলে শরীরে বল আসবে।



মন্ত্রী মহোদয় ঠিক কথাই বলেছেন

একেএম শামসুদ্দিন

গত বছর ১২ নভেম্বর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তার কিছু বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে-কিছু দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্বহীন ও কান্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য রেখে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

শুধু রাজনীতিবিদই নন, জনপ্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কেউ কেউ সভা-সমিতি-সেমিনারে তাদের দায়িত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে বক্তব্য রাখছেন, মন্তব্য করছেন, যা মোটেও শোভন নয়। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, আচরণবিধি আছে, সবার সীমারেখা মেনে চলা অতি আবশ্যক।'

ওবায়দুল কাদের যথার্থই বলেছেন। তার এ ধরনের বক্তব্য গভীর চিন্তাপ্রসূত বলেই মনে হয়েছে। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা এমন আচরণ করে বসেন, যা ক্ষমতাসীন দলের জন্য সত্যিই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ মান্য করেই চলা উচিত। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, সরকারি কর্মকর্তারা প্রায় নিয়মিত এই আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন করে প্রকাশ্য বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন, যা দৃষ্টিকটু মনে হয়। গত ২৬ মার্চ এমন একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তিই যেন দেখতে পেলাম। ঢাকার রাজারবাগ অডিটরিয়ামে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুলিশের দুই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বক্তব্য শুনে ওবায়দুল কাদেরের কথাই মনে পড়ে গেল। সেদিন এ দুই কর্মকর্তা প্রকাশ্যেই বিরোধী দলের নাম উল্লেখ না করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, সেদিন স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক কর্মকর্তা বলেছেন, "দেশের অর্থনীতির ওপর অবরোধ আরোপ করতে একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা লবিস্ট নিয়োগ করেছেন, জিএসপি বন্ধ করতে চিঠি লিখেছেন। আপনারা রাজনীতি করেন জনগণের জন্য, আবার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'আপনারা কারা, হু আর ইউ?' কী চান আপনারা?"

এতদিন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-নেত্রীদের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে লবিস্ট নিয়োগের ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছি। এখন পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার মুখেও একই কথা শুনতে পাচ্ছি, তাতে বিস্ময় জাগে বৈকি! একই অনুষ্ঠানে অপর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আরও তির্যক ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে বলেছেন, 'একটি পার্টির খুব সিনিয়র এক নেতা বলা শুরু করেছেন, তাদের নেত্রী নাকি এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা। এর চেয়ে হাস্যকর...। যাকে তার স্বামী পরিত্যাগ করে বলেছিলেন, পাকিস্তানের ওখানে কী করছ...। আর এখন সে নাকি বড় মুক্তিযোদ্ধা।' সরকারি কর্মকর্তা হয়ে এ ধরনের বক্তব্য রাখা কতটুকু শোভনীয় হয়েছে অথবা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সরাসরি আক্রমণ করে কথা বলে তারা সাধারণ জনগণের কাছে তাদের পদমর্যাদার সম্মান কতটুকু ধরে রাখতে পেরেছেন সে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকধারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাধারণত পোশাকি ভাষায় বক্তব্য রাখবেন, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বিগত পাঁচ-সাত বছর ধরে বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে ভাষায় কথা বলছেন, তাতে তাদের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী ভাবতেও দ্বিধা লাগে।

সম্ভবত এসব কথা বিবেচনা করেই ওবায়দুল কাদের কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তার বক্তব্যকে কান্ডজ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার এ ধরনের আচরণ কেবল বর্তমানেই পরিলক্ষিত হচ্ছে না; বিগত ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে তাদের আচরণে এমন পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতায় আসীন হওয়া নিয়ে তৎকালীন পুলিশের আইজিপির একটি বক্তব্য ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। তার সেই বক্তব্য জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে তখন ফলাও করে প্রচারিত হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে তা অস্বীকার করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আচরণ বিধিমালা মান্য করেই চলতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বর্তমানে এমন এক দুঃসময় অতিবাহিত করছি যে, এসব আইন, বিধিমালা মান্য করার প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এ ধরনের আচরণ শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এ প্রবণতা পুলিশের নিুপর্যায়ের সদস্যদের ভেতরও লক্ষ করা যায়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে উপস্থিত থেকে দলীয় স্লোগান দিতে দেখা যায়। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে পুলিশের উপস্থিতিতে একই মঞ্চে বক্তৃতা দিতে দেখা যাচ্ছে, রিমান্ডের আসামি পুলিশের হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে থানা প্রাঙ্গণেই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছে।

এখানে দুএকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। ২০১৭ সালের ২৫ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় ১৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, অন্যান্য গণ্যমান্য অতিথিসহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান আল মামুনের উপস্থিতিতে বক্তৃতা দিতে দেখে গোপালপুরের সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়েছিলেন। অথচ পুলিশের তালিকায় সাইফুল একজন পলাতক আসামি হিসাবে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

মরহুম শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত বছর ৪ আগস্ট দিবাগত মধ্যরাতে শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পালং মডেল থানার ওসি আক্তার হোসেনকে দলীয় স্লোগান দিতে দেখা গেছে, যার ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মানুষের ভেতর ব্যাপক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে, ওসি স্লোগান দিচ্ছেন, 'শুভ শুভ শুভ দিন, শেখ কামালের জন্মদিন; আমরা সবাই মুজিব সেনা, ভয় করি না বুলেট বোমা।'

ওসির এই স্লোগানের সঙ্গে শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। সরকারের পোশাকধারী কর্মকর্তা হয়ে দলীয় স্লোগান কেন দিচ্ছেন, সাংবাদিকরা ওসিকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, 'পুলিশে জয়েন করার আগে তিনি ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন, তাই ভুল করে দলীয় স্লোগান দিয়ে ফেলেছেন।' গত ৮ মার্চ হত্যা মামলার এক রিমান্ডের আসামি ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল পুলিশের হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে একই জেলার শৈলকুপা থানা প্রাঙ্গণে পুলিশের উপস্থিতিতে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছেন যা ছিল নজিরবিহীন। রিমান্ডের এই আসামির হাতে হাতকড়াও লাগানো ছিল না।

প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের থানা পর্যায়ের অফিসাররা এ ধরনের আচরণ কি ইচ্ছা করেই করেন? না মাঝে-মধ্যে বাধ্য হয়েই তাদের এরূপ করতে হয়! পুলিশে কর্মরত আমার পরিচিত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পেয়েছি তা হলো-কেউ কেউ চাকরিতে ভবিষ্যৎ পদোন্নতি জন্য এসব করে থাকেন। একইসঙ্গে নানাবিধ রাজনৈতিক চাপে পড়েও অনেকেই এসব করতে বাধ্য হন। কেউ আবার অতি উৎসাহী হয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। বাধ্য হয়ে যে করেন, তার প্রমাণ আমরা কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে দেখতে পাই। ছোট্ট একটি ঘটনার অবতাড়না করলে তা স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

গত ১০ মার্চ লোহাগড়া উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারসভায় গমনকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের লোহাগড়া থানার পুলিশ মারধর করলে এ খবরে জনসভায় উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এ হামলার প্রতিবাদ করে ওসিকে জনসভায় এসে ক্ষমা চাইতে সময় বেঁধে দেন। থানার ওসি মো. আলমগীর হোসেন দেরি না করে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই আওয়ামী লীগের জনসভা মঞ্চে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

শুধু তাই-ই নয়, ওসি ভরা জনসভায় ক্ষমা চাওয়ার পরও এ হামলার ঘটনায় এসআই আতিকুজ্জামান, এসআই সজল ও পুলিশ সদস্য কালামকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ যদি অন্যায় কিছু করে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে।

থানার ওসিকে কেন জনসভায় গিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে? আমরা একবারও কি ভেবে দেখেছি এ ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে পুলিশ সদস্যদের মনোবলের ওপর কত বড় আঘাত করা হয়েছে? এসব পরিস্থিতি যদি উর্ধ্বতনেরা সঠিকভাবে সামাল দিতে না পারেন তাহলে পুলিশ সদস্যদের মোরাল কত নিচু হয়ে যায় তা কি একবারও বিবেচনায় আনা হয়েছে?

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্রশাসন। এই প্রশাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ হলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলতে প্রধানত পুলিশ সার্ভিসকেই বোঝায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে পুলিশ বাদে অন্য বাহিনী থাকলেও মূলত পুলিশই আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাষ্ট্রের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আচরণ বিধিমালা মান্য করেই চলতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা বর্তমানে এমন এক দুঃসময় অতিবাহিত করছি যে, এসব আইন, বিধিমালা মান্য করার প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কম-বেশি সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ খুব গভীরভাবে দলবাজিতে লিপ্ত রয়েছে, যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের আখের গোছাতে তারা ব্যস্ত থাকেন।

দুষ্টু লোকরা তাই বলে বেড়ায়, এসব সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে কেউ হয়তো চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য এমন আচরণ করে থাকেন! আবার কেউ হয়তো সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ দখলের জন্য কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একটি সংগঠনের মাঝারি কিংবা নিচু স্তরে এমন প্রবণতা দেখা দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধস্তনদের সংশোধন করার সুযোগ থাকে। যদি উর্ধ্বতনের ভেতরই এ প্রবণতা দেখা যায়, তাহলে সংশোধনের সুযোগ কোথায়?

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে গ্রন্থের একটি উক্তির কথা মনে পড়ে গেল, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে?' ফলবৃক্ষের গোড়া যদি সবল না হয়, তাহলে পরিপুষ্ট ফল হবে কী করে! কাজেই এ ধরনের প্রবণতা সরকার ও সংগঠন উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক নয়। সম্ভবত সে কথা উপলব্ধি করেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অনেক আগেই সরকারি কর্মকর্তাদের কারও কারও আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সমালোচনা করেছেন। সেদিন তিনি তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেছিলেন, 'বক্তব্য দেওয়া বা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের নিজস্ব পরিমন্ডল বিবেচনা করা তথা সীমারেখা মেনে চলা উচিত। কারও কারও অতি উৎসাহ এবং বাড়তি কথা বা বক্তব্যে জনমনে ভুল মেসেজ যেতে পারে, যা দেশের জন্য মোটেই শুভ নয়।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৫

(শেষের পাতার পর)

এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে নিউইয়র্ক আমার জন্য নয়। এ শহর আমাকে ক্রমাগত কষ্ট দুঃখ একাকিত্ব আর অবহেলার বিচিত্র সব স্মৃতিতে জড়ানো একটা জীবন উপহার দিচ্ছে।

বেশ কটা দিন ধরে অসুস্থ, অবশ্য নিউইয়র্কে আসার পর থেকেই অসুস্থ থাকি। ইদানীং সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। গত শুক্রবার একান্ত বাধ্য হয়ে মন্টিফেয়ার ইমার্জেন্সিতে গেলাম, সন্ধ্যা ৬ টা ১৭ মিনিটে সেখানে পৌছাই আর রাত্রি ৩ টায় বাসায় ফিরে আসি বিনা চিকিৎসায়, পুরো ৯ টা ঘন্টা খাবার, পানি ছাড়া, অসুস্থ শরীরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মনে হচ্ছিল এত কষ্টের চেয়ে মরে যাই না কেন!!

এদেশের ইমার্জেন্সিতে এটা দ্বিতীয়বার, প্রথমবারও ৫ ঘন্টা বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছিল, একা একা অচেনা অজানা শহরের একটা হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে, তখন মাত্র এসেছি। সেই ৫ ঘন্টার স্মৃতি ভুলব না, ভেবেছিলাম আর যেতে হবে না কিন্তু এবারও বাধ্য হয়ে যেতে হলো, প্রথম বারের চেয়ে এবার আরও করুণ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো।

মন থেকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালার কাছে খুব করে চাই তৃতীয়বার যেন যেতে না হয়। এই শহরের কাউকেই যেন ইমার্জেন্সিতে যেতে না হয়। চিকিৎসা দেয়া দূরের কথা তারা আমাকে আরও অসুস্থ করে দিয়েছে। আর ব্যবহার!! মানুষ মানুষের সাথে এত খারাপ ব্যবহার করে, ছি ছি। বারবার পানি চাওয়ার পরও এক ফোঁটা পানি দেয়নি।

সেই ভয়াবহ, তিক্ত, জঘন্যতম ৯ ঘন্টায় যখন ভালোবাসা আর মানবতার প্রতি ঘেন্না ধরে গেছে। তখন পরের দিন মানে গতকাল কাজে যেতে পারিনি, তাই নতুন অফিসের কলিগদের ফোন কল আর টেক্সে কিছুটা মন ভালো হলো, এমনকি প্রাক্তন কলিগও খোঁজ খবর নিল।

যাইহোক জীবন তো থেমে থাকে না, যেহেতু মরে যেতে পারব না, চাইলেও, বাঁচতে তো হবেই। হসপিটাল থেকে আসার পর সব কাপড় চোপড় আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। আজ সকালে ক্লান্ত শরীরে প্রচন্ড ঘুমের ঘোরে কোন রকম নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম লন্ডি করতে। নিচে নামতেই মন ভালো হয়ে গেলো, এত সুন্দর, সুনীল আমার প্রিয় খোলা আকাশ!! শুধু মন ভরে না, পেট ভরে দেখলাম তাকে। একই আকাশের নিচে আমরা দু'জন, আমি যেমন ওই আকাশে তাকে দেখি, সেও কি দেখে আমায়!!???

রোববার স্বভাবতই ভীড় থাকে তাও আজ ভাগ্য ভালো লন্ডি করতে পেরেছি। মেশিনে কাপড় চোপড় দেয়ার পর খেয়াল হলো মাঝ বয়সী এক স্বাস্থ্যবান স্প্যানিশ ভদ্রলোক অনেক কাপড় চোপড় নিয়ে এসেছেন ধুতে।

ভদ্রলোক বেশ তাড়াহুড়ো করছিলেন, আমি উনাকে কিছু টিপস দিলাম যাতে উনার সময় বাঁচে কিন্তু কাপড় ধোয়া হয়। তো কথায় কথায় হাসি মুখে বলছিলাম, 'লাকি সি ইজ'। সে অনেক খুশি হয়ে বলল, ইটস হার বার্থডে, তাই আজ তার জন্য স্পেশাল কিছু করব ভাবছিলাম। সে সব সময় বলে আমি তার ঘর সংসারের কাজে হেল্প করি না। খালি টাকা রোজগার করি। তো সব সময় তার জন্মদিন আর অন্যান্য দিনে তাকে দামী উপহার দেই তাও সে খুশি হয় না।

তাই গতকাল রাত্রিতে চিন্তা করলাম কি করা যায়। সকালে তাকে তার বান্ধবীর সাথে ঘুরতে পাঠিয়ে লন্ডি করতে এলাম। গিয়ে ঘরদোর পরিস্কার করব কিন্তু আমি রান্নাবান্না পারি না। সে আমাকে এসব করতে বলে কিন্তু আমার জন্য টাকা রোজগার করা সহজ।

জিজ্ঞেস করলাম তাকে সময় দাও? বলল আসলে সময় হয় না, তবে আরও কিছু টাকা জমলে কাজ কমিয়ে দিব।

বললাম ততদিন যদি দেরি হয়ে যায়? যদি কেউ চলে যায় দূর বহুদূর! ভদ্রলোক থমকে গেলেন, তার হাসিখুশি মুখটা ম্লান হয়ে গেলো। বললাম, মন খারাপ করো না এখনো সময় আছে। তাকে সময় দাও, মেইক হার ফিল ইউর লাভ, ইনজয় দ্যা মোমেন্ট লিভ দ্যা মোমেন্ট, নিজেকে বা তাকে ঠকিয়ো না।

সে যেহেতু দামী উপহারে খুশি হয় না তারমানে সে তোমাকে চায়, তোমার কাছ থেকে সময়, মনোযোগ আর ভালোবাসা চায়। তুমি লন্ডি গ্রোসারি ঘর ক্লিন করতে পারো না ঠিক আছে, রোজ রোজ না করো, মাঝে মাঝে করো। অথবা সে যখন করে তার পাশে থাকো অন্তত।

মাঝে মাঝে ঘুরতে যাও, না হয় অন্তত নিজেদের ঘরে এক সাথে এক মগে কফি খাও দেখবে সে কতো খুশি হয়। সে তখন ফুলের মতো সৌরভ ছড়াবে তোমার জীবনে।

(এক মগে চা!! সেই কিশোরীবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ভালোবাসার মানুষের সাথে এক মগে চা খাব!! যখন আমি ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকব কিংবা আয়নায় নিজেকে সাজাব হঠাৎ করেই সে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরবে। আফসোস কিছু কিছু মানুষের জীবনে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়!! কেন!!???)

ফেরার আগে তাকে মাশরুম ওমলেট, টার্কিশ ওমলেট, আফগান ওমলেট, খিচুড়ি আর আমার নিজের রেসিপি- টুনা কাবাব, স্পিনাশ ওমলেট আর জুকিনি (কজেট) ওমলেটের রেসিপি দিয়ে এলাম। কারণ এগুলো সহজ, হেলদি তার ওয়াইফ এগ চিজ পছন্দ করেন। ওনি কথা দিয়েছেন আজ রাত্রিতে ডিনার নিজের হাতে তৈরী করবেন তার প্রেয়সীর জন্য।

শুধু তাই না, আগামী সপ্তাহে উইকেন্ডের পুরো দুটো দিন তাকে নিয়ে ঘুরতে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাসায় ফিরে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আমি কল্পনায় একটা সুখী যুগলকে দেখতে পেলাম। দেখলাম দেরি হয়ে যাবার আগেই এক উজ্জ্বল দীপ্তিময় পুরুষ ভালোবেসে একজন নারীকে ফুলের মতো সুন্দর করে তুলছে।

কাউকে সুখী করতে আসলে খুব বেশি কিছু লাগে না। একটুখানি ভালোবাসা, একটু আদর, একটু মনোযোগ, একটু সময় এই তো! তারচেয়ে বেশী জরুরী হলো অনুভব করানো, 'আমি আছি'। দূরে থেকেও কাছে আছি, পাশে আছি, তুমি একা নও।

(ব্লগটা শুরু করার সময় কখনো ভাবিনি এত পাঠকপ্রিয়তা পাবে। আজ ২৫ তম পর্ব হলো, এটা আমার জন্য মাইলফলক। খুব ইচ্ছে ১০০ তম পর্ব লিখি। যদি বেঁচে থাকি, সুস্থ থাকি, লিখতে পারি, ইনশাআল্লাহ ১০০ তম পর্ব লিখব।)

** প্রতিটা পর্ব লেখার পর অসাধারণ সব মন্তব্য আর ম্যাসেজ পাই ইনবক্সে যা আমার লেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। পাঠক সহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা অসীম।

এক বছরে ইউরোপের নাগরিকত্ব পেলেন ৮৬৮৫ বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

আইসল্যান্ডসহ ইউরোপের দেশগুলোতে আট হাজার ৬৮৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পেয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০২০ সালের পরিসংখ্যানে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৬৬১ জন বাংলাদেশী ২০২০ সালে ইতালিয়ান নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে ৭৬৬ জন নিয়ে রয়েছে স্পেন এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বর্তমান সময়ের অভিবাসীদের পছন্দের গন্তব্য পর্তুগাল যেখানে ৬৭৮ জন বাংলাদেশী পর্তুগিজ নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ব্রেক্সিটের পর যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশীদের হিসেবটা এখানে যুক্ত না হওয়ার পরেও তা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি। অর্থাৎ ২০১৯ সালে সর্বমোট ৮ হাজার ৫৫ জন বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। এরমধ্যে যুক্তরাজ্যেই ছিল ৩৭৮০ জন।

আয়তন এবং জনসংখ্যার বিচারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের অধিক সংখ্যক প্রবাসী ইউরোপে বসবাস করলেও তাদের নাগরিকত্ব হার খুব বেশি নয়। একই সময়ে ভারতের ১৬ হাজার ৪০০ জন এবং পাকিস্তানের ১৬ হাজার জন ইউরোপের নাগরিকত্ব পান।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশীরা নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফ্রান্সে ৪৯৭ জন, সুইডেনে ৪৩২, জার্মানীতে ২৫৫, নেদারল্যান্ডে ৯৬, ফিনল্যান্ডে ৭২, নরওয়েতে ৬৭, সুইজারল্যান্ডে ও অস্ট্রিয়াতে ৫১ জন।

ইউরোপের এই দেশগুলোতে একই সময়ে সর্বমোট ৭ লাখ ২৯ হাজার বিদেশি নাগরিকত্ব পেয়েছেন। সর্বোচ্চসংখ্যক নাগরিকত্ব অনুমোদনকারী দেশ সুইডেন, অতঃপর পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification



Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

জাহিদুল হত্যা: আওয়ামী লীগ নেতা ওমর ফারুককে দল থেকে বহিষ্কার

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : আওয়ামী লীগের নেতা জাহিদুল ইসলাম ওরফে টিপু হত্যাকাণ্ডের ঘটনার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ওমর ফারুককে ঢাকা দক্ষিণ সিটির ১০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে দুপুরে ওমর ফারুকসহ (৫২) চারজনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানায় র‍্যাব। আসামিদের চারজনই ২০১৩ সালে হত্যাকান্ডের শিকার যুবলীগ নেতা মিল্কীর অনুসারী বলছে র‍্যাব। র‍্যাব বলছে, জাহিদুলকে গুলির পর আসামিরা পরস্পরকে মেসেজ দেন 'ইট ইজ ডান'। শনিবার সন্ধ্যার দিকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন।

বহিষ্কারাদেশে সই করেছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির।

এতে বলা হয়, 'গত ২৪ মার্চ রাতে মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হয়েছেন। সেই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আপনাকে (ওমর ফারুক) গ্রেপ্তার করেছে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খবর ব্যাপক প্রচারে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এর দায়ভার কোনোভাবেই ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ বহন করতে বাধ্য নয়। দলের নীতি ও শৃঙ্খলাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সংগঠনের গণতন্ত্রের ৪৭ ধারা মোতাবেক আপনাকে (ওমর ফারুক) বহিষ্কার করা হলো।'

গত ২৪ মার্চ রাত সোয়া ১০টার দিকে রাজধানীর শাহজাহানপুরের আমতলা মসজিদ এলাকায় এলোপাতাড়ি গুলিতে খুন হন মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম ওরফে টিপু (৫৮)। সে সময় সড়কে যানজটে আটকা পড়ে রিকশায় বসে থাকা কলেজছাত্রী সামিয়া আফরান (২২) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন জাহিদুলকে বহন করা মাইক্রোবাসের চালকও।

হেলথ টিপস : সাবধান থাকতে হবে ঝাল থেকে

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : অনেকেই আছেন, যারা খাবারে ঝাল পছন্দ করেন। ঝালটা একটু বেশি না হলে খাবারই মুখে রোচে না। কিন্তু অতিরিক্ত ঝাল খেলে হতে পারে ব্রণ, ঘুমের সমস্যা এমনকি কথা বলাতেও বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। তবে খাবারে হালকা ঝাল মসলা স্বাদ ও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। খাবারে ঝাল মেদ কমাতে সহায়ক, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, হতাশা দূর করে।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের প্রকাশিত বেইজিংয়ের 'পিকিং ইউনিভার্সিটি হেল্‌থ সায়েন্স সেন্টার', যুক্তরাষ্ট্রের 'হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ' যুক্তরাজ্যের 'ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডে'র গবেষকদের করা গবেষণার ফল বলে, "যারা সপ্তাহের প্রতিটি দিন ঝাল খাবার খান তাদের মৃত্যুঝুঁকি কমে ১৪ শতাংশ। তবে ঝাল সবার জন্য নয়। আর উপকারী কিছু অতিরিক্ত গ্রহণ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

ল্যাক্সেটিভ : পেট খারাপ ও ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ঝাল খাবার। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক ওয়েবসাইট 'হেলথলাইনের করা গবেষণায় জানা যায়, ঝাল খাবারে থাকে 'ক্যাপসাইসিন' নামক জৈব রাসায়নিক উপাদান যা পাকস্থলির আস্তরণে অস্বস্তি তৈরি করে।

এই গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে ইটদিস নটদ্যাট ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়, এই অস্বস্তি থেকে বমিভাব, বমি, পেট ব্যথা, মলদ্বারে জ্বলুনি, ডায়রিয়া দেখা দেয়। যাদের ঝাল খাবার খাওয়ার পর এমন সমস্যা দেখা দেয়, বুঝতে তবে ঝাল পেটে সইছে না। সে ক্ষেত্রে ঝাল কম খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ব্রণ ও একজিমা : ফ্লোরিডার ত্বক বিশেষজ্ঞ রেবেকা টাং 'অ্যালর' ম্যাগাজিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "ঝাল খাবার অন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করলে পেট খারাপ, বুক জ্বালাপোড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময় ওই প্রদাহের উপসর্গ ত্বকেও চোখে পড়ে। ত্বকে লালচে ভাব, ব্রণ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। যদি কোনো নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পর এমন সমস্যা দেখা দেয় তবে সেই খাবারটাই বাদ দিতে হবে।"

অনিদ্রা : যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ওয়েবএমডির স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, "যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা দুপুর কিংবা রাতেও ঝালজাতীয় খাবার খেতে পিছপা হবেন না- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঝাল ও অম্লীয় খাবার বুক জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করার কারণে তা ঘুমের সমস্যা তৈরি করতে পারে। আর যাদের 'গ্যাস্ট্রোসাফোজিল রিফ্লাক্স ডিজিজ (গার্ড) আছে তাদের জন্য এই সমস্যা দ্রুত তীব্র মাত্রা ধারণ করতে পারে। তাই রাতের

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





নিউইয়র্কে রাজকুমার ছবি মহরত অনুষ্ঠিত

শাকিবের নতুন নায়িকা, কে এই কোর্টনি কফি

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের জনপ্রিয় সুপারস্টার শাকিব খানের জন্মদিনেই তর নতুন সিনেমা 'রাজকুমার'র মহরত অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে ঢালিউড-এর কিং খান খ্যাত শাকিব খানের এই সিনেমায় অন্যতম চমক ছিলো আমেরিকান অভিনেত্রী কোর্টনি কফি। 'রাজকুমার' সিনেমাটি শাকিব খানের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত হবে। প্রযোজক হিসেবে ছবিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আজকাল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জাকারিয়া মাসুদ জিকো। এই সিনেমার অপর প্রযোজক কাজী রিটন।

নিউইয়র্কের ফ্লাশিংস্থ লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা ব্যাঙ্কুয়েট রেষ্টুরেন্টের বলরুমে গত ২৮ মার্চ সন্ধ্যায় 'রাজকুমার'র মহরত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছবির নায়ক-নায়িকা ছাড়াও পরিচালক, প্রযোজকদ্বয় এবং ডিষ্ট্রিবিউটর ও প্রবীন অভিনেতা আহমদ শরীফ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

মহরত অনুষ্ঠানে ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষ অভিনেতা শাকিব খান বলেন, শুধু গ্রিনকার্ড নেয়ার জন্য আমেরিকাতে আসিনি। আমার যেটা আসল কাজ সেটাই করছি। এখানে যেহেতু পরিবেশটা আমার জন্য একেবারে নতুন, তাই সবকিছু গোছাতে কিছুটা সময় লাগছে। এতদিন যে স্বপ্ন দেখতাম এখন থেকে সেই স্বপ্নের পথে হাঁটা শুরু করলাম। যতদিন আমার শক্তি সামর্থ্য থাকবে, বাংলা সিনেমাকে এগিয়ে নিতে ততদিন আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো। বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে তিনি প্রবাসীদেও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

কোর্টনি কফি তার বক্তব্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী ছবিতে অভিনয় করার সুযোগে উচ্ছাস প্রকাশ করেন।

ছবির পরিচালক হিমেল আশরাফ জানান, রাজকুমার ছবির শুটিং হবে জুলাই নাগাদ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ব্যয়বহুল এই ছবির শুটিং হবে। টেকনিশিয়ান হিসেবে থাকবেন বলিউড ও আমেরিকান প্রফেশনালরা।

অভিনেতা আহমদ শরীফ বলেন, নায়ক শাকিব খানের জন্য বাংলা সিনোমার জনপ্রিয়তা আবার ফিরে আসছে। আর রাজকুমার ছবির মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেশা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্থান করে নিচ্ছে। তিনি ছবির সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ছবির পরিবেশক জানান, শুধু বাংলাদেশ নয়, রাজকুমার মুক্তি দেয়া হবে আমেরিকা, লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্য, কানাডা, ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েই তিনি মাঠে নেমেছেন।

কে এই নায়িকা: কোর্টনি কফির জন্ম বেড়ে ওঠা নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে। তার উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। তিনি নিউইয়র্কের থিয়েটারের একজন পরিচিত আর্টিস্ট। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন পরিচিত নন। তার নেই কোনো উইকিপিডিয়া পাতা।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পেশাদার এজেন্সির মাধ্যমে অভিনেত্রী বাছাই করা হয়েছে। সেই এজেন্সি প্রথমে ৮৭ জনের একটি তালিকা দেয়। সেখান থেকেই নানান পর্বে বাছাই শেষে কোর্টনিকে পছন্দ করা হয়েছে। তাদের প্রোফাইল দেখে প্রাথমিকভাবে ৪০জনকে অডিশনের জন্য ডাকা হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ে থাকা ৪০ জন থেকে আবার অডিশনের মাধ্যমে ১০জনকে রাখা হয়। সেই ১০জনের মধ্যে আবার টপ থ্রি'র নির্বাচন করা হয়। পরে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভিনয়, লুক, ডান্স সবকিছু যাচাই-বাছাই করে শেষ পর্যন্ত 'রাজকুমার' ছবির নায়িকা হিসেবে বাদামি চোখের স্বর্ণকেশরী কোর্টনি কফিকে চূড়ান্ত করা হয়।

শাকিব খানের নায়িকা কোর্টনি কফি দ্য নেইবারহুড প্লে হাউজ স্কুল অব থিয়েটারে অভিনয়ে লেখাপড়া করেছেন। পাশাপাশি তিনি আমেরিকান শর্ট ফিল্ম 'দ্য স্ট্রম', 'কারেন্টলি দ্য ডিবেট', 'এভেঞ্জিং এঞ্জেলস' এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়াও তিনি থিয়েটারে অভিনয় করেছেন 'মিডসামার নাইটস ড্রিম', 'জুরি ডিউটি দ্য মিউজিক্যাল'-এ।

কোর্টনি কফি দ্য নেইবারহুড প্লে হাউজ স্কুল অব থিয়েটারে অভিনয়ে লেখাপড়া করেন। যুক্তরাষ্ট্রের শর্ট ফিল্মে দ্য স্ট্রম, কারেন্টলি দ্য ডিবেট, এভেঞ্জিং এঞ্জেলস-এ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া কোর্টনি কফি থিয়েটার এ মিডসামার নাইটস ড্রিম, জুরি ডিউটি দ্য মিউজিক্যাল- অভিনয় করেছেন। পরিচালক বলছেন, কোর্টনি কফি একেবারে প্রফেশনাল আর্টিস্ট। শাকিব ও আমাদের গল্পের সঙ্গে তাকে উপযুক্ত মনে হয়েছে। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services
Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC
Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

কাতার বিশ্বকাপই যে তারকাদের

(শেষের পাতার পর)

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচিও প্রকাশ করেছে ফিফা।

আগামী ২১ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর শেষ হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। আগের আসরগুলোর মতো এবারও মোট ৩২টি দল অংশ নেবে। এরই মধ্যে ২৯টি দেশ তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। বাকি রয়েছে আরও ৩টি জায়গা। সেগুলোর জন্য আগামী জুনে আটটি দেশ লড়াই করবে।

এবার বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারের শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে সবার আগে নাম চলে আসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির। একজনের বয়স ৩৭ ও আরেকজনের ৩৫। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তাদের বয়স হবে ৪১ ও ৩৯! ওই বয়সে কেউ পেশাদার ফুটবল খেলে যাবে তা আশা করাটাও বোকামি। এছাড়া উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ, এডিনসন কাভানি, স্পেনের জেরার্ড পিকে, ব্রাজিলের থিয়াগো সিলভা, পোল্যান্ডের রবার্ট লভানডফস্কি ও ক্রেয়েশিয়ার লুকা মদরিচ অন্যতম।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো: সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার তিনি। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতিহাসের সর্বাধিক গোলদাতা। দেশের হয়ে জিতেছেন ইউরো চ্যাম্পিয়ন। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচ বার ব্যালন ডিঅর পুরস্কার জিতেছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। খেলেছেন স্পোর্টিং লিসবন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের মতো সেরা ক্লাবে। এই মুহূর্তে তার বয়স ৩৭! দলের জয়েও নিয়মিত অবদান রেখে যাচ্ছেন। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৪১।

ওই বয়সে তিনি পেশাদার ফুটবল খেলা চালিয়ে যাবেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। তবে ধরেই নেওয়া যায় যে, এটাই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। যদিও তিনি কিছুদিন আগে বলেছেন, যতদিন শরীর সায় দেয়, খেলা চালিয়ে যাবেন। অবসরও নেবেন নিজের ইচ্ছায়, অন্য কারো সমালোচনা বা কথায় নয়।

লিওনেল মেসি: তিনিও সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। দেশের হয়ে জয় করেছেন কোপা আমেরিকার শিরোপা। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয়েছেন। সর্বোচ্চ সাত বার ব্যালন ডিঅর পুরস্কার জিতেছেন। বার্সেলোনার হয়ে জয় করেছেন অসংখ্য শিরোপা। তার বয়স এখন প্রায় ৩৫। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৩৯!

কিছুদিন আগে বলেছেন, বিশ্বকাপের পর অনেককিছুই পরিবর্তন হতে পারে। সেটা যে অবসরের কথাই বললেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি দেশকে বিশ্বকাপ শিরোপা না জেতাতে পারেন তাহলে সেটাই সত্যি হতে পারে। ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর্জেন্টিনার মাটিতে এরই মধ্যে নিজের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

রবার্ট লভানডফস্কি: বায়ার্ন মিউনিখের এই পোলিশ ফরোয়ার্ডের বয়স এখন ৩৩। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৩৭! তখন হয়তো পেশাদার ফুটবল খেলা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু বিশ্বকাপে নাও দেখা যেতে পারে। এখন পর্যন্ত ব্যালন ডিঅর পুরস্কার জেতা হয়নি তার। তবে চলতি মৌসুমে সম্ভাবনার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। ফিফার বর্ষসেরা দুইবার জিতেছেন।

লুইস সুয়ারেজ: তাকে আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা বলা হয়। উরুগুয়ের এই ফরোয়ার্ডের বয়স এখন ৩৫ চলে। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৩৯! তার জাতীয় দলের সতীর্থ এডিনসন কাভানিরও বয়স একই। তবে তিনি সুয়ারেজের মতো অত বিখ্যাত হতে না পারলেও সেরাদের একজন।

জেরার্ড পিকে: স্পেনের হয়ে ইউরো-বিশ্বকাপ-ইউরো জিতেছেন। বার্সেলোনার হয়ে জয় করেছেন অসংখ্য শিরোপা। এই ডিফেন্ডারের বয়সটা এখন ৩৫ চলে। স্পেন জাতীয় দলেও খুব একটা নিয়মিত নন। তবে অভিজ্ঞতা বিবেচনায় হয়তো শেষ পর্যন্ত স্কোয়াডে থাকতে পারেন তিনি। তাই এটাই তার শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

থিয়াগো সিলভা: ব্রাজিলের হয়ে কোপা আমেরিকা জয় করেছেন। বয়সটা ৩৭ হলেও এখনো তিনিই পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সেরা ডিফেন্ডার। তাকে নিয়েই দলের পরিকল্পনা সাজান কোচ তিতে। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৪১! তাই এটাই তার শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে।

লুকা মদরিচ: ক্রেয়েশিয়ার সোনালী প্রজন্মের সেরা ফুটবলার তিনি। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে দলকে নিয়ে যান ফাইনালে। অল্পের জন্য শিরোপা জিততে পারেননি। ওই বছর ব্যালন ডিঅরও জিতেছেন। বয়সটা এখন ৩৬ চলে। এখনো রিয়াল মাদ্রিদ ও ক্রেয়েশিয়ার মধ্যমাঠের রাজা তিনি। পরবর্তী বিশ্বকাপ আসতে আসতে তার বয়স হবে ৪২!

নেইমার: ব্রাজিলের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। আর কয়েকটি গোল হলে কিংবদন্তী পেলেকেও ছাড়িয়ে যাবেন। আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরাও তিনি। বয়স মাত্র ৩০! খেলতে পারবেন আরও অন্তত ৭-৮ বছর। কিন্তু কয়েক মাস আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, কাতার বিশ্বকাপই হয়তো তার শেষ হতে যাচ্ছে। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে এখন আর আগের মতো এনজয় করেন না। তাই তাকে নিয়েও সংশয় রয়েছে।

নিউইয়র্কে এক সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ ২৭ জন

(শেষের পাতার পর)শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই ২৫টি বন্দুক হামলায় ২৭ ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত বছরের তুলনায় সিটিতে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

এনওয়াইপিডি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- সিটির গণপরিবহনে অপরাধের ঘটনা ২০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ডাকাতি বেড়েছে গত বছরের তুলনায় ৪৮ দশমিক ১ শতাংশ, গাড়িতে চুরির ঘটনা বেড়েছে ৭৭ শতাংশ। তবে হত্যাকান্ড গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ কমেছে বলে পুলিশের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে একটি ঘটনার শিকার ৭৩ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ, যিনি গত ২৭ মার্চ রোববার ম্যানহাটানের এইটথ এভিনিউ এর ৪০ স্ট্রিটের কাছে এক দোকানে লটারির টিকেট কিনছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করে তার ওয়ালেট ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। লোকটি ছিনতাইকারিকে ঠেকানোর মত অবস্থায় ছিলেন এবং বাধার সম্মুখীণ হয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ে। কিন্তু লটারির টিকেট ক্রয়কারী ব্যক্তি কিছুক্ষণ পর রাস্তা অতিক্রম করছিলেন, তখন একই ছিনতাইকারী তার দিকে এগিয়ে আসে এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে এলোপাতাড়ি লাথি মারতে থাকে এবং ওয়ালেট ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি তার ওয়ালেট আঁকড়ে রাখতে সক্ষম হন। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। আক্রমণকারী দৌড়ে নিকটস্থ সাবওয়ের গেট দিয়ে নিচে নেমে যায়। যে দুই শিশু গুলির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সাত বছর বয়সী কন্যাশিশু গত ২৮ মার্চ সোমবার ব্রুকলীনে তার মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় ছুটে আসা বিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে মেয়েটি বা তার মা ঘটনা বুঝতে পারেনি। তারা বাড়িতে ফিরে আসার আড়াই ঘন্টা পর মেয়েটি তার পেটে ব্যথার অভিযোগ করে এবং তার মা মেয়েটির পেটের নিচের দিকে ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

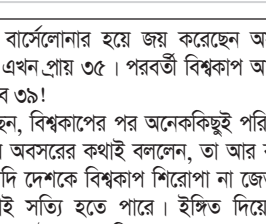
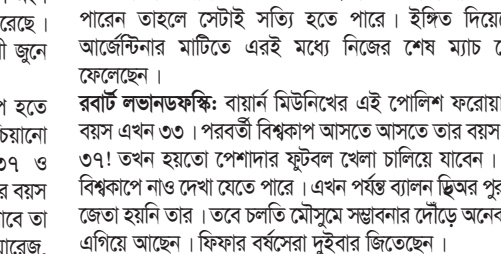
এছাড়া গত শুক্রবার ব্রুকলীনের ব্রাউন্সভিল ডেকেয়ার সেন্টার থেকে তিন বছর বয়সী এক শিশুকে তার পিতা সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার সময় আগ্নেয়াস্ত্রীর গুলি তাকে বিদ্ধ করে। তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রধারী বিভিন্ন লোকের দিকে তার আগ্নেয়াস্ত্র তাক করছিল বলে জানা গেছে।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

৪০৩ ঘুষি মিনিটে

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : ইউসুফ ইমানি এক মিনিটে ৪০৩টি ফুল এক্সটেনশন পাঞ্চ দিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেন। ইরানের তেহরানের বাসিন্দা ইউসুফ একজন প্রফেশনাল বক্সার।

২০২১ সালের ৭ জুন তিনি এ রেকর্ডটি করেন। বক্সিং করতে করতে একসময় হাতের গতির আবিষ্কার করেন। তখন এ বিষয়টি তিনি তার কোচকে জানান। এর পর থেকে ইউসুফ এখন দ্রুততম পাঞ্চিংয়ের অনুশীলন করেন।

এমনকি অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান জিমে। ইউসুফ বলেন, তিনি ধৈর্য, শক্তি ও গতির প্রশিক্ষণ দেন অন্যদের।

ইউসুফের আগে স্লোভাক ক্রীড়াবিদ এক মিনিটে ৩৩৪টি ঘুষি মেরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন। তার থেকে ৬৯টি বেশি ঘুষি মেরে এই রেকর্ড ভাঙেন ইউসুফ।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন

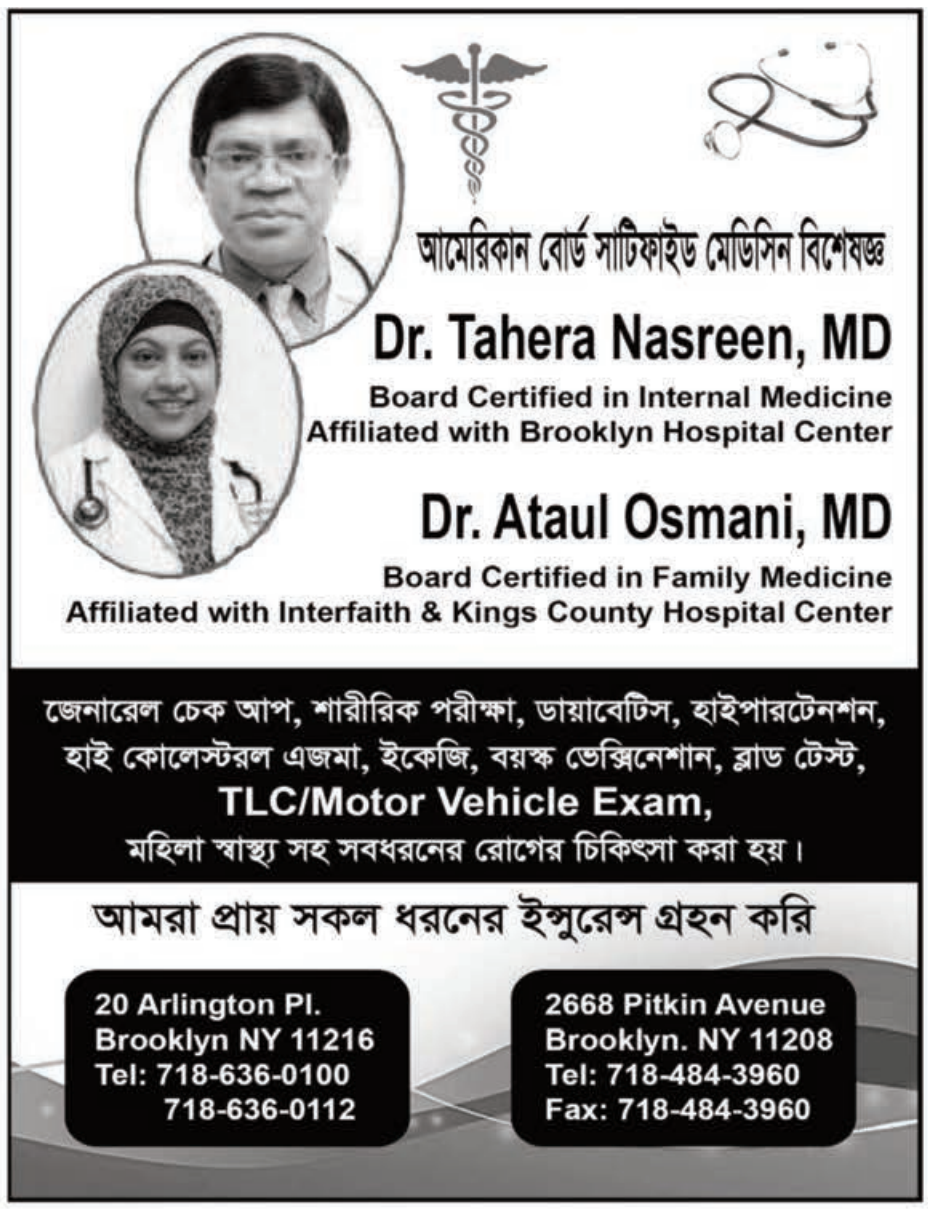
ইফতারীর তালিকায় শীর্ষে খেজুর, জিলাপী, ছোলা-বুট আর মুড়ি

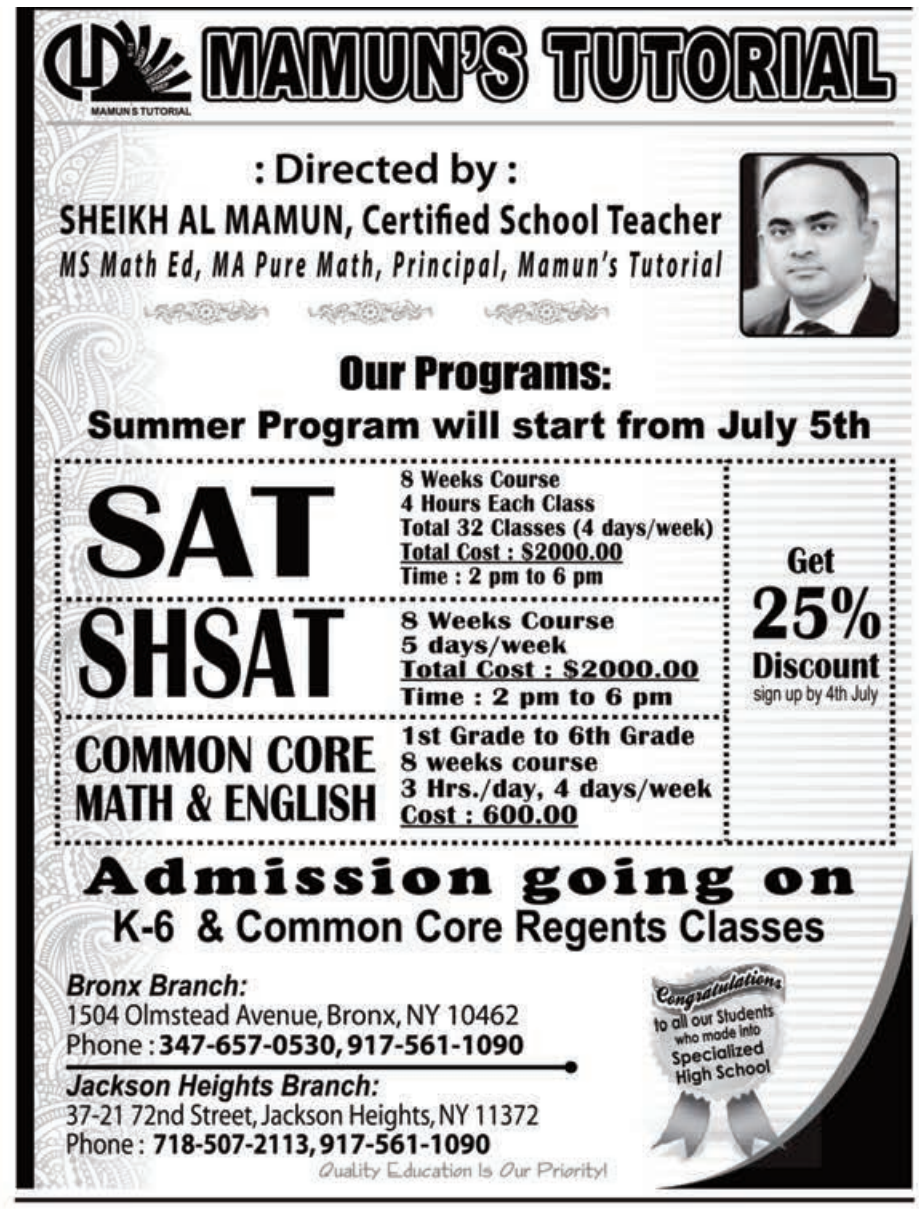
(শেষের পাতার পর)

কোরআন খতম। এজন্য নিয়োগ করা হয়েছে একাধিক হাফেজ। অপরদিকে ইফতার সামগ্রীতে ছেয়ে গেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। নিউইয়র্কের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন, ওজ-নপার্ক প্রভৃতি এলাকা সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে ইফতারীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে খেজুর, জিলাপী, ছোলা-বুট আর বাংলাদেশী মুড়ি। হোটেল-রেস্তোরায় গড়ে ১০/১২ আইটেমের ইফাতারী বক্সের মূল্য ১০ ডলার।

জ্যামাইকার ফাতেমা গ্রোসারী, মান্নান সুপার মার্কেট, কাওরান বাজার, প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট, বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেট, খামারবাড়ী সুপার মার্কেট, জ্যাকসন হাইটসের মান্নান গ্রোসারী, খামারবাড়ী, হাটবাজার, ইত্যাদী, ব্রুকলীনের প্রগতি, শাপলা, বাংলা বাজার, বাংলা নগর, সূচনা, গ্রীন হাউজ, দেশীবাজার, সবজি ঘর, বৈশাখী, দিগন্ত, ব্রঙ্কসের মদিনা গ্রোসারী, আফতাব গ্রোসারী, নয়া বাজার, ফ্রেন্ডস, আল আকসা, বাংলা বাজার সুপার মার্কেট, বাংলা টাউন, দেশী বাজার, খলিল সুপার মার্কেট, বারী সুপার মার্কেট, ওজনপর্কের দেশী-বাজার, পিটকিন, আল আমীন, শাহজালাল সুপার মার্কেট, এস্টারিয়ার ইত্যাদি গ্রোসারী, বনফুল প্রভৃতি স্টোর ঘুরে দেখা গেছে এসব স্টোরগুলোতে থরে থরে সাজনো হয়েছে ইফতারী সামগ্রী মুট, মুড়ি, ছোলা, খেজুর, চানা ডাল প্রভৃতি সামগ্রীতে। তবে গত বছরের চেয়ে এবার এসব সামগ্রীর মূল্য খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে জ্যামাইকার সাগর, ঘরোয়া, প্রিমিয়াম, কিং কাবাব, ঢাকা সুইটস, জ্যাকসন হাইটসের প্রিমিয়াম, নবান্ন, হাটবাজার, ব্রুকলীনের ঘরোয়া, স্বদেশ, জাফরান, ব্রঙ্কসের খলিল, নিরব প্রভৃতি রেস্টেুরেন্টে ইফতারী আইটেমের বহুল সমাবেশ। ছোলা বুট, পিঁয়াজু, বেগুনী, ভুনা খিচুরী, সমচা, সিঙ্গারা, হালিম, জিলাপী প্রভৃতি ১০-১২ আইটেমের ইফতারী বক্স ৬/১২ ডলারে বিক্রি হচ্ছে।







রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে ৩৫ এভিনিউ ও ৭১ স্ট্রীটে নিরিবিলি পরিবেশে প্রাইভেট হাউজে একটি আলাদা রুম ১/২ জন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩৩-৭২৭৯
মা-০৭/১৪

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।
যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ্যা-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি



নিউইয়র্কে 'গোল্ডেন জুবলি বাংলাদেশ কনসার্ট' ৬ মে

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত(বাকি অংশ ০০ পাতায়)

(শেষের পাতার পর) হয়েছিলো বাংলাদেশ কনসার্ট। আবারও সেই একইস্থানে আগামী ৬ মে ২০২২ স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশের শিশুদের সাইবার নিরাপত্তা সহায়তায় 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' করতে যাচ্ছে আই-সিটি বিভাগের বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। এই কনসার্টে যোগ দিচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত ব্যান্ড স্কর্পিয়ন্স ও বাংলাদেশের চিরকুট। আগামী ৪ এপ্রিল থেকে অনলাইনে মিলবে কনসার্টের টিকেট।

শনিবার (২ এপ্রিল) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি।

সংবাদ সম্মেলনে হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি সরদার মো. আসাদুজ্জামান, সিটিব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মুহাম্মাদ মারুফ ও আইসিটি বিভাগের রুটিন দায়িত্ব প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সচিব খায়রুল আমিন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা কৃতজ্ঞ জাতি। বিশ্বের কাছে বিজয়ী জাতি। সম্ভাবনাময়ী যোদ্ধা জাতি। এই প্রসঙ্গগুলোই আমরা এবার আমরা সঙ্গীতের ভাষায় আমাদের বিজয় বার্তা তুলে ধরবো। কেননা, শব্দ ব্যর্থ হলেও সঙ্গীত সফল হয়।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এখন পরিপূর্ণ ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। ৫০ বছর আগে, রবিশঙ্কর-হ্যারিসন ও ইউনিসেফ আমাদের জন্য যে ত্যাগ করেছে; তাদের সেই অবদানকে স্বীকার করে সারা বিশ্বের এই সময়ের যে সঙ্কট ও সমস্যা সেগুলোকে মোকাবেলা করে আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখাতে চাই।

পলক আরও জানান, গত পাঁচ বছরে দেশের আইসিটি খাতে বিনিয়োগ এসেছে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। দেশে ২৫০০ স্টার্টআপ কাজ করছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৮০টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করছে।

অনুষ্ঠানে আয়োজন সম্পর্কে উপস্থাপনা তুলে ধরেন হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রতীক চৌধুরী।

ফোবানা থেকে রাসেল ও শিব্বির আজীবন বহিষ্কার

(শেষের পাতার পর)

অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি এবং সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ফোবানার সদস্যপদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'আমেরিকান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সদস্য পদও খারিজ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩৫তম ফোবানা কনভেনশনের সদস্য সচিব শিব্বির আহমেদকেও একাধিক বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এবং প্রমাণসাপেক্ষে ফোবানা থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। সংগঠনের চেয়ারম্যান রেহান রেজা ও নির্বাহী সচিব মাসুদ রব চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ফোবানার সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকার ও সংশোধনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ ধারা অনুযায়ী এই দুই ব্যক্তি বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়। পরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক ভোটের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বহিষ্কার সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে কার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফোবানার ভবিষ্যৎ কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে এই দুই ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে অনুষ্ঠিত বিভক্ত ফোবানার অপরাংশের কনভেনর ও সামাজিক সংগঠন 'স্বদেশ' এর কর্ণধার শরাফত হোসেন বাবুকে অসদাচরণ, বিধি লঙ্ঘনসহ নানাবিধ অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্য সংগঠনের সকল কর্মকান্ড থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সংগঠনের এ অংশের চেয়ারম্যান আলী ইমাম এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ।

যুক্তরাষ্ট্রে পোয়েটস অ্যান্ড কোয়ান্টসের তালিকায় বাংলাদেশী মাহফুজা

(শেষের পাতার পর)

অঙ্গরাজ্যের ফেয়ারফিল্ডের সেক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিংয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও ফ্যাকাল্টি সদস্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মাহফুজা মালিক ২০২১ সালের জন্য শীর্ষ ৫০ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রফেসর এর পোয়েটস অ্যান্ড কোয়ান্টসের তালিকায় স্বীকৃতি পেয়েছেন। তালিকায় একটি স্থানের জন্য ১ হাজার জনেরও বেশি মনোনীত প্রার্থী লড়াই করেছেন। পোয়েটস অ্যান্ড কোয়ান্টসের হলো ব্যবসায় শিক্ষার খবরের একটি অনলাইন উৎস এবং বিশ্বব্যাপী মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) প্রোগ্রামের বিস্তারিত র‍্যাঙ্কিং।

মাহফুজা মালিক ২০১১৪ সালে সেক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটির জ্যাক ওয়েলচ কলেজ অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (ডাব্লিউসিবিটি) অনুষদে অ্যাকাউন্টিং এর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তার বর্তমান অনুষদের অবস্থান ছাড়াও অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের পরিচালক। তিনি ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিংয়ে ব্যবসায় প্রশাসনের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিনান্সে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। মাহফুজা ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ওয়ালথামের ব্র্যান্ডেস ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক অর্থায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

মাহফুজা বলেন, ২০২১ সালের জন্য পোয়েটস অ্যান্ড কোয়ান্টসের ৫০ জন সেরা স্নাতক অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হওয়া আমার জন্য একটি অবিশ্বাস্য সম্মানের বিষয়। আমি নিজেকে একজন শিক্ষাবিদ হতে পেরে এবং স্যাক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটিতে ভবিষ্যতের ব্যবসায়ী নেতাদের পড়াতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

কবি এবং কোয়ান্টের তালিকার জন্য বিবেচনা করার জন্য, একজন অধ্যাপককে অবশ্যই একটি ব্যবসায়িক স্কুলের একজন পূর্ণ-সময়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য হতে হবে এবং ছাত্র, অনুষদ, প্রাক্তন ছাত্র বা প্রশাসকদের দ্বারা মনোনীত হতে পারে। সফল মনোনীতদের সাধারণত একটি অনন্য শিক্ষণ শৈলী, ছাত্রদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব, ব্যবসায়িক অনুশীলন, পাবলিক নীতি বা ব্যবসার প্রবণতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে এবং তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রেখেছেন।

'দেশের তালিকায় শীর্ষ ৫০ বিজনেস স্কুল আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রফেসরদের' কবি ও কোয়ান্টের জন্য অধ্যাপক মালিককে মনোনীত করা একটি সম্মানের বিষয় ছিল বলে উল্লেখ করেন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খাজা মামুন। তিনি বলেন, 'মাহফুজা অনেক ছাত্রদের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন এবং অ্যাকাউন্টিং সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পান্ডিত্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই স্বীকৃতি তার অর্জনের একটি প্রমাণ মাত্র।'

বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু কবে?

(শেষের পাতার পর)

পরিচালক নজরুল ইসলাম। নিউইয়র্কের ট্রাভেলস ব্যবসার বর্তমান অবস্থা প্রবাসী বাংলাদেশে যাওয়ার চাপ, কার্গো ব্যবসাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন নজরুল ইসলাম।

বাংলা পত্রিকার সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, বিশেষ কোন মহল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দিয়ে সরকারের ইমেজ নস্ট করছে। বিমানের ক্ষতির পরিমান লোকসানই প্রতিষ্ঠান বিমানে লোকসান আরো বাড়াচ্ছে এর বিপরীতে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকাগামী বিমানের ফ্লাইট চালুর বিষয়ে উপেক্ষা করে সেবা এবং মুনাফা থেকে বাংলাদেশ সরকারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকা-টরন্টো (কানাডা) ফ্লাইটে সরকারের ৪ কোটি টাকা ক্ষতি করা হয়েছে, যাত্রী বহনের নামে আমলারা পিকনিক করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আবেগ এবং ব্যবসায়ী লাভ সর্বপরি প্রধামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যত দ্রুত সম্ভব নিউইয়র্ক-ঢাকা ফ্লাইট চালুর দাবী জানিয়েছেন নজরুল ইসলাম।

ট্রাভেল ব্যববসায় দীর্ঘনিের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম মনে করেন স্বচ্ছতা আর সততার সাথে বিমান কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক-ঢাকা রুট পরিচালনা করলে এই রুটে লস হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে সে ক্ষেত্রে বিমানকে অবশ্যই আন্তর্জাতিকমানের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে কতজন বাংলাদেশী ট্রাভেল করেন আর কানাডায় কতজন বাংলাদেশী ট্রাভেল করেন? এসব বিবেচনা করলে অবশ্যই নিউইয়র্ক-ঢাকা রুট পুনরায় চালু হতে সমস্যা কোথায়?

তিনি ট্রাভেলস ব্যবসার বিভ্রান্তকর প্রচারনায় যাত্রীদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন করোনা মহ-ামারীর পর ভ্রমণে এখন যাত্রীদের চাপ বেশী। তাই এখন সেল বলতে কিছু নেই বলে মনে করেন এই ব্যবসায়ী। নজরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ঢাকা এয়ারপোরট যাওয়ার পর এখনো যাত্রীরা হয়রানীর স্বীকার হচ্ছেন। সব ধরনের যাত্রী হয়রানী বন্ধের আহবান জানান তিনি। বলেন, টিকেটের দাম বেশী তারপরও মানুষ দেশে যাচ্ছেন কারন করোনা মহামারীর কারনে দুই বছর মানুষ দেশে যেতে পারেনি। অধিক মুল্য দিয়ে মানুষ যখন টিকেন কিনে তখন তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে দেশের পতাকাবাহী বিমানের ফ্লাইট চালুর বিষয় জানতে চান। প্রতি দিন শত শত ফোন রিসিভ করতে হয়, কবে বিমানে বসে লিজ দেশে যেতে পারবেন এই বিষয় জানতে। এমন তথ্যদিয়ে নজরুল ইসলাম বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর আশ্বাস দেন প্রবাসীরা স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয়না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বহু প্রত্যাশিতে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালুর ব্যাপারে সংশ্লিস্ট সকল মহল সোচ্চার হবেন বলে তিনি আশা করেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন বিভক্তির আশংকা

(শেষের পাতার পর)

সবমিলিয়ে এক সময়ের আলোচিত ও সরব সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন এখন নিরব সংগঠনে পরিণত হতে চলেছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে। উক্ত তফসিল মোতাবেক এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন আগামী ৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট ও পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ১০ হাজারের অধিক সদস্য এই নির্বাচনে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র মতে, নানা ইস্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ১৯ সদস্যের কার্যকরী পরিষদ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ্যের নেতৃত্বে এক পক্ষে ১০জন এবং ৪জন সহ সভাপতির মধ্যে তিনজন সহ সভাপতির নেতৃত্বে কার্যকরী পরিষদের অপর ৯জন সদস্য অপর পক্ষ নিয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক বর্তমান কমিটির বৈধতা এক দিকে শেষ হয়ে গেছে, অপরদিকে গত মার্চ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও তা হয়নি। বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের জন্য বা দায়িত্ব পালনের জন্য বিভাগীয় সম্পাদক এবং গঠনতন্ত্রে বর্ণিত দায়িত্ব প্রাপ্তরা সেসব দায়িত্ব পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। করোনা পরিস্থিতি সহ নানা বাহানায় সংগঠনের নেতৃত্ব একটি মহল কুক্ষিগত করে রাখছেন। পাশাপাশি বিগত বিশেষ সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব সদস্যদের জানানো হয়নি। ঐ সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পাসও হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের এক কর্মকর্তা জানান, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ইচ্ছে মতো সংগঠন পরিচালনা করছেন। তারা কেউ গঠনতন্ত্র মেনে চলছেন না। ফলে অচলাবস্থার দিকে এগুচ্ছে এই সংগঠন। আবার ভোট বানিয়ে এক তরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছে বলে অনেকেই এই নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছেন। ফলে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের 'জ-মজমাট নির্বাচন' আর হচ্ছে না। তিনি বলেন, মাত্র ১৫/২০ নিয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠান হয়েছে। ঐ কর্মকর্তার অভিমত এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে বলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কার্যকরী পরিষদের সভায় সকল কর্মকর্তাদের যথাসময়ে দাওয়াত দেওয়া হয় না। জরুরী নোটিশে ২ দিনের মধ্যে ইসির কাছে ভোটার তালিকা হস্তান্তর করা হয়েছে। যা গঠনতন্ত্র মোতাবেক হয়নি এবং ঐসময় ট্রাষ্টিবোর্ড ও ইসি কমিটির অনেক কর্মকর্তাই অনুপস্থিত ছিলেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বর্তমন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিয়ানীবাজার সমিতির তিন তিনবারের সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা আমাদের সিলেটীদের মাদার সংগঠন। যেকোন মূল্যে এই সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে। এজন্য সবাইকে গঠনতন্ত্র মেনেই কাজ করতে হবে, বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয়।

সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল বলেন, আমরা গঠনতন্ত্র মেনেই সংগঠন পরিচালনা করছি। তবে করোনা পরিস্থিতে অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনী কর্মকান্ড শুরু হয়েছে বলে নান-ানজন নানা কথা বলছেন। সংগঠনকে এগিয়ে নিতে তিনি সবার সহগযোগতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনের সদস্যরা হলেন- মোশাররফ হোসেন, সাব্বির হোসেন, আহমেদ এ হাকিম ও মিনহাজ আহমেদ।

অপরাধজগতে ডেটিং এ্যাপস

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন ডিভাইসের সহায়তায় যেমন সেসব অপরাধের অনেকাংশই কমানো সম্ভব হয়েছে, তেমনি তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অপরাধীরা অন্ধকারজগতের নতুন নতুন রাস্তাও খুঁজে বের করছে। এমন অন্ধকার জগতের নতুন বার্তাবাহক হিসেবে যুক্ত হয়েছে ডেটিং অ্যাপ্স। সঙ্গী খুঁজে নেবার সহজ পথ হলেও এখানে জালের মতো বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে আছে প্রতারণার ফাঁদ; এমনকি প্রতি মুহূর্তে যেখানে রয়েছে বিপদের আশঙ্কা।

একদিকে আধুনিক পৃথিবীতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা মানুষের স্থান-কাল ভেদে দূরত্ব যেমন কমিয়েছে; তেমনি অন্যদিকে একটি ভয়াবহ সত্য হলো, মানুষকে মানুষ হিসেবে চিনতে পারার প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি কঠিন করে ফেলেছে। মানুষ হয়ে পড়ছে মুখোশধারী, চেনা মানুষ অথচ রঙিন আলোর ওপাশে অচেনা রূপ।

তথ্য-প্রযুক্তি নামক ঝাপসা পর্দার ওপাশ থেকে যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা ধারণার চেয়েও কঠিন পরীক্ষার মতো। প্রতারক চক্রের এক নতুন অপরাধজগতের সূত্রপাত হয়েছে ডেটিং অ্যাপ্স ব্যবহারের মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্য কিংবা ভাবের আদানপ্রদান; অথবা প্রেম থেকে কখনো কখনো প্রণয়ের সম্পর্কের ডিজিটাল মাধ্যমকে এক কথায় ডেটিং অ্যাপ্স বলা যেতে পারে। অন্য অর্থে ডেটিং অ্যাপ্সকে প্রতারণার জগতের জলছাপ বললেও ভুল হবে না।

গণমাধ্যমের একাধিক তথ্যচিত্র বলছে, ডেটিং অ্যাপ্স ব্যবহারকারীর অধিকাংশই তরুণ বয়সি ছেলেমেয়ে, যাদের বড় একটি অংশের সবাই স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া। খুব সহজেই সঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায় বলে এটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন বয়সি মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সামনে থেকে কোনো মানুষকে চেনা-জানার জন্য সহজ উপায় হলো তার আচরণগত বৈশিষ্ট্য। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ মানসিকতাকে আয়নার মতো প্রকাশ করতে পারে, তবে ভার্চুয়াল জগতে সেই সুযোগ একেবারেই নেই বললেই চলে। নিঃসন্দেহে বলা যায় অনলাইনের এই জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বাড়লেও একে অন্যের প্রতি মূল্যায়নের মান কমে গিয়েছে।

বাস্তব জগতে মানুষকে চেনাই যখন অনেক বেশি কঠিন, তখন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষকে চিনতে পারার বাস্তবতার গাণিতিক সূত্র ঠিক কতটা কঠিন; তা আমার চেয়ে সুশীল সমাজের গুণীজনেরাই ভালো বলতে পারবেন। ভার্চুয়াল জগতে মানুষের অবাধ বিচরণ ক্রমেই মানুষকে হুমকির মুখেই ঠেলে দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ, অসচেতনতা এবং পাশাপাশি না বুঝে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করা।

ডেটিং অ্যাপ্স ব্যবহার করে তরুণ থেকে শুরু করে সব বয়সি মানুষই কম বেশি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাস্তব জগতে একে অন্যের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় ভার্চুয়াল জগতের দিকে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতের মতো এমন বৃহত্ পৃথিবীতে অচেনা-অজানা অসংখ্য মানুষের মধ্যে একদল অপর-াধপ্রবণ অপরাধীদের জালে দুর্ভাগ্যবশত আটকা পড়ছে অনেকেই।

আগামী বিশ্ব প্রযুক্তিগত খাতে সমৃদ্ধির ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে। অতএব সমস্যার সমাধান না খুঁজে প্রযুক্তিকে থামিয়ে রেখে কিংবা বাদ দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যাপসের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে প্রশাসনকে। প্রতারণাকারী চক্রগুলোর বিস্তার ঠেকাতে আলাদা মি-নটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে।

পাশাপাশি সব স্থানীয় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন যেমন 'বিট পুলিশিং'-এর মতো কার্যক্রমগুলো সরকারের হস্তক্ষেপে নিয়মিত আয়োজন করলে এসব অপরাধ অনেকাংশেই রোধ হতে পারে। এছাড়াও টেলিভিশন বা প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতারক চক্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে জনসচেতনতা তৈরি করা অতি প্রয়োজন।

লেখক: শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি



মানবদেহের পূর্ণাঙ্গ জিনবিন্যাস উন্মোচন

(প্রথম পাতার পর)

৮ শতাংশ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানব জিনের পূর্ণাঙ্গ রহস্য জানা গেল, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

সায়েন্স ডেইলি জানায়, আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট কর্তৃক মানবদেহের জিনবিন্যাস উন্মোচনের প্রায় দুই দশক পর বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি মানুষের সম্পূর্ণ জিনবিন্যাস প্রকাশ করেছে।

টেলোমেয়ার টু টেলোমেয়ার (টি২টি) কনসোর্টিয়ামের প্রায় ১০০ বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো এই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করেছেন। এই কনসোর্টিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এনএইচজিআরআই), ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যুক্ত ছিলেন।

গবেষকদলের প্রধান ও ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড হিউস মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইভান ইচলার বৃহস্পতিবার ঘোষণা দেন, 'এই তথ্য সম্পূর্ণ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আমরা এখন আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব যে মানুষ আলাদা প্রাণিসত্তা হিসেবে কিভাবে বিরাজ করছে এবং শুধু আলাদা মানুষ নয়, অন্য জীব থেকেও কিভাবে আলাদা সেটাও বুঝব।'

এনএইচজিআরআইয়ের পরিচালক এরিক গ্রিন বলেন, 'একটি সত্যিকার সমগ্র মানব জিনের ক্রমবিন্যাস উন্মোচন করার বিষয়টি অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক সাফল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, যা আমাদের ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড তথা ডিএনএর বিস্তারিত রূপ সম্পর্কে প্রথম জানার সুযোগ দেবে।'

গণমাধ্যমগুলো বলছে, এই জিন বিন্যাস একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের ডিএনএর ভিন্নতা দেখাবে। সেই সঙ্গে জিনগত বৈচিত্র্য মানুষের রোগের ক্ষেত্রে কী ধরনরে ভূমিকা রাখে, তা-ও বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে।

গবেষকদলের প্রধান ইচলার বলেন, অভিযোজনের জন্য এসব জিন ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে এমন জিনও রয়েছে, যা বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সংক্রামক জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণে খাপ খাইয়ে চলতে অনেক জিন ভূমিকা পালন করে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে কিছু জিন তা বুঝতে পারে। তিনি আরো জানান, সর্বশেষ উন্মোচিত বিন্যাসে দেখা গেছে, কিছু জিনের কারণে মানুষের মগজের আকার অন্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় আকারে অনেক বড় হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে বাকি সব প্রাণীর থেকে বিশেষ করে তুলেছে।

সায়েন্স ডেইলি বলছে, এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই খসড়া কপির ভিত্তিতে অনেক প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মানব জিনোমের অবশিষ্ট ৮ শতাংশ উদঘাটনের কাজ দীর্ঘদিন ধরে স্থবির ছিল একটি নির্দিষ্ট অংশের জটিলতার কারণে।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 4 // 2022

ঘাস খাচ্ছে বাঘ

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : সাধারণত খাবারের অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে প্রাণিকুলের বিভাজন করা হয় । তৃণভোজী, মাংসাশী ও সর্বভুক- খাবারের অভ্যাসের ভিত্তিতে প্রাণিকুলকে এই তিন শ্রেণীতে ফেলা যায় । ঘাস আর লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করে গরু, ছাগল, ভেড়ার মতো তৃণভোজী প্রাণীরা । অন্য দিকে মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে বাঘ, সিংহ, নেকড়ের মতো মাংসাশী প্রাণীরা । এটাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম । প্রকৃতির নিয়মের বাইরে গিয়ে যদি কোনো মাংসাশী বাঘ গপাগপ ঘাস খেতে থাকে তাহলে তা অবাক হওয়ার মতো বিষয় বৈকি । সম্প্রতি এক বাঘের মাংস ছেড়ে ঘাস খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে । ভিডিওতে দেখা গেছে, বনে ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে একটা বাঘ । ভারতের সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ থেকে এই ভিডিও ধারণ করা হয়েছে । সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাদের ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিও আপলোড করার পর তা ভাইরাল হয় ।







টাঙ্গাইল সোসাইটির নতুন কমিটি গঠিত

শামসু সভাপতি আরিফ সা. সম্পাদক



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইল জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে । সংগঠনের সাধারণ সভায় ২০২২-২০২৩ সালের জন্য মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খানকে সভাপতি, খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোহাম্মদ সোহেল রানা রিপন-কে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠন করা হয় । পূর্ণাঙ্গ কমিটি পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে । খবর ইউএনএ'র ।

কুইন্সের পার্সন বুভেভার্ডস্থ নবাবী রেষ্টুরেন্টে গত ২০ মার্চ রোববার টাঙ্গাইল সোসাইটি'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন । কমিশনের প্রধান হলেন আব্দুস সালাম এবং সদস্যদ্বয় ছিলেন দেওয়ান আমিনুর রহমান ও কাউসার আহমেদ মন্টু ।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে রাইজ আপ নিউইয়র্ক'র মিট গ্রীট এন্ড সেলিব্রেট ইভেন্ট

সংবর্ধিত হলেন মেয়রের এডভাইজর আহসান ছুগতাই ও ডেপুটি কমিশনার দিলিপ চৌহান







নিউইয়র্ক: 'ফাইট ফর ইউর রাইটস' শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দি রাইজ আপ নিউইয়র্ক ব্যতিক্রমী আয়োজনে সংবর্ধিত করলেন সম্প্রতি নিয়োগ পাওয়া নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস-এর সিনিয়র এডভাইজর আহসান ছুগতাই ও ডেপুটি কমিশনার দিলিপ চৌহান-কে । গত ২৯ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিটির ফ্রেস মেডোর সিরাজী ক্যাফেতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, মেয়রের এডমিনিষ্ট্রেটিভ চীফ ল জজ এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রায়াল এন্ড হেয়ারিং কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আরেক সাউথ এশিয়ান অসিম রহমান ।

'মিট গ্রীট এন্ড সেলিব্রেট ইভেন্ট' শীর্ষক ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের শুরুতে পত্রি কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় । অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হুমায়ুন কবীর, কারাম চৌধুরী, সংগঠনের কো ফাউন্ডার শামসুল হক, মেয়রের ঘনিষ্ট বন্ধু জুহেব চৌধুরী প্রমুখ । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এরশাদ সিদ্দিক ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন সহ ষ্টেট গভর্মেন্টের বিভিন্ন স্তরে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির অগ্রযাত্রা নি:সন্দেহে আশার আলো । বিশেষ করে মেয়র এরিক অ্যাডমস-এর প্রশাসনে সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি শক্ত অবস্থান তৈরী করতে যাচ্ছে । পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে । বক্তারা বলেন, এখন সময় যার যার অবস্থান থেকে আমাদের ভয়েস রেইজ করা এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া ।

সংবর্ধিত অতিথিদ্বয় তাদের বক্তব্যে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির সততা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, মেধা আর যোগ্যতার প্রশংসা করে বলেন, তারা তাদের যোগ্যতায় এনওয়াইপিডি সহ সিটি প্রশাসনে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন । অতিথিদ্বয় বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির যেকোন প্রয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ।

অনুষ্ঠানে অতিথিদ্বয়কে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, ফাহাদ সোলায়মান, জামিল সারোয়ার, রাশেদুল মালিক প্রমুখ উত্তরীয় পরিয়ে দেন ।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কারদের অধিকার আদায়ে মডারেট পলিটিক্যাল গ্রুপ হিসেবে 'দি রাইজ আপ নিউইয়র্ক' ২০২১ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাজ করে চলেছে । বিগত মেয়র নির্বাচনে মেয়র এরিক অ্যাডামস-এর পক্ষে সংগঠনটি কাজ করে এবং মেয়র পদে এনডোর্স করে । পাশাপাশি মেয়র প্রার্থী হিসেকে এরিকের জন্য প্রায় ৩০ হাজার ডলার ফান্ড রেইজ করে 'দি রাইজ আপ নিউইয়র্ক' । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।













মুনা'র নিউইয়র্ক সাউথ জোনের 'ওয়েলকাম রমাদান' অনুষ্ঠানে বক্তারা

মানবজাতিকে বদলে দেয়ার জন্যই রমাদ্বানের আগমন

রশীদ আহমদ: মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইর্য়ক সাউথ জোন এর উদ্যোগে ইমামস ও কমিউনিটি লিডারদেরকে নিয়ে 'ওয়েলকাম রমাদান' শীর্ষক চমৎকার আয়োজন করে। গত ২৮ মার্চ সোমবার বাদ মাগরিব ব্রুকলীনের জলসা পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুনা সাউথ জোনের সভাপতি সাফায়াত হোসেন সাফা। জোন সেক্রেটারী মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ ও ফজলে রাব্বীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে আলোচনা পেশ করেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। বিশেষ মেহমান হিসেবে আলোচনা পেশ করেন মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শিক্ষাবিদ আবু আহমদ নূরুজ্জামান, ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা এবিএম ফয়জুল্লাহ, ন্যাশনাল এসিসটেন্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, শিক্ষাবিদ আহমদ আবু উবায়দা, ন্যাশনাল শূরা সদস্য এম এম সুজন, ন্যাশনাল দাওআ ডাইরেক্টর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন, নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, ইমাম আবু সাঈদ আমীন ইমাম জাকারিয়া মাহমুদ ও ইমাম আন-সারুল করীম আজহারীসহ প্রমুখ।

এছাড়া সম্মানিত মেহমান ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন নিউ-ইয়র্ক এর বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও খতীব এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সামজিক, পেশাজীবি সংগঠনের সভাপতি-সেক্রেটারী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সা-ংবাদিক ও সম্পাদক বৃন্দ।

আলোচকরা বলেন, মানুষ যেন প্রকৃত মানুষ হতে পারে, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব যেন পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়, সে যেন খুঁজে পায় চিরমুক্তির মোহনা, যেন পৌঁছতে পারে তার কাঙ্খিত গন্তব্যে বা মনজিলে মাকসুদে।এ জন্য আল্লাহ তা'আলা রমজান মাসে ৩০ দিন রোজার বিধান দিয়েছেন। ইসলামের অন্যান্য বহু আদেশ-নির্দেশের মতো রোজাকে ক্রমিক নিয়মে ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা কেবল মাহে রমজানে রোজা নির্দিষ্ট ও এতেই সীমাবদ্ধ করে দেননি,বরং শরিয়তসম্মত কোনো অনিবার্য কারণবশত কেউ রমজান মাসে রোজা পালন করতে না পারলে এরপর অন্য যে কোনো সময় রোজার কাজা আদায় করার পথও উন্মুক্ত রেখেছেন।

বক্তারা আরো বলেন, মাহে রমাদানকে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে বদলে দেয়ার জন্য রহমত স্বরূপ অর্পিত করেছেন। একজন মুসলিমের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে ও উত্তম চরিত্র গঠনে রমাদান অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই এই মহামান্বিত মাসে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজ লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করার উদাত্ত আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় সাউথ জোনের দায়িত্বশীল কাজী ইসমাঈল, মাহবুবুর রহমান, আমিনুর

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AA American Airlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



সিনেটর চাকশ্যুমারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জাবেদ উদ্দিন (ডানে)।

রমজান উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়ায় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ

কমিউনিটির পাশে সিনেটর চাক শ্যুমার

বিশেষ প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মধ্যে পবিত্র রমজানের খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ইউএস সিনেটের মেজোরিটি লীডার নিউইয়র্কের সিনেটর চাক শ্যুমার এসময় আমন্ত্রিত বিশেষ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ইফতারীর তালিকায় শীর্ষে খেজুর, জিলাপী, ছোলা-বুট আর মুড়ি

বিশেষ প্রতিনিধি: পবিত্র রমজান শুরু হয়েছে। রমজানের প্রথম সপ্তাহ চলছে। গত ২ এপ্রিল শনিবার থেকে নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় রোজা শুরু হয়েছে। রোজা উপলক্ষ্যে পাল্টে গেছে মুসলিম কমিউনিটির পরিবেশ-পরিস্থিতি। মসজিদে মসজিদে আয়োজন করা হয়েছে তারাবির নামাজে পবিত্র **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস'র নজরুল ইসলামের প্রশ্ন

বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু কবে?



এ **মদাদ চৌধুরী দীপু:** বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট দ্রুত চালু করার দাবী জানিয়েছেন বিশিষ্ট ট্রাভেল ব্যবসায়ী এবং ঐতিহ্যবাহী এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



রমজান ঃ আত্মশাসনের মাস

আফতাব চৌধুরী

ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম একটি হল রমজান মাসের রোজা। আরবি 'রামাদান' থেকে রমজান মাসের উৎপত্তি যার অর্থ হল দগ্ধিকরণ, দহন বা জ্বালিয়ে দেওয়া। আরবি ভাষায় এ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

কাতার বিশ্বকাপই যে তারকাদের শেষ!

তাহসিন আহমেদঃ আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। এরই মধ্যে সেটির রেশ শুরু হয়ে গেছে। এখনো তিনটি দল জায়গা নিশ্চিত করতে পারেনি। সম্ভাব্য সেই দলগুলোকে নিয়ে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৫



ভালোবাসলে নারী ফুল হয়ে ফুটে আর পুরুষ হয় উজ্জ্বল দীপ্তিময়। অথচ বেশিরভাগ মানুষ ভালোবাসতেই জানে না....

আপাতত দৃষ্টিতে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঃ বিভক্তির আশংকা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকার বৃহত্তর আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৪-এর নির্বাচন ঘিরে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ সচেতন জালালাবাদবাসীদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি দেখা দিয়েছে। সংগঠন পরিচালনায় নানা ইস্যুতে কার্যকরী পরিষদ বিভক্ত হয়ে পড়ছেন, উঠছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ। মানা হচ্ছে না গঠনতন্ত্র। সচেতন জালালাবাদবাসীদের অভিমত এসোসিয়েশনের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

নিউইয়র্কে 'গোল্ডেন জুবলি বাংলাদেশ কনসার্ট' ৬ মে

ঢাকা ডেস্ক: আজ থেকে ৫০ বছর আগে যে দেশটির সহায়তার জন্য নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে পোয়েটস অ্যান্ড কোয়ান্টসের তালিকায় বাংলাদেশী মাহফুজা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে এক সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ ২৭ জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বন্দুক হামলা দিন দিন বেড়েই চলছে। গেলো মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

রোজা রেখেও সতেজ থাকার উপায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রমজান মাস এলেই দৈনন্দিন জীবনের রুটিনে কিছুটা পরিবর্তন চলে আসে। সেহরি থেকে ইফতার পর্যন্ত পানি পান করা হয়না বলে এ সময়টায় ডিহাইড্রেশনের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

এক বছরে ইউরোপের নাগরিকত্ব পেলেন ৮৬৮৫ বাংলাদেশী



ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী, পর্তুগাল থেকে: এক বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ দেশ এবং সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, লিচেনস্টাইন ও (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ফোবানা থেকে রাসেল ও শিব্বির আজীবন বহিষ্কার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৩৫তম কনভেনশনের কনভেনর জি আই রাসেলকে সংগঠনের সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

অভিনেত্রী এস্টেল হ্যারিস আর নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকান জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী এস্টেল হ্যারিস মারা গেছেন। শনিবার (২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owend and operated

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com